প্রেম-গাথা।

সনাতনে প্রেমণি দৃঢ়প্রতিষ্ঠঃ
প্রলীয়তে ন প্রলয়েঽপি লোকঃ।
লঙ্কোদয়শ্চাসুরশৌর্য্যমূলে
নশ্যেদ্ যথা কূলতরুঃ সমূলম্ ॥১॥

রামাদয়ঃ শঙ্কর-বুদ্ধ-খৃষ্টাঃ
প্রতিষ্ঠিতং প্রেমণি বদীয়রাজ্যম্।
সিংহাসনং নৈব চলং তদীয়ং
জলং স্থলং যাবদিহেন্দুসূর্য্যৌ ॥ ২ ॥

বীরা ভবে রোমক-মোগলাদ্যা-
দোর্দণ্ডবীর্য্যেণ কৃতাধিপত্যাঃ।
ক তে গতাস্তচ্চ কুতঃ প্রভুত্বং
যৎ প্রেমশূন্যং প্রবিলীয়তে তৎ ॥ ৩ ॥

সমুদ্রবৎ কৌশিকরাজসেনা
নাশং গতা ব্রহ্মবলেন কৃৎস্না।
ধিক্ ক্ষত্রিয়ং ব্রহ্মবলং বলং যৎ
তস্মানবা ব্রহ্মবলং লভধ্বম্ ॥ ৪ ॥

মদোদ্ধতৈর্হা ক্রিয়তে মনুষ্যৈঃ
স্বভ্রাতৃহত্যারুধিরোক্ষিতা ভূঃ।
প্রক্ষাল্য তামক্ষিজলৈঃ কুরুধ্বং
ধরাং নরাঃ! প্রেমসুধাভিষিক্তাম্ ॥৫॥

বিহায় রে মারণযন্ত্রজাতং
স্বসোদরান্ পশ্যত সর্ব্বজীবান্।
প্রেমাস্ত্রমেকং হৃদি ধারয়ন্তঃ
সর্ব্বে বিশঙ্কং জয়ত ত্রিলোকীম্ ॥৬॥

প্রেম্ণো নিধানং পরিপূর্ণমীশং
রে পশ্যত প্রেমময়ং চ বিশ্বম্।
প্রত্যেকবিশ্বাণুমধ্যপ্রবিষ্টা
মূর্ত্তির্মহাপ্রেমময়ী জ্বলন্তী ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মমার্গপরিভ্রষ্টান্ মজ্জতো বাসনার্ণবে।
রক্ষ লোকান্ নিরালম্বান্ হরে পতিত-
পাবন ॥ ৮ ॥

অন্তর্দ্রোহানলজ্বালাদগ্ধে তে প্রিয়ভাষিতে।
সুধাধারাং সুধাধার! বর্ষ শান্তিময়ীং হরে!
॥ ৯ ॥

ত্বমেবাশা হতাশানাং ভীতানামভয়ং সদা।
ত্বং গতির্গতিহীনানাং পাহি নঃ পরমেশ্বর!
॥ ১০ ॥

সর্ব্বজীবৈঃ কোটিকল্পৈঃ সঞ্চিতাদপি
পাতকাৎ।
ক্ষমাং কোটিগুণাং ধৎসে তৎ ক্ষমস্ব
ক্ষমাময়! ॥ ১১ ॥

বিশ্বং প্রেমময়ং পশ্যন্ বিশ্ববন্ধুরমৎসরী।
ত্বয়ি লীয়ে যথা ব্রহ্মন্! করুণাং কুরু মে
তথা ॥ ১২ ॥

বীততাপং সদানন্দং পশ্যতো মে চরাচরম্।
বিলয়োঽস্তু সদানন্দময় হে! চরণে তব
॥ ১৩ ॥

উদীরয়ন্ নাম তবাবিরামং
সর্ব্বং জগৎ ব্রহ্মময়ং চ পশ্যন্।
বিলীয়তাং ত্বচ্চরণে মমাত্মা
হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মানলং ত্বং হৃদি দীপয়িত্বা
দগ্ধাহুতীস্তত্র সমস্তকামান্।
শেষাহুতিং জীবনমেব দত্বা
যজ্ঞং ত্বদীয়ং কুরু জীব! পূর্ণম্॥ ১৫॥

অনুবাদ।

যে জাতি শাশ্বত প্রেমে বদ্ধমূল রয়,
মহাপ্রলয়েও তার না হয় বিলয়;
আসুরিক শক্তি যার প্রতিষ্ঠার মূল,
নদীকূলে বৃক্ষ সম সে হয় নির্ম্মূল।১।

রাম, বুদ্ধ, খৃষ্ট আদি ধর্ম্মবীরগণ,
বিশ্বপ্রেমে যারা রাজ্য করিল স্থাপন,
যতকাল চন্দ্র, সূর্য্য র'বে জল, স্থল,
তাহাদের সিংহাসন অচল অটল।২। *

রোমক, মোগল আদি বীরজাতি কত,
বাহুবলে সংস্থাপিল রাজ্য শত শত;
কোথা সে ঐশ্বর্য্য আজি তা'রা বা
কোথায়?
যাহা কিছু প্রেমশূন্য, শূন্যে লয় পায়।৩

বিশ্বামিত্র নৃপতির সৈন্য অগণিত,
বশিষ্ঠের ব্রহ্মবলে হৈল বিচূর্ণিত;
ধিক্ ক্ষত্রিয়ের বল! ব্রহ্ম-বল বল,
রে মানব! ব্রহ্ম-বল কর রে সম্বল।৪।

লোভে অভিমানে হায়! করি' কাটাকাটি,
ভাই ভাই ভ্রাতৃরক্তে ভিজাইছ মাটি!
ক্ষালিয়া নয়নজলে এ পাপ শোণিত,
প্রেম-সুধা বসুধায় কর প্রবাহিত।৫।

পরিহরি রণ-তরী, বন্দুক, কামান,
হের!—সবে ভাই ভাই, একেরি সন্তান;
অদ্বৈত প্রেমাস্ত্র হৃদে করিয়া ধারণ,
নাহি ভয়, কর জয়, এ তিন ভুবন।৬।

দেখ!—বিভু পরিপূর্ণ প্রেমের আধার,
রচিত তাঁহারি প্রেমে এ বিশ্ব সংসার;
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুর ভিতর
সে মহাপ্রেমের মূর্ত্তি জ্বলে নিরন্তর।৭।

পরিহরি ওহে হরি! ধর্ম্ম সনাতন,
ব্যসন-সাগরে লোক হতেছ মগন;
দয়াময় বিভু তুমি পতিতপাবন,
অশরণ জনগণে করহে তারণ।৮।

হরি হে! তোমার প্রিয় ভারত ভূতলে,
অঙ্গার হইল গৃহ বিচ্ছেদ-অনলে;
সুধাসিন্ধু! সুধাধারা করি' বরিষণ,
দাও তারে শান্তিময় অক্ষয় জীবন।৯।

হতাশের আশা তুমি ভীতের অভয়,
অগতির গতি তুমি দীনদয়াময়!

* অদ্বিতীয় রণবীর নেপোলিয়ন্ সেণ্ট হেলেনায় কারাবাসকালে বলিয়াছিলেন,—"আলেক্জাণ্ডার, সীজার, সারেলমান প্রভৃতি ও আমি,—আমরা সকলেই সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু, আমাদের প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি—আসুরিক শক্তি, তাই আমাদের রাজ্য ছারখার হইল। কিন্তু যীশুখৃষ্ট একমাত্র প্রেমের উপর রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন, তাই তাঁহার রাজ্য অক্ষয় ও অটল। হয়ত এই মুহূর্ত্তেই—আমার দেহ ভূগর্ভে কীট-ভক্ষ্য হইবার পূর্ব্বেই কোটি কোটি লোক সেই ধর্ম্মবীরের কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া অমরতা লাভ করিবে। ওঃ! আমার কি গভীর দুঃখ! অহো! যীশুর জগৎপূজ্য সনাতন প্রেমের রাজ্য! এবং আমার এই জ্বালাময় জীবন! উভয়ের কত প্রভেদ!"—ইত্যাদি।

(See Abbott's Life of Nopoleon, Vol I. Page 117.)

হ'লেও পাতকী মোরা তোমারি তনয়,
দয়া করি' ওহে হরি ! দাও হে অভয় ।১০।

কোটিকল্প যত পাপ করে জীব সব,
তাহা হ'তে কোটিগুণ ক্ষমাগুণ তব ;
তবে আর কি বলিব ক্ষমাময় হরি !
ক্ষমা কর জীবগণে করুণা বিতরি । ১১ ।

হইয়া বিশ্বের বন্ধু নিষ্পাপ-হৃদয়,
হেরিতে হেরিতে এই বিশ্ব প্রেমময়,
তোমার চরণে ব্রহ্ম ! যা'তে পাই লয়,
সেই দয়া এ সন্তানে কর দয়াময় ! ।১২।

হেরি যেন আমি এই নিখিল ভুবন—
পাপ-তাপ-শূন্য সদা আনন্দে মগন ;
হেরিতে হেরিতে ওহে চিদানন্দময় !
তোমার চরণে যেন পাই আমি লয় ।১৩।

তব নাম অবিরাম করিতে করিতে,
ব্রহ্মময় সমুদয় হেরিতে হেরিতে,
এ আত্মা মিশিয়া যা'ক্ তব পদতলে,
মন্ত্রপূত ঘৃত যথা মিশে হোমানলে । ১৪ ।

রে জীব ! হৃদয়-কুণ্ডে জ্বালি' ব্রহ্মানল,
তাহাতে আহুতি দাও কামনা সকল ;
সে অনলে পূর্ণাহুতি দিয়া এ জীবন,
কর রে ! আনন্দে তুমি যজ্ঞ সমাপন ।১৫।

ইতি শ্রীতারাকুমার-রচিতা
প্রেমগাথা সমাপ্তা ।
ওঁ তৎসৎ

প্রার্থনা ।

(১)

দাও মা অভয় বর, সকল বিপত্তি হর,
দূর কর ভয় ব্যথা
অশিব ভাবনা ;
শোক রোগ হোক দূর, হৃদি হোক স্বর্গপুর,
একটী পাপের রেখা
রেখনা রেখনা ।

(২)

যেই স্নেহ স্বার্থহীন, মধুময় চিরদিন,
তরুণ অরুণ আলো
নিবিড় আঁধারে,
আমার সে স্নেহনীড়, অকূল সমুদ্রতীর,
দিও তাহে অসঙ্কোচে
ঘুমাতে আমারে ।

(৩)

সেই কথা পড়ে মনে, একলা গহন বনে
কাঁদিয়া ফিরেছি আমি
নাহি ছিল কেহ ;
আনন্দ ছিল না মুখে, আরাম ছিল না বুকে,
জগতে ছিল না যেন
ঘুমাবার গেহ !

(৪)

ওমা ! সে আঁধার রাতি, তুমি দিলে
কোল পাতি,
হাসা'লে কনকাচলে
ঊষা রাজরাণী,
জীবন হইল ধন্য, হইনু কৃতার্থম্মন্য,
পরাণে অমূল্য সেই

অমর কাহিনী!

(৫)

পুনঃ মা গো দাও বর, দূরে যাক্ ভয় ডর,
আনন্দ আরোগ্য দাও
পবিত্র কামনা,
রোগ শোক হোক দূর, হিয়া হোক স্বর্গপুর,
একটী পাপের রেখা
রেখনা রেখনা।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসব-সম্মিলন।

গত ৬ই ভাদ্র আণ্টনিবাগান লেন, ৯ নম্বর ভবনে বামাবোধিনীর জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় বন্ধুসম্মিলন হইয়াছিল; তাহাতে নিম্নলিখিত মহিলা ও মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু।
„ ডাক্তর কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।
„ হেমলতা রায়।
„ সুশীলা বালা সিংহ।
„ বিরাজমোহিনী দেব।
„ বসন্তকুমারী দেব।
„ প্রেমলতা দেব।
„ শান্তশীলা মজুমদার।
„ সরোজিনী দত্ত। ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত রাধানাথ দেব।
„ শরদিন্দু বিশ্বাস, বি এ।
„ মন্মথনাথ সিংহ।
„ চারুচন্দ্র নাগ, এম এ, বিএল।
„ অমৃতকুমার দত্ত।
„ সুকুমার দত্ত।
„ প্রিয়নাথ সরকার ইত্যাদি ও সম্পাদক।

কোন কোন বন্ধু মহিলা ও মহোদয় পীড়া ও অন্যান্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

প্রথমে দুইটী বালিকা মিলিয়া একটী ব্রহ্মসঙ্গীত করেন। পরে সম্পাদক বামাবোধিনীর বয়ঃক্রম ৪০ বর্ষ পূর্ণ হওয়াতে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করেন এবং ইহার ভাবী উন্নতি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন! গত বৎসর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর আগমনে যেমন সকলে প্রীত হইয়াছিলেন, এ বৎসর শ্রীমতী মানকুমারীর আগমনেও সেইরূপ হইয়াছেন। এই প্রতিভান্বিতা মহিলা নানাবিধ গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধে বামাবোধিনীকে কত সুসজ্জিত করিয়াছেন এবং প্রাণপণে ইহার উৎকর্ষ সাধনে কেমন সচেষ্ট, সম্পাদক কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহা বর্ণন করেন এবং বামাবোধিনীর অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুদিগকেও ধন্যবাদ প্রদান করেন। বামাবোধিনী সমিতি যে সকল সভ্য লইয়া পূর্ব্ব

বৎসর সংগঠিত হয়, এবৎসরও তাঁহারা সভ্য থাকিবেন স্থির হয়, এবং এই নববর্ষে বামাবোধিনীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য সকলে সচেষ্ট হন, তজ্জন্য অনুরোধ করা হয়। একটী সঙ্গীত ও তৎপরে জলযোগ হইয়া সম্মিলন সভার কার্য্য শেষ হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজবক্তৃতা—ইংলণ্ডেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ড পার্লেমেন্টের কার্য্য স্থগিত করিবার সময় যে বক্তৃতা করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—

সর্ব্বত্র শান্তি, কেবল সোমালিলণ্ডে যুদ্ধ চলিতেছে। বুয়রদিগের সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আয়র্লণ্ড ও ক্যাপ্ প্রভৃতি ভ্রমণে সুফল ফলিয়াছে। ভারতে সুবৃষ্টি হইয়া ফসলের সুব্যবস্থা হইয়াছে।

হাকিমের সহৃদয়তা—আলিপুরের মাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সন মুর নৈহাটিতে কোনও মোকদ্দমায় তদারকে গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে গঙ্গার বক্ষে মড়ার মত কি ভাসিতেছে দেখিয়া আর্দ্দালিকে দেখিতে বলিলেন। সে জীবিত মনুষ্য ভাসিয়া যাইতেছে বলাতে সাহেব তাহাকে উদ্ধার করিলেন। সে একজন হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ। হোরমিলার কোম্পানির উর্ব্বশী জাহাজ হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, কেহ আর তাহার তত্ত্ব লয় নাই। মাজিষ্ট্রেট পুলিসকে এ বিষয়ের তদন্তের ভার দিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ—মধ্যভারতে ১০,৭৩৯ দুর্ভিক্ষপীড়িতকে সাহায্য দান করা হইতেছে। সংখ্যা অনেক কমিয়াছে বটে, কিন্তু এ বৎসর বৃষ্টির যেরূপ গোলযোগ, তাহাতে ভবিষ্যৎ ঘোর আশঙ্কাজনক। ব্রহ্মপ্রদেশে ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

জাপ-রুষ—রুষিয়া ও জাপানের মধ্যে নানাকারণে সংঘর্ষণের সম্ভাবনা। সম্প্রতি রুষিয়া কামাস্কাটকার কতকগুলি জাপানী রাজকর্ম্মচারি-সহ জেলে-নৌকা অবৈধ-বাণিজ্যের অপরাধে ধৃত করিয়াছেন। জাপানও ঐরূপ ছলে কতকগুলি রুষ-তরী আটকাইয়াছেন। জাপানের রুষিয়ার সহিত যুদ্ধঘটনা কখনই প্রার্থনীয় নয়।

বেরার শাসনের ব্যবস্থা—বেরার নিজামের সম্পত্তি ছিল, এখন ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের অধিকারস্থ হইয়া মধ্য-প্রদেশের অংশরূপে পরিণত হইল।

তিলকের বিচার—পুনার সুপ্রসিদ্ধ বাল গঙ্গাধর তিলকের মোকর্দ্দমা প্রায় একবৎসর চলিতেছিল। গত ২৪শে আগষ্ট জজ ক্লেমেণ্টাস্ রায় দিয়াছেন যে দেড় বৎসর কারাবাস ও ১০০০ টাকা অর্থ দণ্ড হইবে। তিলক আপাততঃ আপিলে খালাস পাইয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী—লর্ড সালিসবেরী গত ২২শে আগষ্ট পরলোক গত হইয়াছেন। তিনি দুইবার ভারতের

ষ্টেট সেক্রেটারী ও তিনবার ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী হন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

বোম্বাই গবর্ণর—লর্ড ল্যামিংটন বোম্বাইয়ের নূতন শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি মৃত লর্ড সালিসবরীর প্রাইবেট সেক্রেটারী এবং কুইন্সল্যাণ্ডের গবর্ণর ছিলেন।

রাজবিদ্রোহ—(১) চিনে পুনরায় রাজবিদ্রোহ হইয়া সমুদায় দেশ ব্যাপিয়া পড়িতেছে। (২) বুলগেরিয়ার বিদ্রোহে সালোনিকা নগর তোপে উড়াইয়া দেওয়াতে ৫০০ লোক হত হইয়াছে। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইতেছে। এই যুদ্ধে জোহিকা নাম্নী এক খ্রীষ্টীয় রমণী জোয়ান অব আর্কের ন্যায় অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিতেছেন। (৩) কিউবা দ্বীপেও ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র-স্মৃতিফণ্ড—ফণ্ডের উদ্যোগকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ, তাঁহারা অর্থসংগ্রহ জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন। দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত ৪টী উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবেন—(১) বাঙ্গালা সাহিত্য-পারদর্শীকে বার্ষিক পুরস্কার দান; (২) কবি হেমচন্দ্রের পাষাণমূর্ত্তি স্থাপন; (৩) একটী চক্ষু-চিকিৎসাগৃহ হাঁসপাতালে সংযোজন; (৪) কবির পরিবারকে সাহায্যদান।

ধর্ম্মগুরুর তিরোধান—সে দিন খ্রীষ্টান সমাজের ধর্ম্মগুরু পোপ পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। গত ২০শে শ্রাবণ মুসলমানসমাজের এক ধর্ম্মগুরু মওলানা মহম্মদ মহসিনের জীবলীলা শেষ হইয়াছে।

আশ্চর্য্য জীবনরক্ষা—এলাহাবাদের কার্চ্চনা তহশীলের নেহরা গ্রামনিবাসী শুকনন্দননামক এক ব্রাহ্মণ স্ত্রীর ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া বন্ধুবান্ধবসহ তাহাকে লইয়া দাহ করিতে যাইতেছিলেন। পথে তত্রত্য ডিস্পেন্সরীর সম্মুখস্থ হইলে ডাক্তার তারিণী প্রসাদের সন্দেহ হয়। তিনি জোর করিয়া আবরণবস্ত্র খুলিয়া বলেন এ ত মরে নাই। ডাক্তারের চিকিৎসা শুশ্রূষায় ১॥ ঘণ্টা পরে স্ত্রীলোকটী কতকটা দুগ্ধ খাইল। পরদিন সে বেশ কথাবার্ত্তা কহিল। পরে আরোগ্য হইয়া বাড়ী গিয়াছে। অনেক সময় অচৈতন্য অবস্থা মৃত্যুর অবস্থা বলিয়া ভ্রম হয়। দাহকার্য্যটা অন্ততঃ ৪।৫ ঘণ্টা বিলম্বে হওয়া বিধেয়।

পুরাতন যুগ—৩০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তর যুগেও মনুষ্য ছিল ও তাহারা প্রস্তর কাটিয়া চকমকীর পাথর করিত। বিলাতের ল্যাংটান হেটোনে সম্প্রতি এইরূপ প্রস্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। লণ্ডনের ডেলি ক্রনিক্ল পত্রের আফিসের নিম্নস্থ মৃত্তিকা হইতে এক গণ্ডারের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, অধ্যাপক রাঙ্কেষ্টার বলেন দেড় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এই জন্তু পৃথিবীতে বাস করিত।!

দান যজ্ঞ।

আজ ঘোর দুর্ভিক্ষের ভীষণ জ্বালা প্রাচীন উৎপলাবতী নগরীকে দগ্ধ বিদগ্ধ করিতেছে। তাহার শোভা সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে; তরুলতা জলাভাবে শুষ্ক হইয়াছে; চারি দিকে ভীষণ দৃশ্য লক্ষিত হইতেছে; ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণদেহ নরনারীর আর্ত্তনাদে নগরী বিকম্পিত হইতেছে ও তাহারা দলে দলে নগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। নগরবাসিগণ, যত দিন শক্তি সামর্থ্য ছিল, তরুলতা হইতে পত্র পুষ্প ভক্ষণ করিয়া তৎপরে লতা পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে; ক্ষেত্রসঞ্জাত নব তৃণ-কণা পর্য্যন্ত বিষম উদর-জ্বালায় উদরসাৎ হইয়াছে। এখন দেশ এককালে খাদ্যশূন্য, মৃত নরদেহে চারিদিক্ পরিপূর্ণ। চারি দিকে মুমূর্ষু নরনারী কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতেছে। এই ভীষণ হৃদয়ভেদী দৃশ্যরাজির মধ্যে কি স্বর্গীয় অনুপম সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইতেছে!

এই প্রাচীন উৎপলাবতী বৌদ্ধপ্রধান নগরী। দানধর্ম্মে—দয়া দাক্ষিণ্যে বৌদ্ধ-জগৎ প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে ধর্ম্মবীজ বৌদ্ধ-জগতে উপ্ত করিয়াছেন, তাহা মৃত নহে, জীবন্ত। বৌদ্ধ নরনারী দুর্ভিক্ষের যাতনায় ক্লিষ্ট হইলেও, যথাসাধ্য লোকসেবায় নিরত রহিয়াছে। বুদ্ধের নাম কীর্ত্তনে, গুণ বর্ণনে ও সান্ত্বনা-বচনে মৃতকল্প নরনারীর প্রাণে আশা ভরসা ও আনন্দ উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে। ধনী ধন বিতরণে, ভোজ্য প্রদানে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেছে, বস্ত্রহীনাকে বস্ত্র দান করিতেছে, পীড়িতকে ঔষধ পথ্য প্রদান করিতেছে, বৃদ্ধ আতুরকে প্রাণপণে সেবা করিতেছে।

এই সময়ে এই নগরীতে এক রমণী দেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। নারী বুদ্ধগতপ্রাণা, সেবাব্রতধারিণী, দীনদয়াময়ী; বুদ্ধের কৃপায় সম্পৎশালিনী। কাষায়-বস্ত্র-পরিধানা দীনবেশা প্রফুল্লবদনা সেই নারী নগরের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া অন্ন, বস্ত্র ঔষধ প্রদানে সেবা করিতেছেন। অভাব-জনিত আর্ত্তনাদ শ্রুত হইলেই, সেই স্থলে রমণীর আবির্ভাব হইত। নিজে অনন্ত কষ্ট বিস্মৃত হইয়া পরকষ্ট নিবারণের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার সাহায্যে, তাঁহার অক্লান্ত সেবায়, তাঁহার সদা আনন্দময় বদন-মণ্ডলের অনিন্দ্য ছটায় মৃত দেহে নব-জীবন লাভ করিত; ক্ষুধার জ্বালা—রোগের প্রদাহ ভুলিয়া যাইত; ভীষণ শ্মশানক্ষেত্র আনন্দক্ষেত্র হইত।

একদিন রমণী রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক নারী—সদ্যঃপ্রসবা জননী ক্ষুধায় কাতরা ও জ্ঞানশূন্যা হইয়া সদ্যোজাত শিশুর দেহ

ভক্ষণে অগ্রসর। দেখিয়া তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

দেবীস্বরূপিণী রমণী হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং পিশাচিনীর উদ্যত গ্রাস হইতে শিশুকে আপন স্নেহময় কোমল অঙ্কে গ্রহণ করিলেন। স্নেহ-করুণার্দ্র হৃদয়ে ভয়-বিস্ময়-পূরিত স্বরে কহিলেন—"মাগো! একি! জগতে যাহা হয় নাই, হইতে পারে না, কেন এমন কার্য্যে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি জননী, গর্ভধারিণী, তোমার কি স্নেহমমতা লোপ পাইয়াছে? একি! রাক্ষসী, পিশাচী যাহা পারে না, তুমি মানবী হইয়া তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ! কেন মা! এ কার্য্য করিতেছ!" অশ্রুভারাক্রান্তনয়নে এই কথা বলিতে বলিতে নারীর বদন পানে দৃষ্টিপাত করিলেন। ক্ষুধাকাতরা, অনাহারে শীর্ণদেহা নারী আপন কুক্ষিসাৎ গহ্বরবৎ উদর দেখাইয়া মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিল "কি খাব? দেশে গাছ নাই, পাতা নাই, তৃণ নাই, সব ফুরাইয়াছে। খাই কি? এই কচি মাংস খাইয়া পেটের জ্বালা নিবারণ করি। সব জ্বালা সহ্য হয়, পেটের জ্বালা আর সহ্য হয় না" এই বলিয়া কষ্টে হাঁপাইতে লাগিল। রমণী কহিলেন, "বাছা! কিছুক্ষণ থাম, তোমার জন্য গৃহ হইতে প্রচুর ভোজ্য আনিতেছি, উদর পূরিয়া ভোজন করিও; তুমি তোমার এই নবপ্রসূত শিশুকে খাইও না; থাম বাছা থাম, এমন কার্য্য করিও না।" এই বলিয়া নারীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। নারীও রমণীর বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল।

রমণী আপন অঙ্ক হইতে শিশুকে নামাইয়া গমনোদ্যত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এক চিন্তায় অভিভূত হইলেন, এই নারী ক্ষুধায় যে প্রকার জ্ঞানহারা হইয়াছে, তাহাতে আমার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিবার বিলম্ব কি সহ্য করিতে পারিবে? যদি ইতিমধ্যে শিশুকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে, তবে সে আমারই দোষে। নারীও হয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যদি শিশুকে লইয়া যাই, তাহা হইলে সম্মুখস্থ খাদ্যাভাবে, শোকে, দুঃখে, নিরাশায় ব্যাকুল হইয়া এই নারী প্রাণত্যাগ করিতে পারে। কি করি, কিসে উভয়কে রক্ষা করিতে পারি। ভগবান্ শাক্য সিংহ! তুমি সহায় হও, বল দাও, আশীর্ব্বাদ কর, যেন প্রসূত ও প্রসূতিকে রক্ষা করিতে পারি। এই নারী কোমল মাংস ভক্ষণে ইচ্ছুক হইয়াছে, তবে আমার এই মাংসল স্তনদ্বয় দ্বারা ইহার ঘোর ক্ষুধা নিবারণ করি না কেন! এই চিন্তা করিয়া রমণী অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা স্তনদ্বয় কর্ত্তন করিয়া নারীকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন "বৎসে! এই খাদ্য গ্রহণ কর, আপন উদরজ্বালা নিবারণ কর। এই কোমল মাংসে তোমার তৃপ্তি হইবে।" নারী ক্ষুধার্ত্তা ব্যাঘ্রীর ন্যায় লোলুপহৃদয়ে ঐ মাংসপিণ্ড গ্রহণ করিয়া মনের আনন্দে ভক্ষণ করিতে লাগিল। রমণীও সেই

অবকাশে শিশুকে কোমল ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া মনের আনন্দে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

এই রমণী কে, জানিতে চাহ? ইনি বৌদ্ধ-প্রধান-উৎপলাবতী-নগর-নিবাসিনী বুদ্ধগতপ্রাণা রুক্মাবতী। এই পুণ্যশ্লোকা, প্রাতঃস্মরণীয়া, বিশ্ববন্দিতা, পবিত্রচরিত্রা রমণীর নাম অতীতকালগর্ভে, অন্ধকারের রাজত্বে বিলুপ্ত হইলেও ইহাঁর অত্যুজ্জল কীর্ত্তি বিশ্বজগৎকে একদিন সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল। অধম অকৃতি আমরা তাঁহার মহিমা ও গৌরব কি বুঝিব? এই সাক্ষাৎ দেবীরূপিণীর চরণরেণু যে ভারতকে এক দিন পবিত্র করিয়াছিল, সেই ভারতে কি আমরা বাস করিতেছি? সেই প্রাচীন নগরী আমাদের তীর্থস্বরূপ হউক, সেই পবিত্র নাম আমাদের জপমালা হউক; আমরা ধন্য হই।

পৌরাণিক কথা।

পুণ্যক বিধি- উমাব্রত।

একদা দেবী পার্ব্বতী পুণ্যার্থ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ব্রতশেষে অদিতি আদি দক্ষকন্যাগণ, সচী, চন্দ্রপত্নী রোহিণী, ফাল্গুনী, পূর্ব্বা, রেবতী, শতভীষা, মঘা, এবং গঙ্গা, চেলগঙ্গা, সরস্বতী, বৈতরণী গণ্ডকী প্রভৃতি গিরিরাজনন্দিনীগণ, অগ্নিকন্যাগণ, অগ্নিপ্রিয়া স্বাহা, দেবী সাবিত্রী, লোপামুদ্রা, কুবেরপত্নী ঋদ্ধি, বরুণপত্নী, যমপত্নী, বসুপত্নী, শ্রী, হ্রী, ধৃতি, কীর্ত্তি, আশা, মেধা, প্রীতি, মতি, খ্যাতি, সন্নতি ও অন্যান্য পতিব্রতা সাধ্বী দেবীগণ—যাহারা জগৎ ধারণ ও জগতের হিতসাধন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সকলকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তিলমেরু, রত্নমেরু, ধান্যমেরু এবং বহুমূল্যের বিবিধ বসন ভূষণ দিয়া অর্চ্চনা করিলেন। দেবীগণ উমাদত্ত উপহার সকল গ্রহণপূর্ব্বক সুখে উপবিষ্ট হইলে কথা প্রসঙ্গে পুণ্যক বিধির কথা উঠিল। সোম-নন্দিনী দেবী অরুন্ধতী সাধ্বী উমাকে উক্ত ব্রতের বিধি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবি, আমি ভর্ত্তার প্রসাদে পুণ্যজনক ব্রতবিধি সকল দেখিয়াছি ও জ্ঞাত আছি এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে স্বয়ং তৎসমুদায় ব্রতের অনুষ্ঠানও করিয়াছি। পুরাণে এইরূপ কথিত আছে যে, যিনি সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে কখনও বিচলিত না হন, তিনিই পুণ্যক ব্রতানুষ্ঠানের অধিকারিণী। সুশীলা, পতিপরায়ণা, ধর্ম্মাবলম্বিনী, সৎপথগামিনী সাধ্বীরাই জগদ্ধারিণী। যাহাদিগের মুখ হইতে কুকথা বিনির্গত না হয়, যাঁহারা সতত শুচি ও শুদ্ধস্বভাবা, ধৈর্য্য যাঁহাদিগের প্রধান আশ্রয়, ব্রত পালন যাঁহাদিগের ব্যবসায়, সেই সকল

সাধুবাদিনী রমণী দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতেছে। পতি পতিত হউন, দীন হীন হউন বা ব্যাধিগ্রস্ত হউন, অকার্য্যকারী হউন বা নির্গুণই হউন, একমাত্র সাধ্বী স্ত্রীই কেবল তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারেন। পতির সেবা শুশ্রূষা, পতির আজ্ঞাপালন, ও পতি দেবের পূজাই সাধ্বী স্ত্রীর পরম কর্ত্তব্য। ইহাই স্ত্রী-জনের সনাতন ধর্ম্ম। স্ত্রী বাগদুষিতা হইলে সাধু ব্যক্তিরা শাস্ত্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যে অসৎ-চরিত্রা ভর্ত্তাকে বঞ্চনা করে, তাহার আর নিস্তার নাই। তাহার দান ও পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান সমস্তই নিষ্ফল হয় ও পুণ্য ফল লাভের কথা দূরে থাকুক, তাহাকে চিরকাল নিরয়গামিনী হইতে হয়। সদ্গতি কামনা করিয়া ব্রতই কর, আর উপবাসই কর, স্বামীর অনুমতি অনুসারে করাই কর্ত্তব্য। পতিই স্ত্রীগণের দেবতাস্বরূপ। যিনি পতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন, তাঁহার সকল ধর্ম্ম লাভ হইল। তিনিই সতী, তিনিই সাধ্বী এবং তিনিই যথার্থ প্রতিব্রতা। পতির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি না রাখিয়া আশ্চর্য্য-দিদৃক্ষা অর্থাৎ দর্শনেচ্ছা যাহা-দিগের চিত্তকে উপহত করে, তাহা-দিগেরও সদ্গতি লাভ অতি দুর্ল্লভ। যাঁহাদিগের মন প্রগাঢ় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া স্বামীর প্রতিই আসক্ত থাকে, কায়মনোবাক্যে যাঁহারা পতির আজ্ঞা প্রতিপালন ও সেবা শুশ্রূষা করেন, তাহা-দিগেরই যথার্থ ব্রতানুষ্ঠানের ফললাভ হয়।

আমি তপঃপ্রভাবে যেরূপ পুণ্যবিধি দর্শন করিয়াছি, এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান সমাপনান্তে ব্রতই কর, আর উপবাসই কর, সর্ব্বাগ্রে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহার পর শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণে প্রণিপাত করিয়া ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ব্রত বা উপবাস বাসরে সূচিকর্ম্ম-সম্পাদিত শয্যা ও আসন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। স্বয়ং পাদ প্রক্ষালন করাই বিহিত। সে দিবস কলহ, রোষ বা অশ্রুপাত করা কর্ত্তব্য নহে; তাহা করিলে ব্রত হউক আর উপবাসই হউক, সমস্তই পণ্ড হয়। সে দিবস অন্তর্বাসের সহিত শুক্লাম্বর পরিধান করাই প্রশস্ত। পাদরক্ষণের নিমিত্ত তৃণময় পাদুকা ব্যবহার করিবে। অঞ্জন, অলকাবলি, গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি সেবন পরিত্যাগ করাই বিধেয়। শুচি হইবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ ব্যবহার, মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য দ্রব্য দ্বারা কেশ সংস্কার ও অঙ্গ মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। মস্তকে পবিত্র শ্রীফল, হরীতকী বা আমলকী মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে। মৃত্তিকা-মিশ্রিত জলে স্নান করা উচিত নহে। কেশ-বিন্যাস, পাদরঞ্জন, গাত্রে তৈল মর্দ্দন একান্ত অবিধেয়। কি গো-যান, কি খর-যান, কি উষ্ট্র-যান—সমস্তই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ব্রত ও উপবাসকালে নগ্ন

হইয়া স্নান করা বিধেয় নহে। নদী, প্রস্রবণ, তড়াগ, বাপী, বা বিস্তীর্ণ সরোবরে গমন করিয়া স্নান করা যুক্তিযুক্ত। অবরুদ্ধ রমণীগণের পক্ষে যদি তাহা সুবিধাজনক না হয়, তাহা হইলে নূতন কলসে পবিত্র জল আনিয়া স্নান করাই সনাতন বিধি। আমি স্বীয় তপোবনে এইরূপ স্নানবিধি দর্শন করিয়াছি।

ভর্ত্তৃব্রত সীমন্তিনীগণ সংবৎসর হউক, ছয় মাস হউক বা একমাস হউক, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কার্য্য করিবেন। অনন্তর যথানিয়মে পূজা করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। ব্রতসিদ্ধির নিমিত্ত ব্রতের আদিতে ও অন্তে উপবাস করা আবশ্যক। ঐ দিন আপনার ও স্বামীর ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়। অনন্তর বিবাহকালের ন্যায় তৈল ও হরিদ্রাদি মর্দ্দন করিয়া একত্র স্নান, একত্র ভূষণ ও মালা ধারণ করা বিধি। কলস-পরিমিত জলে স্নান করিবার সময় ভর্ত্তৃচরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক মনে মনে হউক বা বাক্যেই হউক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়;— "জল! তুমি ঋষিগণের জন্মদাতা, তুমি বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছ, তুমি দিব্য, তুমি সুখকর, তুমি ধর্ম্মধারক, তুমি হিরণ্যবর্ণ, তুমি পাবন, অতএব পুণ্যজনক রসধারা আমায় শ্রেয়ঃ প্রদান কর।" ইহাই স্নান মন্ত্র। এক্ষণে পুরাণ-বিহিত অন্যান্য মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। "আমি যেন ভর্ত্তার কল্যাণকারিণী হই। আমাকে যেন নির্দ্ধন, নির্গুণ ও ধর্ম্মবর্জ্জিত হইতে না হয়। আমি যেন ভর্ত্তার মনোনুগামিনী, ভর্ত্তার আদরণীয়া এবং রোষরক্তা হইলেও কায়মনোবাক্যে যেন ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হই। আমাকে যেন রিক্তহস্ত হইতে না হয়। যেন আমি সুরূপা, সুপুত্রা, সুভগা, অদরিদ্রা, গুণবাদিনী ও অন্নদানাদি বিষয়ে মুক্তহস্তা হইতে পারি। যেন আমার স্বামী সুমুখ, আমার মুখাপেক্ষী ও আমার প্রতি অনুরাগী হন। যেন তাঁহার আমা ভিন্ন মতি এবং আমা ভিন্ন গতি না থাকে। যেন, চক্রবাকমিথুনের ন্যায় আমাদিগের উভয়ের অনুরক্তি থাকে। যেন কস্মিন্ কালেও আমাদিগের মনোবিকার উপস্থিত না হয়। যে সাধ্বী সীমন্তিনীগণ পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল উভয় কুল পবিত্র করিতেছেন, যাঁহারা সতীত্ব গুণে এই বিশ্ব সংসার ধারণ করিতেছেন, আমি যেন সে সকল সাধ্বী স্ত্রীগণের সালোক্য লাভে সমর্থ হই। ভূমি, জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি, স্থূলসূক্ষ্ম বেত্তা পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং মুনিগণ —ইহাঁরা সকলে আমার ভক্তি ও ব্রতে সাক্ষী থাকুন। জরায়ুজাদি ভূতনিষ্ঠ জীবকারণ যে সত্ত্বাদি গুণত্রয় এই ভৌতিক দেহ বিধান করিতেছেন, তাঁহারাও আমার ব্রত ও ভক্তিবিষয়ের সাক্ষী থাকুন। চন্দ্র সূর্য্য, পুণ্যসাক্ষী যম, এবং দশদিক্, আমার মন, এবং উভয় সন্ধ্যা ইহাঁরা সকলে আমার ব্রত ও ভক্তিবিষয়ের সাক্ষিত্বে অবস্থান করুন।"

পুরাণে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রত-

চর্চ্চার দিবস অবধি প্রতিদিন এই সকল মন্ত্র পাঠ এবং এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তাহার পর স্নানান্তে ভর্ত্তাকে স্ব-কৃত বস্ত্রযুগল প্রদান করা বিধেয়। যদি কোন বিঘ্নবশতঃ আত্মকৃত বস্ত্র প্রস্তুত না থাকে, তাহা হইলে আত্ম-কৃত সূত্রমিশ্রিত অন্য এক শ্বেতবর্ণ উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রদান করিবে। তৎপরে বিজ্ঞান-কোবিদ শুদ্ধাচার জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে সাধ্যানুসারে ভর্ত্তার সহিত একত্র ভোজন করাইয়া উক্ত ব্রাহ্মণকে বস্ত্রযুগল এবং শয্যা, যান, গৃহ, দাস দাসী, ধান্য, যথা-সাধ্য অলঙ্কার ও রত্নরাশি প্রদান করা কর্ত্তব্য। দানীয় দ্রব্য সকল ধান্য ও তিল সংযুক্ত করিয়া নানা বর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদন-পূর্ব্বক প্রদান করা বিধেয়। যদি সামর্থ্য থাকে, হস্তী অশ্ব প্রদানে আপত্তি নাই, অভাব পক্ষে গোদান একান্ত আবশ্যক। লবণ, নবনীত, গুড়, মধু, সুবর্ণ, সর্ব্ব-প্রকার গন্ধ দ্রব্য, সর্ব্বপ্রকার রস, নানাবিধ পুষ্প, উড়ুম্বর, নানাবিধ ফল, ভূরি-পরিমাণ বস্ত্র, কাষ্ঠ ও শিলা দ্বারা আমার ও মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। দেশ, কাল ও বিভবানুসারে অল্পই হউক বা অধিকই হউক সামগ্রী প্রদান করিবে। কিন্তু তিলমাত্র দ্রব্যও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দান করিবে না। কপিলা ধেনু, কৃষ্ণাজিন, বস্ত্রাচ্ছাদিত জলপাত্র, ময়ূরপুচ্ছ ও অজিন দান অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রত উপলক্ষে এ সমস্ত দান করিলে তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়। সে সংসারমধ্যে অগ্রগণ্যা, পুত্রবতী, সৌভাগ্যশালিনী, সুরূপা, মুক্তহস্তা ও ধনাঢ্যা হয়। কামনা করিলে তাহার রূপগুণসম্পন্না কন্যালাভও হইতে পারে। অধিক কি তাহার কন্যাগণও মাতার অনুরূপ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণে বিভূষিত হয়! ভদ্রে! আমি প্রথমতঃ এই ব্রত আচরণ করিয়াছিলাম বলিয়া ইহা উমাব্রত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। স্ত্রীজনের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ব্রত; অতএব ইহার অনুষ্ঠান করা স্ত্রীলোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যিনি এই ব্রত আচরণ করেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ফললাভ হয়। ব্রত শেষ হইলে স্ত্রীলোকদিগকে ভোজন করাইয়া দেশ-কালানুসারে তাহাদিগকে অভিলাষানুরূপ সামগ্রী সকল প্রদান করা কর্ত্তব্য। এ যজ্ঞে প্রাণিবধ করা কখনই বিধেয় নহে। পরমান্নাদি ভোজন করাইয়া দক্ষিণাদানই বিহিত।*

(ক্রমশঃ)

---

* প্রাচীন কালের ব্রত একালের পক্ষে ঠিক্ খাটে না এবং প্রাচীন কালের পাতিব্রত্যও একালের সম্পূর্ণ আদর্শ নহে। সুবুদ্ধি পাঠিকাগণ প্রাচীনা মহিলাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির বিবরণ অবগত হন এবং ইহা হইতে সার গ্রহণ করেন অথবা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লন, ইহাই আমাদের অভিপ্রেত। বা, বো, স।

রসায়ন বিদ্যা।

Nitrogen Monoxide or Nitrous Oxide or Laughing Gas.

নাইট্রোজেন-মনক্সাইড বা নাইট্রস অকসাইড বা হাস্যোৎপাদক বাষ্প।

চিহ্ন N_2O ; মৌলিক গুরুত্ব ৪৪।

ইতিহাস—১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পৃষ্টলী (Priesly) সাহেব এই বাষ্প আবিষ্কার করেন। পরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সার্ হাম্ফ্রি ডেভি (Sir Humphrey Davy) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন; এবং ইহার আঘ্রাণে এক প্রকার মত্ততা উপস্থিত হয় বলিয়া ইহার নাম লাফিং গ্যাস্ অর্থাৎ হাস্যোৎপাদক বাষ্প দিয়াছেন।

শতাংশিকের ০° উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটার চাপে ১১·১৯ লিটর্ লাফিং গ্যাসের ভার ২২ গ্রাম।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণ-গন্ধ-রহিত, স্বচ্ছ, অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ। কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে সুগন্ধ বায়ু বলিয়া থাকেন। ইহা অল্প পরিমাণে মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট। ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী। বায়ুর ভার ১ ধরিলে ইহার ভার ১. ৫২৭ ধরা যায়। ইহাকে চাপ ও শৈত্য সহযোগে তরল ও কঠিন আকারে আনয়ন করা যায়। ৭° উষ্ণতায় বায়ুরাশির চাপ হইতে ৫০ গুণ অধিক চাপ প্রয়োগ করিলে তরল হয়। ৮৮° শীতল হইলে আপনা হইতে তরল হয়, চাপ প্রয়োগ করিতে হয় না। তরল লাফিং গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯০৮; ইথর ও কঠিন কার্ব্বনিক এসিড একত্র করিলে যে শীত হয় (১০০°শ বা ১৫০ ফা) তদ্দ্বারা তরল লাফিং গ্যাসকে কঠিনাকারে আনা যাইতে পারে। বায়ু-নিকাশন যন্ত্র (Air Pump) মধ্যে তরল লাফিং গ্যাস রাখিয়া বায়ু নিকাশন করিলে প্রবলবেগে বাষ্প নির্গত হইতে থাকে ও অবশিষ্টাংশ জমিয়া বরফের ন্যায় কঠিন হয়। কঠিন নাইট্রস অক্সাইড্ ও কার্ব্বন বাই সল্ফাইড্ মিশ্রিত করিলে যে শীত হয় (১৪০° বা ২৪০° ফা), তেমন শীত আর কিছুতেই হয় না। ইহা অক্সিজেনের ন্যায় দাহক। ইহা জলে অধিক পরিমাণে দ্রব হয়। ০°শ উষ্ণ এক আয়তন জলে ইহার ১.৩ আয়তন দ্রব হয়; ১৫°শ জলে ০.৭৮ আয়তন ও ২৪°শ জলে ০.৬০৮ আয়তনমাত্র দ্রব হয়। ইহা অধিক পরিমাণে আঘ্রাণ করিলে অচৈতন্য হইতে হয়। এ নিমিত্ত এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা আব (Tumour), গলগণ্ডাদি (Goitre) কর্ত্তন ও দন্তাদি উৎপাটনের পূর্ব্বে ক্লোরোফরমের পরিবর্ত্তে এই গ্যাস ব্যবহার করেন।

সংগ্রহপ্রণালী—

১। আমোনিয়ম্ নাইট্রেট্ (Ammomium Nitrate, H_4NNO_3)

উত্তপ্ত করিলে লাফিংগ্যাস বহির্গত হয় ও জল অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যথা—

$NH_৪ NO_৩ = ২H_২O + N_২O$

২। অল্প জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিডে জিঙ্ক্ দ্রব করিলে অল্পে অল্পে লাফিংগ্যাস বহির্গত হয়।

পরীক্ষা—ইহার সমস্ত পরীক্ষা অক্সিজেনের ন্যায়; এজন্য ইহাকে অক্সিজেন বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু ইহা অধিক পরিমাণে জলে দ্রব হয় বলিয়া ইহাকে অক্সিজেন হইতে পৃথক্ করা যায়।

নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric Oxide)

চিহ্ন $N_২O_২$ বা NO ;

মৌলিক গুরুত্ব ৩০।

বায়ুতে যে O আছে, পণ্ডিতেরা ইহা দ্বারা তাহা নির্ণয় করেন। ইহা সাল্ফিউরিক এসিডের প্রস্তুতির এক প্রধান উপযোগী পদার্থ।

ধর্ম্ম। ইহা বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন, স্বচ্ছ, অদৃষ্ট বায়বীয় পদার্থ। অসংযুক্ত অম্লজান সংযোগে $N_২O_২$ রক্তবর্ণ ধূম উত্থিত হয়। ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী; বায়ুর ভার ১ ধরিলে ইহার ভার ১.০৩৯ ধরা যায়। ইহা জলে দ্রব হয় না। ইহা না দাহক, না দাহ্য হইলেও ইহার মধ্যে ফস্ফরাস্ দগ্ধ হয়।

সংগ্রহপ্রণালী—

১। কপার অক্সাইডে (Copper Oxide) জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিড (Nitric Acid) ঢালিয়া দিলে তাম্র দ্রব হয় এবং নীলবর্ণ কপার নাইট্রেট ও নাইট্রিক অক্সাইড প্রস্তুত হয়। যথা—

$৩ Cu + ৪HNO_৩ = ৩(CuN_২ O_৬) + ৪H_২O + ২NO$ বা $৩Cu + ৪HNO_৩ = (৩ Cu, ২NO_৩) + ৪H_২O + ২NO.$

২। এসিড ফেরাস্ ক্লোরাইডের (Acid Ferrous chloride) সহিত নাইটর্ (Nitre) মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে নাইট্রিক অক্সাইড প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নাইট্রজেন ট্রয়ক্সাইড ও নাইট্রজেন টেট্রক্সাইড।

Nitrious Acid and Nitric Peroxide.

চিহ্ন $N_২O_৩$ ও $N_২ O_৪$;

মৌলিক গুরুত্ব—৭৬ ও ৯২।

এই দুইটী যৌগিক পদার্থের প্রকৃত গুণ ও পরস্পরের সম্বন্ধ স্থিরীকরণ পক্ষে অদ্যাপি সন্দেহ আছে। ইহা স্থির হইয়াছে যে, যখন নাইট্রিক অক্সাইড প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহা রক্তিমবর্ণ ধূমাকারে নাইট্রিক পারঅক্সাইড প্রস্তুত করে এবং যদি প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন না পায়, তাহা হইলে নাইট্রজেন ট্রায়অক্সাইড উৎপন্ন করে।

ধর্ম্ম—ইহা রক্তবর্ণ গন্ধহীন বায়বীয় পদার্থ। ইহা জলে অধিক পরিমাণে দ্রব হয়। ইহা অতি সহজে ক্ষারের তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া এক শ্রেণীর লবণ প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে নাইট্রস কহে।

প্রস্তুতপ্রণালী—বড় বোতলে (Retort) নাইট্রিক এসিডের সহিত ষ্টার্চ (Starch) মিশ্রিত করিলে নাইট্রস এনহাইড্রাইড প্রস্তুত হয়। নাইট্রেট অব লেড্‌কে (Nitrate of Lead) উত্তপ্ত করিলে নাইট্রিক পার্‌ অক্‌সাইড পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন পেণ্টক্‌সাইড।

Nitric Anhydride.

চিহ্ন—$N_২O_৫$; মৌলিক গুরুত্ব—১০৮।

ইতিহাস—১৮৪৪ অব্দে ডিভিল্ (Deville) সাহেব প্রথমে নাইট্রিক এনহাইড্রাইডকে শ্বেতবর্ণ স্ফটিকাকারে আনয়ন করেন। অসংযুক্ত অবস্থায় বায়ুরাশিতে অতি অল্প পরিমাণে ইহার সত্তা আছে।

সংগ্রহপ্রণালী—

ইহা সহজে পাওয়া যায় না। আর্জেন্টিক নাইট্রেটের উপর শুষ্ক ক্লোরাইণের স্রোত চালাইলে ইহা পাওয়া যায়। যথা—

$৪AgNO_৩ + ৪Cl = ৪AgCl + O_২ + ২N_২O_৫$।

চতুর্দ্দশ ভুবন ও জীবদেহ।

চতুর্দ্দশ ভুবন।

এই বিরাট-দেহরূপ পুরীকে চতুর্দ্দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের কল্পনা করা যায়। নিম্ন ও উর্দ্ধভেদে চতুর্দ্দশ ভুবনের দুইটী অংশ আছে। নিম্নাংশকে পাতাল ও উর্দ্ধাংশকে স্বর্গ বলে। পাতাল সাতটী ও স্বর্গও সাতটী। সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গ লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন হইয়াছে। বিরাট পুরুষের কটি হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল; এবং কটি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহালোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই সপ্ত স্বর্গ উল্লিখিত হইয়া থাকে। বিরাট-দেহের সন্ধিস্থানকে (কটিদেশকে) ভূলোক (পৃথিবী) বলা যায়।

বিরাট পুরুষের কটিদেশ অতল, উরুদ্বয়ে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘা-দেশে তলাতল, গুল্‌ফদেশে মহাতল, দুই পায়ের অগ্রভাগে রসাতল ও পদতল পাতাল। ভোড়ল তন্ত্র।

তাঁহার নাভিস্থলে অন্তরীক্ষলোক, হৃদয়ে স্বর্গলোক, বক্ষঃস্থলে মহালোক, গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথ যে ব্রহ্মলোক তাহা সনাতন। ভাগবত ৫ অঃ ২ স্ক।

জীবদেহ।

বিরাট-দেহ যেরূপ চতুর্দ্দশভুবনাত্মক বলিয়া কল্পিত হয়, জীবদেহও তদ্রূপ

কল্পিত হইয়া থাকে। জীবশরীরের পদতলকে তলাতল, তদূৰ্দ্ধকে বিতল, জানুদেশকে সুতল, সন্ধিস্থানকে অতল, গুহ্যকে তলাতল, লিঙ্গমূলকে রসাতল ও কটিদেশকে পাতাল কহে। তৎপরে নাভিদেশে ভূলোক, হৃদয়ে ভুবলোক, কণ্ঠে স্বর্গলোক, চক্ষুদ্বয়ে মহল্লোক, ভ্রূমণ্ডলে জনলোক, ললাটে তপোলোক, ব্রহ্মরন্ধ্রে সত্যলোক। তদনন্তর সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র সমস্তই দেহিগণের দেহমধ্যে বিদ্যমান আছে।

পরমাত্মা পরব্রহ্ম এই প্রকার প্রকৃতিগঠিত বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে অভিমান স্থাপন করতঃ জীবরূপে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া এই বিশ্বমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি মুক্তস্বভাবসম্পন্ন হইয়াও বন্ধমোক্ষের বাসনা হেতু মায়া ও অবিদ্যা বশে কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মাত্মা পুরুষরূপে প্রথমতঃ সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহে জীবরূপে সংযুক্ত হন। সাংখ্যভাষ্য।

যিনি কর্ম্মাত্মা পুরুষ (জীব), তাঁহারই বন্ধমোক্ষ হইয়া থাকে এবং ঐ কর্ম্মাত্মা পুরুষই একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন।

তদনন্তর গর্ভান্তরীণ হইয়া অস্থি-মাংসবিশিষ্ট স্থূলদেহ ধারণ করতঃ অষ্টপাশে বদ্ধ হইয়া আমি তুমিরূপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানে অন্ধ হইয়া আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যান।

অতএব মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া যিনি এই প্রকৃতি পুরুষের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আর সংসারপথে ভ্রমণ করিতে হয় না।

এই সংসাররূপ বৃক্ষ সনাতন অর্থাৎ ইহার আদ্যন্ত নাই। ঊর্দ্ধে ইহার মূল ও অধোভাগে ইহার শাখা। বৃক্ষের মূল দৃষ্ট না হইলেও যেরূপ তাহার আকার সম্ভব হয়, সেইরূপ সংসারবৃক্ষের মূল—সেই একমাত্র ব্রহ্ম অদৃশ্যভাবে আছেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে।

ইলিয়াড।

(৪৮০ সংখ্যা—১১৭ পৃষ্ঠার পর)

এ দিকেতে আকিলিস বসি তরীমাঝে
রোষাবেশে যুদ্ধ হ'তে রহিলা বিরত।
কিন্তু প্রাণ তার হতেছিল প্রতিক্ষণ
ব্যাকুল—অধীর পশিতে সমরে আর
শুনিতে সঘন পুনঃ রণ-কলরোল।

হেথায় সুদীপ্তিময় রশ্মিদল সহ
দ্বাদশ দিবস অন্তে উদিলেন যবে
দিনপতি দেবপুরে, ফিরিলা হরষে
দূর আর্কিনোস হতে সহ সুরদল
দেবেন্দ্র জিয়াস। তবে থেটিস সুন্দরী

ক্ষম উর্ম্মিদল ভেদি জলতল হ'তে
চলিলা ত্রিদশপুরে নিবেদিতে ত্বরা
পুত্রের আক্ষাশ যত দেবেশ-সমীপে।
উত্তরি অলিম্পশৃঙ্গে হেরিলা সুন্দরী
দেবদল হ'তে দূরে বিরাজেন সুখে
দেবরাজ অলিম্পির উচ্চ শৃঙ্গপরে।
বসিয়া সম্মুখে দেবী জড়ায়ে সাদরে
জানুদেশ দেবেন্দ্রের প্রার্থিলা এরূপেঃ—
"হে পিতঃ যগুপি কভু সঙ্কটসময়ে,
করে থাকি কোন দিন সাহায্য তোমার,
তবে দেব! এবে তার প্রতিদান-রূপে
তনয়েরে মম করহ গৌরবে শ্রেষ্ঠ
অবনীর মাঝে; (দণ্ডিত স্বল্পায়ু দণ্ডে
যেই নরকুলে!) সম্প্রতি হে সুরপতি!
আগামেমনন্ গৌরবের পুরস্কার
বন্দিনীরে তার কাড়ি নিয়ে হতমান
করেছে তাহারে। এবে মোর অনুরোধে
যতক্ষণ গর্ব্বোন্মত্ত আচিয়ানগণ*
নাহি করে সমাদর পুনঃ সগৌরবে
ব্যথিত সে বীরবরে দ্বিগুণ সম্মানে,
প্রদানো জয়শ্রী রণে প্রতিপক্ষগণে;
তাহলে হইবে সিদ্ধ বাসনা আমার।"
এতেক কহিয়া যবে নীরবিলা সতী,
উত্তর না দিলা কিছু ঘনদলপতি
যোভদেব। এইরূপে কাটি গেল যবে
বহুক্ষণ, পুনঃ ধীরে থেটিস সুন্দরী
জড়ায়ে চরণযুগ কহিলা কাতরে;—
"হে পিতঃ! এখনি তব নত করি শির
পূর্ণিতে বাসনা মম কর অঙ্গীকার।
নতুবা নির্ভয়ে—এ জগতে হায় দেব

* আচিয়ান—গ্রীকদিগের অপর নাম।

কারে ভয় তব?—কর অস্বীকার তুমি
না পূরাতে নিবেদিত আক্ষাশ আমার।
তা হ'লে বুঝিব সর্ব্বদেবগণমাঝে
হেয় হীনতম কেবা গৌরব সম্মানে"।
শুনিয়া থেটিস-বাণী ব্যথিত অন্তরে
উত্তরিলা মৃদুস্বরে ত্রিদশের পতি—
"সত্য, এ ঘটনা হবে অতি শোচনীয়,
তব আগমনে যদি দারুণ কলহ
বাধে মোর গৃহে হায়! হীরা* দেবী সহ।
কারণ সে সুরেশ্বরী ক্রুদ্ধ হয় যবে,
বিন্ধে হিয়া মোর অতি তীব্র বাক্যবাণে।
সম্প্রতি সে দেবরাণী দেবসভা-মাঝে
নিন্দিছে আমারে বলি ট্রয়-পক্ষপাতী।
অবিলম্বে এবে তুমি ত্রিদিব হইতে
করহ প্রস্থান, বড় ভয় বাসি মনে,
তব আগমনবার্ত্তা পাছে কোনরূপে
জুনোর সদনে দেবি! হয় হে বিদিত।
আর জেনো সুনিশ্চিত দেব-বাণী মম
তব অভিলাষ পূর্ণ হইবে অচিরে।
এস তবে তব প্রাণে আশ্বাস কারণ
হ'তেছি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নত করি শির—
দেবগণমাঝে ইহা 'ক্রনসের' † জেনো
অঙ্গীকৃত পূতবাণী—সুসিদ্ধির চির
সুনিশ্চিত নিদর্শন আছয়ে বিদিত।
একবার যদি আমি নত করি শির
কভু অঙ্গীকার-বদ্ধ হই কোন কাজে,
অন্যথা ঘটে না তার জেনো কোন কালে।"
হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থেটিস সদনে
এতেক কহিয়া দেব নোয়াইলা শির।

* হীরা—জুনোর অপর নাম।
† ক্রনস ও স্লিয়ান—যোভদেবের অপর নামদ্বয়।

সুগন্ধি অলকারাশি আয়ত ললাটে
আন্দোলিল থরে থরে, কাঁপিল সঘনে,
সভয়ে সে অভ্রভেদী—অলিম্পি-শিখর।

লজ্জাবতী বসু।

মহদ্বাক্য।

(৪৮০ সংখ্যা—১১২ পৃষ্ঠার পর)

২৬। তোমার মুখ হইতে অসন্তোষ ও বিরক্তিব্যঞ্জক বাণী কেন বিনির্গত হইতেছে? যদি তোমার এমন কিছু কষ্ট থাকে যাহা দূর করিবার উপায় নাই, তাহা হইলে নীরব হইয়া থাকাই যুক্তি-সঙ্গত। আর যদি তাহা দূর করা যায়, তাহা হইলে অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া ধৈর্য্য সহকারে তাহা দূর করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করাই বিজ্ঞোচিত কার্য্য।

২৭। কেমন করিয়া পাপ হইতে বিরত হইব, মনে মনে তাহার উপায় স্থির করা অতি সহজ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাপ হইতে বিরত হওয়া অতি কঠিন।

২৮। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল অকপটভাবে ঈশ্বর-চিন্তায় নিযুক্ত হয়, ঈশ্বরের সহবাসে ক্ষেপণ করে, সে কখনও জ্ঞানপূর্ব্বক কোন পাপ করিতে পারে না।

২৯। পাপের তাড়না অনুভব করিলে যদি তাহা দমন করা তোমার সাধ্যায়ত্ত না হয়, তাহা হইলে পাপদমনার্থ ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা কর। প্রকৃতরূপে মুমুক্ষু যিনি, তিনি দিবারাত্রে শতবার পাপের আকর্ষণ অতিক্রম করিবার জন্য শতবার ঈশ্বরের নিকট ধর্ম্মবল প্রার্থনা করেন। শতবারই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত কত দেখা গিয়াছে।

৩০। তুমি খুব কর্ম্মশীল হইতে পার, কিন্তু যাহা কিছু কর, তাহা যদি সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত বলের সহিত সম্পন্ন না কর, তাহা হইলে কর্ম্মের পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারিবে না।

৩১। তুমি যতটুকু কাজ করিতে পার, ততটুকুই সম্পন্ন কর, তাহাতেই তোমার গৌরব। যদি সূর্য্যের ন্যায় আলোক বিতরণ করিতে না পার, খদ্যোতের ন্যায় আলোক দানে লজ্জিত হইও না।

৩২। যদি এ পৃথিবী অন্ধকারময় মনে কর, তবে জানিও যে, এই অন্ধকারময় পৃথিবীর অন্ধকার সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তন্মধ্যে যতটুকু পার আলোক আনয়ন করিবার জন্য ঈশ্বর তোমাকে এখানে রক্ষা করিতেছেন।

৩৩। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমের উচ্চতম আদর্শ সর্ব্বদা মনশ্চক্ষু সমক্ষে রাখিবে, কেননা আদর্শ অতি উচ্চ না হইলে জীবন উচ্চ হইতে পারে না। আদর্শ যদি

এককালে বিস্মৃত হও, তাহা হইলে তোমার কার্য্য হীন হইতে হীনতর হইতে থাকিবে।

৩৪। পরের অপকার করিতে যখনই প্রবৃত্ত হই, তখনই প্রকৃত পক্ষে আমার স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়।

৩৫। ঈশ্বরের প্রতি অচল বিশ্বাস এবং সকল অবস্থায় সকলের প্রতি সর্ব্বদা প্রেমের অনুশীলন করিলে আমরা কখন কখন সাংসারিক হিসাবে সুযুক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি, কিন্তু উক্ত অনুশীলনের ফল স্বরূপ হৃদয়ে যে মধুরতার এবং আত্মায় যে পবিত্রতার সঞ্চার হয়, তাহাতে ঐহিক পারত্রিক পরম কল্যাণ সাধিত হয়।

৩৬। কৃতজ্ঞতা কি? হৃদয়ের স্মৃতি।

৩৭। আশা কি? আনন্দের পুষ্প।

৩৮। অনন্ত কালের লক্ষণ কি? যাহাতে গত কল্য ও আগামী কল্যের অস্তিত্ব নাই, যাহাতে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে পরিণত হইয়াছে।

৩৯। কামনা পত্রময় বৃক্ষের ন্যায়, আশা পুষ্পময় বৃক্ষের অনুরূপ, এবং আত্মপ্রসাদ ফলপূর্ণ বৃক্ষের তুল্য।

৪০। যে ব্যক্তি ত্যাগস্বীকার করিতে পারে, তাহাকে পরের কৃপার ভিখারী হইতে হয় না।

৪১। কুৎসারূপ শর ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে বিদ্ধ করিতে পারে না; উহা তাঁহার পদতলে ধীরভাবে নিপতিত হয়।

৪২। শারীরিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণশক্তি সময়ের প্রভাবে ক্ষীণ হইতে থাকে, কিন্তু সদ্‌গুণের সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী।

৪৩। বন্ধুর জন্য জীবন সমর্পণ করা কঠিন নহে; কিন্তু জীবন দান করা যাইতে পারে এরূপ বন্ধু পাওয়াই কঠিন।

৪৪। আমরা যে পরিমাণে আমাদের মনের অভাব বুঝিতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইবে।

৪৫। যে ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে বিজ্ঞ হইবার ইচ্ছা করে, সে অদ্যাপি নিজের অজ্ঞতার গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

৪৬। যে অতুলধনশালী কিন্তু জ্ঞানহীন, সে ফলশূন্য সুন্দর বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে।

৪৭। প্রকৃত সাহস পরিণামদর্শিতার সহিত সতত সংযুক্ত থাকে।

৪৮। যেমন অতি কদর্য্য স্থানে বহুমূল্য মণি পাইলে আমরা তাহা কুড়াইয়া লইয়া থাকি, তেমনি অতি হীন স্থানে সত্য প্রাপ্ত হইলে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

৪৯। প্রকৃতি প্রচুর দান করেন, কিন্তু অল্পই গ্রহণ করেন।

৫০। বীণাবাদনের ন্যায় সুখলাভ শিক্ষা-সাপেক্ষ।

৫১। কেবল নিজের বিষয় ভাবিও না, কেন না জগতে তুমি একমাত্র জীব নহ।

৫২। আনন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল

হইও না, কিন্তু আনন্দিত হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক।

৫৩। প্রফুল্লতা ধর্ম্মের প্রাণ। যেমন সূর্য্যকিরণে কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, মুকুল ফলে পরিণত হয়, তেমনি প্রফুল্লতার প্রভাবে মানবহৃদয়ের অনেক উচ্চ সদ্গুণ বিকশিত হইয়া উঠে।

৫৪। আমরা এ পৃথিবীতে দুঃখ কষ্টের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু মনকে এরূপ নিয়মিত করিতে পারি যে, তাহা সর্ব্বদা দুঃখ কষ্টের উপরে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়।

৫৫। অর্থসম্পদ্ সর্ব্বথা সুখের কারণ নহে; কত ধনী লোকের জীবনে দেখা যায়, ধনের জন্যই তাহারা বিশ্রাম, ধৈর্য্য ও শান্তি সুখ কখনই অনুভব করিতে পারে নাই।

৫৬। প্রেম ও দয়াশূন্য হইয়াও তুমি পৃথিবীতে শক্তিশালী পুরুষরূপে গণ্য হইতে পার, কিন্তু কখন প্রকৃতরূপে সুখী হইতে পার না।

৫৭। বাহিরে সুখ নাই, অন্তরেই সুখের প্রস্রবণ। এই জন্য খ্রীষ্ট বলিয়াছেন "স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে।"

৫৮। অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা যথার্থই বলিয়াছেন, "আশা ধর্ম্মের একটী অঙ্গ। নৈরাশ্য হইতে অবনতির উৎপত্তি; অতএব হৃদয় হইতে আশা নির্ব্বাসিত করিও না।"

চৈতন্যাষ্টকং।

হে প্রেমসিন্ধোঽখিলজীববন্ধো!
হে পাতকিত্রাণভবাবতার!
ত্বং ভারতে পাবয়িতুং ধরিত্রীং
গৌরাঙ্গ! গাঙ্গৌঘ ইবোদিতোঽভূঃ ॥১॥

পুণ্যা নবদ্বীপধরা ত্বয়াদৌ
সংপ্লাবিতা প্রেমসুধাপ্রবাহৈঃ।
হে লোকশোকাপহ! দর্শিতং যৎ
প্রেম্ণা হরিঃ প্রেমময়ো হি লভ্যঃ ॥২॥

তব প্রসাদাদয়ি দেব! লোকো
মমজ্জ নামামৃত-সিন্ধুপূরে।
ব্যাপ্তা দিশশ্চন্দনমাল্যগন্ধৈঃ
মহোৎসবৈর্ম্মঙ্গলবাদ্যঘোষৈঃ ॥ ৩ ॥

সন্ন্যাসিবেশস্য তব প্রসাদাৎ
দদর্শ বৈরাগ্যতরীং জনৌঘঃ।
সদ্যো বিসস্মার চ পাপতাপান্
সুনির্ভরং ভক্তিসুধাং নিপীয় ॥ ৪ ॥

শোকং জহাবুৎপুলকশ্চ লোকঃ
শ্মশানভূর্নন্দনতাং প্রপেদে।
ধরা জরা-মৃত্যু-ভয়-প্রমুক্তা
রেমে সদানন্দপুরীব বিষ্ণোঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মৈকমেবাস্তি চ বেদ একো
ন জীবভেদোঽখিলমেকমেব।
ত্বয়েতি গীতা ভবকর্ণধার!
প্রেম্ণো মহাগীতিরনর্ঘ্যনীতিঃ ॥ ৬ ॥

মহাপ্রভো পূর্ণমহাবতার !
নমামি পাদৌ তব কোটিকৃত্বঃ।
পাপাধমং পাতকিতারণ ! ত্বং
পদেহগতিং মাং তব রক্ষ রক্ষ ॥ ৭॥

কিমপি কিমপি শান্তং পাবনং মোহনং চ
মধুরমধুরমুদ্যৎকোটিচন্দ্রপ্রকাশম্।
অমৃতমমৃতবর্ষং দগ্ধজীবক্রমস্থ
স্ফুরতু হৃদি মদীয়ে দিব্যচৈতন্যরূপম্ ॥৮॥

(অনুবাদ)

জেনেছি হে প্রেমসিন্ধু !
তুমিই জীবের বন্ধু,
পাতকী তরা'তে ভবে তব আগমন ;
ধরিয়া গৌরাঙ্গ-নাম
পবিত্রিতে ধরাধাম
উরিলে ভারতে গঙ্গা-প্রবাহ যেমন ।১

নবদ্বীপ পুণ্যভূমি
প্রথমে প্লাবিলে তুমি,
অদ্বৈত প্রেমের ধারা প্রবাহিত করি' ;
হরিলে জীবের শোক,
হেরিল আনন্দে লোক—
প্রেমেরি সাধনে মিলে প্রেমময় হরি ।২

হে দেব ! প্রসাদে তব
করি' মহামহোৎসব
হরি-নাম-সুধা-রসে ডুবিল ভুবন ;
গন্ধ-মাল্য-পরিমল
আবরিল জল-স্থল,
উথলিল মধুময় মঙ্গল-বাদন । ৩

সন্ন্যাসীর বেশ ধরি'
দেখা'লে বৈরাগ্য-তরি,
দিলে ভবে ভক্তি-সুধা-সমুদ্র ঢালিয়া ;
সে সুধা হৃদয় ভরি'
প্রেমানন্দে পান করি'
গেল সবে পাপ-তাপ সকলি ভুলিয়া ।৪

দূরে গেল রোগ শোক,
পুলকে পূরিল লোক,
হইল শ্মশান-ভূমি নন্দন-কানন ;
গেল জরা-মৃত্যু-ভয়,
সকলি আনন্দময়,
ভূলোক হইল যেন গোলোক-ভবন । ৫

এক ব্রহ্ম, এক বেদ,
জীবে জীবে নাহি ভেদ,
নাহি উচ্চ, নাহি নীচ, সবি একাকার ;
এ অমূল্য মহানীতি—
মহাপ্রেম-মহাগীতি—
গাইলে তুমি হে ভবে ভব-কর্ণধার ! ৬

পূর্ণ-ব্রহ্ম-অবতার !
কোটি কোটি নমস্কার—
প্রভু হে ! চরণে তব করি বারবার ;
অধম পাতকী আমি,
অধম-তারণ তুমি,
রেখ রেখ অশরণে চরণে তোমার । ৭

মরি কি মোহন কান্তি !
কিবা পবিত্রতা শান্তি !
যেন কোটি অকলঙ্ক চাঁদের উদয় !
পাপে তাপে মৃত যা'রা,
তা'দের অমৃত-ধারা,
পিয় রে ! চৈতন্য-রূপ ভরিয়া হৃদয় ।৮

ইতি শ্রীতারাকুমার-রচিতং
চৈতন্যাষ্টকং সমাপ্তম্ ।

গীতাসার-ব্যাখ্যা।

(১৬)

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।

যেমন নদী সকল সর্ব্বদা পরিপূর্ণ স্থির-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে প্রবেশ করে, ভোগ সকল যাঁহাকে সেইরূপে আশ্রয় করে, তিনিই শান্তি লাভ করেন, ভোগার্থী ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

সমুদ্রের কি আশ্চর্য্য স্বভাব! অগাধ জলে পরিপূর্ণ হইয়া আপনাতে আপনি স্থির রহিয়াছে, আর চারি দিক্ হইতে নদনদী প্রভৃতি জলস্রোত ক্রমাগত আসিয়া তাহার মধ্যে পড়িতেছে। কোনও স্রোত শুষ্ক হইয়া জলদানে বিরত হইতেছে, কোনও স্রোত নূতন প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইতেছে, কিন্তু সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি নাই, যেমন তেমনি রহিয়াছে। সমুদ্র পূর্ণ গম্ভীর, কিছুই চাহিতেছে না, কিন্তু নদনদী সকল কত দূর দূরান্তর হইতে যাচিয়া যাচিয়া আসিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতেছে। সমুদ্রের বিকার নাই, সমুদ্র আপনাতে আপনি স্থির ও অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছে, আপনার আনন্দে যেন আপনি চিরকাল নাচিতেছে ও ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্রের জল কত উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তর ভাসাইতেছে, কত বাষ্প ও মেঘ হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে, সমুদ্রের তাহাতে ক্ষোভ নাই—দুঃখ নাই। সমুদ্রের জল কোথায় যাইবে? বাষ্প, মেঘ, কুয়াশা, শিল, বরফ প্রভৃতি নানা আকার ধরিয়া যেখানে যাউক, যেখানে থাকুক, ফিরিয়া ঘুরিয়া আবার সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের জলও চিরনির্ম্মল, কখনও বিকৃত হয় না। সমুদ্র অসীম, পূর্ণ, শান্ত, বিশুদ্ধ ও সর্ব্বগ্রাসী।

পক্ষান্তরে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় দেখ, তাহার ভাব অন্যরূপ। তাহা তাপে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার জল কলস কলস করিয়া যত ব্যয় হয়, সে তত ক্ষীণ হইয়া পড়ে, গ্রীষ্মাতিশয্যে তাহার সকল জল ফুরাইয়া যায়, সে ফুটিফাটা গহ্বরমাত্রসার হইয়া থাকে এবং কখন আকাশের বৃষ্টিপাত তাহার ক্ষুদ্র আয়তনকে পূর্ণ করিবে, তাহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। অনাবৃষ্টিতে তাহার যেমন ক্লেশ, অতিবৃষ্টিতেও সেইরূপ। অতিবৃষ্টিতে খাল বিল মাঠ ঘাটের সহিত সে একাকার হইয়া যায় ও সে জল ধারণ করিতে পারে না—সে আপনার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আকুল হয়। তাহার জল কখনও পরিষ্কার, কখনও আবিল, কখনও

পূতিগন্ধময়। তাহার বক্ষে কখনও কত জলচর ক্রীড়া করে, কখনও কত কুমুদ কহ্লার বিকশিত হইয়া হাস্য করে, কখনও কিছুই দৃষ্ট হয় না। ক্ষুদ্র জলাশয়ের এইরূপ কত বিকার, কত পরিবর্ত্তন, কত অস্থিরতা! তাহার অভাব ও অপূর্ণতা চিরকালই।

মহাসমুদ্র এবং ক্ষুদ্র জলাশয়ে যেরূপ প্রভেদ, মহাপ্রাণ নিষ্কাম আত্মতৃপ্ত যোগীতে এবং ক্ষুদ্রপ্রাণ বিষয়কামী সংসারাসক্ত ভোগীতে সেইরূপ প্রভেদ। যোগী সর্ব্বকামনাত্যাগী, এ সংসারে ধন, মান, ভোগবিলাস, প্রভুত্ব কিছুরই স্পৃহা করেন না। রাজ্যসম্পদ্ পদধূলির ন্যায় তুচ্ছ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার কিছুই অভাব নাই এবং সংসারের সুখ সকল অযাচিতভাবে তাঁহার সেবা করিতে আইসে। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর সকল তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে," ইহা যোগি-জীবনের কথা। ঋষি ডাইও-জিনিসকে বাধিত করিবার জন্য ভুবন-বিজয়ী সম্রাট্ আলেক্জাণ্ডার জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি প্রার্থনা করেন বলুন, আমি পূর্ণ করিব।" ঋষি সবিনয়ে বলিলেন "মহাশয় যে রৌদ্র পোহাইতেছি, তাহা ঢাকিবেন না,—একটু সরিয়া দাঁড়ান, এইমাত্র প্রার্থনা।" যোগিগণ কেন এত নিষ্কাম-নিঃস্পৃহ, অথচ কেন সদা সন্তুষ্ট? তাঁহাদের কাম্যবস্তু একমাত্র ভূমা মহান্ পূর্ণানন্দ পরমেশ্বর। তাঁহাকে পাইয়া তাঁহারা পূর্ণকাম। হৃদয়ের মধ্যে যে অমৃতের খনি পায়, সে কি আর মর্ত্ত্য লোকের অসার মলিন ক্ষুদ্র কোনও বস্তুর প্রার্থনা করে? যাহার অন্তর পূর্ণব্রহ্মে পরিপূর্ণ, তার আর কিসের অভাব? সে তাঁহাকে পাইয়া পূর্ণকাম। যোগী শান্তি-ময়কে হৃদয়ে ধরিয়া শান্ত, অচলশরণের শরণাপন্ন হইয়া অচলপ্রতিষ্ঠ, নির্ব্বিকার অজর অভয় অমৃতের আশ্রয়ে বিকার জরা মৃত্যু ও ভয়শূন্য; 'পরিপূর্ণমানন্দম্'-এর মধ্যে ডুবিয়া আনন্দপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য্য ঐশ্বরিক নিয়ম, যে চায়, সে পায় না; যে না চায়, সেই পায়। যোগী ধন চান না, অথচ তাঁহাকে ধনরত্ন দিবার জন্য কত লোক ব্যস্ত! তিনি যশোমানের প্রার্থনা করেন না; কিন্তু লোকে তাঁহার যশোগানে উন্মত্ত। তিনি জগতের আধিপত্য চান না, কিন্তু সকলের উপরে তাঁর অধিকার। আর তিনি ভোগসুখের কামনা করেন না, কিন্তু তাঁর মত সংসারের সুখ আর কেহ ভোগ করিতে পারে না। যাহা কিছু সুদৃশ্য, সুশ্রাব্য, সুঘ্রেয়, সুপেয়, সুস্বাদ ও সুস্পর্শ, তাহাতে ভগবানের পবিত্র সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তিনিই বিশেষরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন। সর্ব্ব জীবের সুখে তিনি সুখী। কেবল তাহা নহে, সুখে দুঃখে জগতের সকল ঘটনাতে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে দেখিয়া সানন্দমনে তাঁহাকে ধন্যবাদ করেন। এই জন্য সৃষ্টির সকল বস্তু ও সকল ঘটনা ঈশ্বরপ্রেমিকের আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। ধন আসিল অমর

গেল, পুত্র জন্মিল আর মরিল, পদমর্য্যাদা পাইলেন আর হারাইলেন, সকল অবস্থায় তাঁহার সমভাব। তিনি শান্ত, নির্ব্বিকার ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া অন্তরে বাহিরে পরম সুখ সম্ভোগ করেন। "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার"—অমৃত-সিন্ধুর সহিত যুক্ত হইয়া তিনি নিত্যপূর্ণ।

ক্ষুদ্রপ্রাণ বিষয়ী ব্যক্তিই কামকামী—সর্ব্বদা কামনার দাস। সে ধন মান সুখ সম্পদের জন্য কত লালায়িত! সামান্য অর্থের জন্য অতি নীচ বৃত্তি অবলম্বন করে, অথচ অর্থলালসা তৃপ্ত হয় না। সে একটু যশ পাইবার জন্য ছোট বড় সকল লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, শত ব্যক্তি প্রশংসা করিলেও এক ব্যক্তি তাহার দুর্নাম করিলেই তাহার সর্ব্বনাশ। তাহার ভোগস্পৃহা কত? যত ভোগ করে, ততই কামনার বৃদ্ধি, কিছুতেই শান্তি নাই। অস্থায়ী ক্ষুদ্র সংসারের প্রতি তাহার আসক্তি—পদে পদে ভয়—পদে পদে নৈরাশ্য ও শোক। সংসারের সকল বস্তুই মরণশীল—সে প্রিয় বস্তুর বিনাশে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে। কামনার বস্তুর উপার্জ্জনে ক্লেশ, রক্ষণে ক্লেশ, বিনাশে ক্লেশ—তাহাতে শান্তি কোথায়? নিষ্কাম ব্যক্তি যেমন বিশ্বময় শোভা সৌন্দর্য্য ও সুখের রাজ্য দেখিয়া নিত্য শান্তি ভোগ করেন, কামী ব্যক্তি সেইরূপ বিশ্বময় যন্ত্রণালয় নরক দর্শন করিয়া অবিরত অশান্তিতে দগ্ধ হয়। সে সর্ব্বদা লোলুপ, সর্ব্বদা অভাবগ্রস্ত, সর্ব্বদা বিকারপূর্ণ, মলিন অস্থির ও অশান্ত। যত দিন আত্ম-সুখ-বাসনা, ততদিন এই অশান্তি ও দুঃখ, বাসনা ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহাতে নিত্য যুক্ত হইতে পারিলেই চরম শান্তি ও পরম সুখ।

বিবিধতত্ত্ব-সংগ্রহ।

১। চিলি প্রদেশে বেরো নামক একটী নগর আছে। এই নগরবাসিগণ তাঁহাদিগের নগরটী অবিকল লণ্ডন নগরের অনুরূপ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ়। যত সময় এবং যত অর্থেরই প্রয়োজন হউক, তাহা ব্যয় করিতে প্রস্তুত। গত দশ বৎসর কাল ইঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইতিমধ্যে ঐ নগরের অনেকগুলি রাজপথ লণ্ডন নগরের রাজপথের নামে অভিহিত হইয়া তত্তৎ রাজপথের আদর্শে প্রস্তুত হইয়াছে। বেরো নগরের অনতিদূরে একটী নদী আছে। সেই নদীটী কাটিয়া উক্ত নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইয়া তাহা টেম্‌স নামে অভিহিত করা হইবে। এই জন্য বহুলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বেরো-নগরবাসিগণ কয়েক জন সুদক্ষ গৃহনির্ম্মাতাকে লণ্ডন নগরে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা

লণ্ডনের প্রধান প্রধান অট্টালিকার নক্সা তুলিয়া লইয়া আসিলে তদনুরূপ অট্টালিকাসমূহ উক্ত নগরে নির্ম্মিত হইবে।

২। আনাম প্রদেশে প্রথা আছে যে, সম্ভ্রান্তবংশীর পুরুষগণ কখনও নখ কর্ত্তন করেন না। ইহাঁদিগের নখ পাঁচ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। এত বড় নখ থাকাতে ইহারা হস্ত দ্বারা প্রায় কোন কাজই করিতে পারেন না।

৩। একজাতীয় মৎস্য দেখা যায়, ইহারা নদীতীরে মৃত্তিকার মধ্যে বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা অধিকাংশ সময় বাসায় থাকে। অল্পকাল মাত্র স্থলে বিচরণ করে। সুমাত্রা, বোর্ণিও ও যাবা দ্বীপস্থ অলবণাক্ত নদীসমূহে এই জাতীয় মৎস্য দেখা যায়। উক্ত দ্বীপবাসিগণ এই মৎস্যকে 'গৌরমী' বলিয়া থাকে। গৌরমী জাতীয় স্ত্রীমৎস্য স্ব স্ব বাসায় অতি যত্নে ডিম্ব ও ছানা রক্ষা করে। ছানাগুলি বড় না হইলে তাহাদিগকে জলে বিচরণ করিতে দেয় না।

৪। ইটালী দেশে বহুপদবিশিষ্ট এক-জাতীয় ক্ষুদ্র কীট দেখা যায়। ইহারা গুবরে পোকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট। ইহাদিগের স্বভাব এই যে, যে স্থানে ইহারা বিচরণ করে, তথায় ইহাদিগের সম্মুখে কোনও পতঙ্গ বা মূষিকের ন্যায় কোনও ক্ষুদ্রাবয়ব জন্তুর মৃতদেহ দেখিতে পাইলে ইহারা আপনাদিগের আহারান্বেষণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঐ মৃতদেহ কবর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। একজন প্রাণি-তত্ত্ববিৎ বলেন যে, ইহাদিগকে মূষিকের মৃতদেহ কবর দিতে তিনি অনেকবার দেখিয়াছেন। অনেকগুলি কীট স্ব স্ব সমগ্র বল প্রয়োগপূর্ব্বক মূষিকের দেহ ঠেলিয়া বিশ পঁচিশ হাত দূরে লইয়া গিয়া তথায় গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে ঐ দেহ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা মৃত্তিকায় আবৃত করে। যে স্থানের মৃত্তিকা কোমল, তথায় ইহারা গর্ত্ত করে। ইহাদিগের বহুসংখ্যক পদের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ, তাহাদেরই সাহায্যে ইহারা মৃত্তিকা খনন করিয়া থাকে।

৫। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় আজকাল ভেকের দুই প্রকার ব্যবহার দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ অনেকে ভেকের মাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিকগণ ভেকের শরীরে বিবিধ প্রকার পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ভেক পালন করা এক্ষণে তাঁহাদের একটী ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কানাডা প্রদেশের অণ্টেরিও নামক স্থানে এক বৎসরের মধ্যে একজন ভেকপালক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য পাঁচ হাজার এবং খাদ্যের জন্য সাত হাজার ভেক বিক্রয় করিয়াছে।

৬। মস্তকের পশ্চাদ্দেশে এমন একটী স্থান আছে যেখানে সূচ্যগ্রভাগ বিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। বিলাতের কোন স্থানে নৃত্যোৎসবে একজন মহিলা নৃত্য করিতে করিতে ভূপতিত হইয়া

মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা যায় যে, কবরীস্থ একটী পিনের অগ্রভাগ তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্দেশের সেই স্থানে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

৭। ভীতিকর স্বপ্ন কখন কখন মনোবিকার ও উন্মাদরোগের উৎপত্তি করে। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা রোগে পীড়িতা কোন কোন রমণী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়া সেই স্বপ্নের স্মৃতি দূর করিতে সক্ষম হয়েন না। তাঁহাদের মনে সেই স্বপ্নস্মৃতি গভীররূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। ক্রমে তাঁহারা সেই স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সদাই ভয়াকুলচিত্তে তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন। মনের এইরূপ বিকার অবস্থা হইতে উন্মাদ রোগের উৎপত্তি হয়। অতএব দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তদ্বিষয়ের চিন্তা মন হইতে অপসারিত করিবে।

৮। একটী ঘোটকের সহিত একটী কুক্কুরের এরূপ সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, কুক্কুরটী কুক্কুরদিগের সহবাস এককালে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই ঘোটকের নিকট থাকিত। ঘোটক কুক্কুরের অনুরাগ দেখিয়া স্বীয় আহার্য্য হইতে প্রত্যহ কিয়দংশ তাহাকে খাইতে দিত। মাছ মাংস পরিত্যাগ করিয়া কুক্কুরটী কেবল ছোলা খাইয়া থাকিত। কুক্কুরের প্রভুভক্তি অতি গভীর, কিন্তু এই কুক্কুরটীর ঘোটকভক্তির উদয়ে তাহার প্রভুভক্তি বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৯। পক্ষিগণ আকাশে কতদূর উচ্চে উড্ডীয়মান হইতে ভাল বাসে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। বিবিধজাতীয় পক্ষী লইয়া একটী ব্যোমযান নয় হাজার ফুট উপরে উত্থিত হইল। সেখান হইতে পক্ষিগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; দেখা গেল পারাবত পক্ষী সেখান হইতে দ্রুতবেগে নীচে নামিতে লাগিল, এবং যখন ভূমি হইতে এক হাজার ফিটের উপরে রহিল, তখন তথায় ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। পারাবত অধিক উচ্চে উড়িতে ভাল বাসে না। কিন্তু ঈগল পক্ষী যত উচ্চে উঠে, ততই যেন তাহার স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়। ঈগল্ পক্ষীকে নয় হাজার ফিট্ উচ্চে সর্ব্বদাই উড়িতে দেখা যায়। ব্যোমযান-আরোহিগণ কাকপক্ষীকে চারি হাজার দুই শত ফিট উচ্চে উড়িতে দেখিয়াছেন; চাতক পক্ষীকে এক হাজার ফিটের উচ্চে প্রায় উড়িতে দেখা যায় না।

১০। ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে একটী মহিলা আছেন; তাঁহার মস্তকের কেশ চারি হাত লম্বা; তাঁহার শরীরের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত মাত্র; অতএব তাঁহার কেশ তাঁহার শরীর অপেক্ষা অর্দ্ধ হাত অধিক লম্বা। ইঁহার এক কন্যা আছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর; তাঁহার কেশ এখনই প্রায় তিন হাত লম্বা হইয়াছে।

১১। ডাক্তার ফরেল্ আমেরিকার একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি বলেন, বহু অনুসন্ধানের পর, তাঁহার

ধারণা হইয়াছে যে, কীট পতঙ্গদিগের মন আছে, কেননা তিনি তাহাদের নির্ব্বাচন ও বিবেচনা-শক্তির স্পষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। কোন কোন পতঙ্গের আশ্চর্য্য স্মরণশক্তিরও নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

১২। মধ্য আসিয়ায় একজাতীয় মৎস্য দেখা যায়, তাহারা নদী বা পুষ্করিণীর তীরস্থ বৃক্ষের উপর অবলীলাক্রমে আরোহণ করিতে পারে। এই মৎস্যের শারীরিক গঠনে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়।

১৩। সচরাচর মক্ষিকা এক সেকেণ্ডে আট-হাত-পরিমিত স্থান উড়িয়া যাইতে পারে। অতি দ্রুতবেগে উড়িবার সময় মক্ষিকা এক সেকেণ্ডে ৫৬ হাত পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। ঘোড়-দৌড়ের তীব্রগামী ঘোটকের গতিও ইহা অপেক্ষা কম।

১৪। বেলজিয়ম্ প্রদেশে সারলিয়র নামক একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের একজন একদা সংকল্প করিলেন যে, কোন একটী নির্দ্দিষ্ট চারাগাছ যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, তিনি তাহার ডালপালা-গুলি এরূপভাবে সংস্থাপিত করিবেন, যেন ক্রমে উহা একটী অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দশ বৎসর যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তিনি একটী হথরন্ বৃক্ষকে অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষের আকারবিশিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শত শত লোক এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিবার জন্য উক্ত মালীর আলয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। লোকে ঐ বৃক্ষটীকে "জেনেরল হথরন্" নামে অভিহিত করিয়াছে।

১৫। ভূগোল বিবরণে এটনা নামক আগ্নেয়গিরির যে উচ্চতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সম্প্রতি অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে তাহা ঠিক্ নহে। ইহার উচ্চতা ১০ হাজার ৭ শত ৫৮ ফিট। ভূগোলে ইহার অপেক্ষা অধিক উচ্চতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১৬। ডেনিয়েল্ ওয়েবেষ্টার আমেরিকার একজন মহাপুরুষ। যখন তিনি যুক্ত-রাজ্যের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদিন একজন ধনী ব্যক্তির বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়। আহারাদির পর নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ ওয়েবেষ্টারের সহিত জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। উহাঁদিগের মধ্যে একজন ওয়েবেষ্টারকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার মনে কত চিন্তার উদয় হয়, কত বিষয় লইয়া আপনার মন ব্যস্ত থাকে, কিন্তু কোন্ চিন্তাটী আপনি গুরুতর মনে করেন, আমাদিগের জানিতে কৌতূহল হইতেছে।" ওয়েবেষ্টার পার্শ্ববর্ত্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি এমন কেহ আছেন যিনি আমার অপরিচিত ?" উত্তর পাইলেন, "না, এখানে উপস্থিত সকলেই আপনার বন্ধু।" তখন ওয়েবেষ্টার্ বলিলেন, "ঈশ্বরের নিকট আমার নিজের যে দায়িত্ব বোধ, তাহাই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর চিন্তা।" তৎপরে প্রায় বিশ মিনিট কাল ঐ বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।

১৭। গড়পড়তায় ইংলণ্ডবাসীদিগের আয়ু বিগত তিন শত বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড-বাসীর পরমায়ু গড়ে ১৬ বৎসর ছিল। এক্ষণে উহা ৩২ হইয়াছে।

১৮। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপান হইতে পারিস নগরীর পশুশালায় একটী অজাগর সর্প আনীত হইয়া রক্ষিত হয়। উহাকে পশুশালার ক্ষুদ্র বদ্ধ আগারে প্রবিষ্ট করাইবার পর হইতেই উহা আহার পরিত্যাগ করে। উহার আগারে রক্ষকগণ উহার উপযোগী বিবিধ প্রকার আহারীয় দ্রব্য রাখিয়া দিতেন, উহা তাহার কিছুই ভক্ষণ করিত না। মেষ, ছাগ, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি তাহার বাস-স্থানে রক্ষিত হইত, কিন্তু সর্পটী ঐ গুলির কিছুই স্পর্শ করিত না। ক্রমে উহার শরীর কৃশ হইতে কৃশতর হইয়া যাইতে লাগিল, গাত্রের বর্ণ প্রায় শ্বেতবর্ণ হইয়া আসিল। যখন উহাকে আনয়ন করা হয়, তখনও উহা ওজনে দুই মণ ছিল, ক্রমে উহার ওজন ত্রিশ সের মাত্র হইল। পরে দুই বৎসর পাঁচ মাস তিন দিন কাল অনাহারে থাকিয়া উহা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সর্পটি দৈর্ঘ্যে তের হাত ছিল। সর্প যে অনেক দিন অনাহারে জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহা এই অজাগর সর্পের বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয়। সর্প-তত্ত্ববিৎ একজন পণ্ডিত বলেন যে, এই অজাগর সর্প সম্ভবতঃ উহার স্বাভাবিক স্বাধীন জীবনভ্রষ্ট হইয়া আন্তরিক যাতনা ও শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা হেতু আহার ত্যাগ করিয়াছিল।

১৯। ইংলণ্ডের উপকূলে যে সকল ধীবর মৎস্য ধৃত করিয়া থাকে, তাহাদিগের অনেকে মধ্যে মধ্যে জালের ভিতর মূল্য-বান্ দ্রব্যাদি পাইয়া থাকে। প্রতি বৎসরে প্রাপ্ত এই প্রকার দ্রব্যসমষ্টির মূল্য প্রায় একলক্ষ টাকা হয়।

২০। সম্রাট্ এডওয়ার্ডের স্যাণ্ডরিং-হাম প্রাসাদের পার্শ্বে তাঁহার নিজের একটি সুবৃহৎ উদ্যান আছে। উদ্যানটী নয় শত বিঘা জমির উপর সংস্থিত। ইহার মধ্যে ৭৫ বিঘা জমির উপর শাক সবজী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলের উদ্যানে পৃথিবীর নানা স্থানের বিবিধ ফল উৎপন্ন করা হয়। পুষ্পোদ্যানে বিবিধজাতীয় গোলাপের শোভা বর্ণনাতীত। এখানে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সুন্দর সুন্দর পুষ্পরাজিও উৎপন্ন করা হইয়া থাকে।

২১। ইয়োরোপখণ্ডে যেমন সর্ব্ব-প্রকার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সভা আছে, তেমনি সর্ব্বপ্রকার কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি পারিস নগরে একটী অসাধারণ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; তথায় ইংরাজদিগের আদব কায়দা ও রীতি নীতি শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইয়োরোপের নগরে নগরে বহুসংখ্যক হোটেল আছে। ঐ সকল হোটেলে নানা দেশ হইতে লোক আসিয়া আহার গ্রহণ করে। ইহাদিগের সহিত

কথা কহিবার জন্য হোটেলের ভৃত্যগণের ইয়োরোপের অনেকগুলি ভাষায় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। হোটেলের ভৃত্যগণের শিক্ষার জন্য ইয়োরোপের প্রধান প্রধান নগরে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের ডার্টফোর্ড হিথ্ নামক নগরে বালিকাগণকে সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়া শিক্ষা দিবার জন্য সম্প্রতি একটী বিদ্যালয় উন্মুক্ত হইয়াছে।

২২। গত শত বৎসরে ভারতে ত্রিশটীর অধিক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। আশ্চর্য্য যে প্রায় প্রত্যেক দুর্ভিক্ষ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ। গত দুর্ভিক্ষের ন্যায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। ইহা প্রায় ভারতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং কোটি কোটি মনুষ্য ও গৃহপালিত পশু অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়া দেশের সমূহ অনিষ্ট ও দুরবস্থা সংঘটিত করিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমন দুঃসময়েও আয় ব্যয়ের হিসাবে (৪৬৭-২০০০ ১৯০১-২) শত কোটি টাকারও অধিক লাভ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসূ যথার্থ। আগামী বর্ষে নাকি ১৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

২৩। ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হয়। ইহা খৃষ্টধর্ম্মের ব্যাখ্যা, কঙ্কণ ভাষায় বিরচিত, কিন্তু রোমান অর্থাৎ ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

২৪। অপূর্ব্ব পদ্ধতি। নরওয়ে ও সুইডেনে বর মনোনীত কন্যাকে একখানি প্রার্থনা পুস্তক ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তন্মধ্যে একটি রাজহংসী দিতেই হইবে। কন্যা প্রতিদানস্বরূপ একটি (সার্ট) জামা উপহার দেন। এই জামা বরকে বিবাহের দিন পরিতে হয়। কিন্তু তাহার পর আর ব্যবহার করিতে নাই। আজীবন যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও জীবদ্দশায় তাহা আর ব্যবহার করিতে নাই। কেবল মৃত্যু হইলে সেই জামা পরাইয়া বরবেশে পুরুষকে কবরসাৎ করিতে হয়।

সুভদ্রা।*

(রৈবতকে)

(১)

তাপদগ্ধ ধরা-মাঝে তুমি পুণ্যবতি!
অবিরল প্রবাহিত পূত-মন্দাকিনী;
নাহি দিন, নাহি রাতি, অবিরামগতি,
সুস্নিগ্ধ করিছে ধরা মৃদু কল্লোলিনী।
যথা বহি যায় তথা বিকশিয়া উঠে

* সুবিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনের প্রণীত "রৈবতক কাব্য" পাঠে মহীয়সী সুভদ্রার চরিত বিষয়ে লেখিকার মনে যে সকল ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই এই সুন্দর কবিতাহারে গ্রথিত। বা, বো, স।

নবীন পল্লবে পূর্ণ পাদপনিচয়,
শোক দুঃখ অবসাদ মোহবন্ধ টুটে,
মরুভূমি হ'য়ে যায় শ্যাম শোভাময়।
সুজলা, সুফলা ধরা আনন্দে পূরিত,
ও চরণ পরশনে হয় আচম্বিত।

(২)

প্রকৃতির উপাসিকা নিরখি প্রথম ;
ভ্রমিতে আপন মনে কাননবিতানে,
তুলিতে লতিকা-দেহ স্নেহে নিরুপম,
ঢালিতে সলিলধারা লতিকার প্রাণে।
সায়াহ্ন কাকলি শুনি আত্ম-হারা সুখে
বসিয়া বিটপি-তলে শীতল ছায়ায়,
স্নেহভরা মুখে, তার স্নেহভরা বুকে
বাসন্তী জ্যোৎস্না সম স্নেহ খেলি যায় ;
স্নেহভরা সে করুণ আঁখি কি সুন্দর,
শরৎ-পূর্ণিমা শশী হ'তে মনোহর !

(৩)

একদা দেখিনু ঘোর রৈবতক-শিরে
প্রকৃতির উপাসিকা সুস্থিরা বিজলী
ফেলিয়া কেশব পার্থ বিস্ময়ের নীরে
একাকিনী আছে বসি কানন উজলি !
উন্মত্ত ঝটিকা ক্ষুব্ধ আলোড়িছে বন,
আলোড়িছে রৈবতক-শৃঙ্গ সুবিশাল ;
সৌদামিনী খেলে লয়ে কৃষ্ণ মেঘ ঘন ;
কহে হাসি কেশবের স্নেহের মৃণাল
দশমবর্ষীয়া ভদ্রা—ঊর্দ্ধ দুনয়ন—
"অনলভুজঙ্গ দাদা ! খেলিছে কেমন ?"

(৪)

আদরে ভরিল বুক, উচ্ছ্বসিত মন,
তার পর হেরি, ভদ্রা পবিত্র আশ্রমে
জীবন্ত-করুণা-মূর্ত্তি করে বিচরণ ;
অনাথ-অনাথাগণে আদর সম্ভ্রমে
দেখিতেছে বিধিমত মাতৃপিতৃহীনা,
নিরাশ্রয়া বালিকারে সাজা'ছে সুন্দর,
দরিদ্র আতুর জনে হয়ে অঙ্গে লীনা
বসন ভূষণে দুঃখ করিছে অন্তর।
"কেমন সুন্দর বস্ত্র„ কহে বালা এক,—
"বলন্ সুভদ্রা মাতা দিয়াছেন দেখ।"

(৫)

আশ্রমে যাইলে বালা ফিরিয়া আসিবে
এরূপে সর্ব্বাঙ্গ করি আভরণহীন ;
অবাচিত দয়া বহে যথায় যাইবে,
এত বরিষণ, কিন্তু নহে ধারা ক্ষীণ।
জিজ্ঞাস, সতত দুটী প্রশান্ত উজ্জ্বল
নয়ন রহিবে চাহি—কি যে উদাসীন—
অচল তোমার পানে। সঙ্গীত তরল
কখন তুলিলা ভদ্রা ধরি করে বীণ ;
নীরব হইল বীণা। পলকবিহীন,
আত্মহারা চাহি ভদ্রা—দৃষ্টি উদাসীন !

(৬)

তার পরে, মনে পড়ে সখী সুলোচনা
ধরিয়া ভদ্রারে নিলা সত্যভামা পাশে ;
বাঁধা দুই কর, রক্ত পদ্ম অতুলনা,
সঁপিলা চোরাই চিত্র রাণীর সকাশে।
সেই মুখ শতদল ব্রীড়া-নত রহে,
কি অরুণ আভামণি হইল রঞ্জিত ;
নিরখি ভূতলপানে ধীরে ধীরে কহে—
"ছবিটি দাওনা দিদি"—অমৃত ক্ষরিত।
করুণার উৎস শুধু নহে ভদ্রা রাণী,
লাজময়ী, সুধাময়ী কিবা ছবিখানি।

(৭)

তার পর, পড়ে মনে কুঞ্জ মনোরম,

অধিষ্ঠাত্রী ভদ্রা দেবী বসিয়া যথায় ;
"কেন লুকাইয়া রাখি"—চিন্তা-নিমগন,
"লুকাইয়া দেখি কেন চাহে পুনরায়।"
বন্ধন খুলিয়া যবে চাহে আর বার
ওই পাণি-প্রসূনের সুখ-পরশন,
আনন্দ-বিহ্বল পার্থ ;—সরিল্লা আবার,
অধোমুখী, পৃথ্বীমাঝে চাহে নিমজ্জন।
করুণার উৎস শুধু নহে ভদ্রা রাণী,
প্রেমময়ী, লাজময়ী কিবা ছবিখানি।

(৮)

তারপর, কিবা স্বর্গ খুলিল নয়নে,
জ্ঞানের আলোকোচ্ছ্বাস পড়িল সম্মুখে,
আঁধার-নিমগ্ন আঁখি আলো দরশনে
সহসা পূর্ণিত হল অজানিত সুখে।
সংসারনিদাঘ-তপ্ত মানবের মনে
শান্তির বরষাধারা পড়িল নামিয়া ;
প্রখর আতপপরে সন্ধ্যা আগমনে
কি শান্তিজ্যোছনা-ধারা উঠিল ভাসিয়া !
প্রেমময়ী, জ্ঞানময়ী, সুভদ্রা সুন্দরী!
বরিষ অজস্র ধারা দিবা বিভাবরী।

(৯)

সাধিতে কুমারীব্রত যত বালাগণ
পুষ্পবনে পুষ্পশত ছড়াইয়া পড়ে।
সকলে প্রফুল্লমুখী ; ভদ্রা নিরজন
বিষাদে বসিয়া বালা, নেত্রে ধারা ঝরে!
শুকের শাবক এক শোভিতেছে বুকে ;
ঢালিলা মুখেতে জল, ছল ছল আঁখি,
করুণার পরশনে উন্মীলিল সুখে,
আবেশে কোমল অঙ্কে ক্ষুদ্রদেহ পাখী।
গালি পাড়ি সুলোচনা কহিছে তখন,
"কুমারীর ব্রত একি!" আনন্দিত মন।

(১০)

তারপর এ অধম বর্ণিবে কেমনে
সেই ভাবময়ী ভাষা জ্ঞানের চরম!
হে পাঠিকা, খুলি গ্রন্থ বসি নিরজনে
পিও কাব্য-সুধা ত্রিদিবের সুধা সম।
প্রেমের মহিমাগান, এক মহাপ্রাণ,
নারীর পিপাসা, আর বিবাহের কথা ;
বিস্তার তাহার ক্রমে জগতপ্রমাণ।
বুঝা'য়ে দিয়াছ কিবা জ্যোৎস্নার লতা!
তোমার মুখের কথা কি মিষ্ট শীতল,
সুধাধারা সুধাকরে স্নিগ্ধ নিরমল।

(১১)

তারপর মনে পড়ে বসি একাকিনী
ফুটন্ত অশোকা সেই অশোক-কাননে ;
নীরব, প্রশান্ত মুখে ফুল্ল কমলিনী,
একটি চিন্তার রেখা পড়েনি আননে।
অর্জ্জুন, বিস্ময়ে মগ্ন—বিহ্বল অর্জ্জুন—
"অনুরতা—তবে ভদ্রা নহে কি আমার"
ভাবিলেন মনে।—"তবে এ পুণ্য কুসুম
ধরিতে নারিব কভু হৃদয়মাঝার?"
নহে এ পার্থিব প্রেম-আবেগ চঞ্চল,
এ প্রেম, স্বর্গীয় প্রেম—স্থির নিরমল।

(১২)

তারপর, পুণ্যদৃশ্য নয়নাভিরাম,
দেখেছ কি কেহ কোথা'? কখনও এমন!
ধন্য কবি! ধন্য তব প্রতিভা সুঠাম,
যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় প্রাণ মন।
পুনঃ বলি চিত্রকর, ধন্য সৃষ্টি তব,
ধন্য তব চিত্রপটে বর্ণসমাবেশ,
ধন্য তব নানা রাগ, নিত্য অভিনব,
ধন্য তব তার মাঝে মত্ততা আবেশ।

সুভদ্রার চুরি করা চিত্রের ভিতরে,
বর্ণে বর্ণে নিগূঢ় প্রেমের সুধা ক্ষরে।

(১৩)

যখন রুক্মিণী ধীরে অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে
হরিরে সুভদ্রা নিধি করিলা প্রকাশ,
শুনিয়া ভাসিলা ভদ্রা দুঃখের সাগরে।
বাজে যে কোমল প্রাণে শুনি দীর্ঘশ্বাস
—সে কোমল পরাণীটি নৃমুণ্ডমালিনী
কেমনে হইবে বল নিরদয়-মন ?
নারায়ণে নির্ভরিলা করুণারূপিণী,
নারায়ণ সুখস্বপ্নে হ'ল নিমগন।
অর্জ্জুন হৃদয়-হারা হইল সম্মত,
একটিও প্রাণী রণে হইবে না হত।

(১৪)

আবার সে স্বর্গদৃশ্য ! উদ্বেল উচ্ছ্বাসে
নীরবেতে ঊর্দ্ধপানে নীলাজনয়নে
চাহিয়া কহিলা ধীরে, প্রেমানন্দ-ভাষে,
প্রশান্ত ত্রিদিব-বাদ্য বাজিল ভুবনে
'ও মঙ্গল নীতিপথে হ'য়ে থাকে কভু
কণ্টক সুভদ্রা তব যদি বা কখন,
নারায়ণ ! প্রেমময় ! ক্ষমা কর প্রভু !
—তোমার মঙ্গল নীতি হউক পূরণ !
হের ওই নীলাকাশে দীপ্ত নারায়ণ,
চরণে বিলীন করি যুগল জীবন !"

(১৫)

করি দুই যোড় কর অর্জ্জুন সুভদ্রা,
জানু পাতি বসি ভদ্রা প্রীতি-প্রস্রবণ ;
কি যেন প্রীতির ধারা মদালস তন্দ্রা
তরলিত, বহি পড়ে তিতিয়া বসন।
বারিধারা দাবানলে পড়িলে যেমন,
করুণাময়ীর কথা করিল নিষ্কাম
কামনা অনলে দীপ্ত হৃদয় তেমন
অর্জ্জুনের, ধীরে পার্থ চাহিলা নির্ব্বাণ।
—'ভগবান, কর পুর্ণ তব মনস্কাম,
লভিব নির্ব্বাণ—জগতের মোক্ষধাম।'

(১৬)

কি দৃশ্য হৃদয়দ্রবী অতুল জগতে
'ভগবান কর পূর্ণ তব মনস্কাম'—
কি গভীর নির্ভরতা অতুল মরতে,
প্রণয়িযুগলে কিবা আত্ম-বলিদান।
নিষ্কাম অনলে দেয় সকাম প্রণয়,
কি গভীর প্রেমতত্ত্ব,—বাসনা আহুতি;
কষিত কাঞ্চন মত করিল হৃদয়,
দূরে গেল কামনার যত গন্ধ পূতি।
ধন্য দেবী সুভদ্রা গো নিষ্কাম-মূরতি,
অর্জ্জুনের গুরু—মাতা, পদে করি নতি।

(১৭)

তারপর, মিলনের সে অনন্তোচ্ছ্বাসে
কহিলা সুভদ্রা দেবী কি কথা গভীর,
হরষ হিল্লোল নাই, মুক্তামালা ভাসে
দুই স্রোতে কপোলেতে ;—সুদীন সুধীর
কহিলা,—আমরা বল্লরী সে জগতের
—যে জগত মহাবৃক্ষ-পদ-সমাশ্রিত ;
তোমাদের তরে আমি, মোর মিলনের
নাহি অন্ত, নাহি শেষ ; সদা সম্মিলিত।
সেই বৃক্ষপদমূলে গাঁথা সব প্রাণ,
সে প্রেম, অনন্ত প্রেম, নাহি তার আন্।

(১৮)

পাইলাম বীরত্বের কিবা পরিচয়,
সুভদ্রা, বীরের বালা, নিজে বীরাঙ্গনা ;
সুভদ্রা-হরণ-কালে কি সুখ উদয়
হইল, খুলিল নেত্রে শোভা অতুলনা !

আলুলিতা মুক্তকেশী রক্ষিছে অর্জ্জুনে
ধরি করে ধনু-চাপ বিজলি উজলা,
কাটিছে সাত্যকি-শর বসাইয়া গুণে
অনল ভুজঙ্গ শর-পূর্ণ নানা ছলা।
বীরবালা ভদ্রা, রমণীর শিরোমণি,
বীরজায়া ভদ্রা, নিজে পূর্ণ বীর্য্যখনি।

শ্রীমতী অপরাজিতা দাসী।

তিব্বত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তিব্বত পর্ব্বতময় প্রদেশ, সুতরাং তথায় কর্ষণোপযোগী ভূমি অতি অল্পই আছে। শস্যক্ষেত্র কেবল উপত্যকা-সমূহেই দেখা যায়। প্রধানতঃ গোধূম যব ও ধান্য এই তিন প্রকার শস্যের চাষ হইয়া থাকে। ধান্য অপেক্ষা গোধূম তিব্বতবাসিগণের নিকট অধিক আদরণীয়, কিন্তু যবই ইহাদিগের প্রধান শস্য। যবান্নই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য।

সুপক্ক শস্য কর্ত্তন করিবার সময় তিব্বৎবাসিগণ উৎসব করে। উৎসবটি হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত নবান্ন উৎসবের অনুরূপ। নূতন শস্য প্রথমে গৃহদেবতাকে উৎসর্গীকৃত হয়, তৎপরে গৃহের স্তম্ভ-সমূহের চতুর্দিকে বিলম্বিত করিয়া দেওয়া হয়। শস্য কাটিবার সময় কৃষকগণ গান করে, "আগামী বৎসরে যেন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ শস্য উৎপন্ন হয়, হে দেবতা, আমরা দরিদ্রকে শস্য দান করিব, লামাদিগকে শস্য উপঢৌকন দিব।" গৃহে শস্য সঞ্চিত হইলে, যে দিন নূতন শস্য প্রথম ব্যবহার করা হয়, সে দিন তিব্বতীয় গৃহস্থ আত্মীয়, পরিজন ও অনুচরগণকে নিমন্ত্রণ করে। এই উৎসবের সময় এক-জন লামা উপস্থিত থাকেন এবং উৎসবে যে ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই লামাই সম্পাদন করেন। হিন্দুগণের ন্যায় তিব্বতীয়গণ শুভ ও অশুভ ক্ষণ বা লগ্নের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং যে কোন উৎসব বা লৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহার জন্য শুভ কাল স্থির করিবার নিমিত্ত লামাদিগের সাহায্য লয়েন।

পশুপালন দ্বারা বহুসংখ্যক তিব্বতীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অনেকে ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, ও বৃষ বাণিজ্য-দ্রব্য বহন জন্য রক্ষা করে এবং তদ্দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। নগরসমূহে বণিক্, শ্রমজীবী ও অন্যান্য ব্যবসায়ী অনেক দেখা যায়। কোন কোন তিব্বতীয় বাণিজ্যার্থে চীন ও ভারতবর্ষে গমনাগমন করে।

অদ্ভুত বিবাহপ্রথার জন্য তিব্বত

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তিব্বতে বহু পুরুষের সহিত এক স্ত্রীর বিবাহ প্রথা প্রচলিত। এই প্রথা পুরাকালে পৃথিবীর অনেক স্থানে প্রচলিত ছিল। কোন প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসলেখক বলেন যে, ইংলণ্ডে ঐ প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে তিব্বত ব্যতীত সিংহল দ্বীপে ঐ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দ্বীপে এই প্রথার প্রতি লোকের বিরাগ জন্মিয়াছে। বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে ইহা তথা হইতে অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু তিব্বত-বাসিগণের মধ্যে এই প্রথার কিছুমাত্র হ্রাস দেখা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে, তিব্বতে পূর্ব্বে এক-বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ঐ প্রথার ফল স্বরূপ লোকসংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, তিব্বতের ন্যায় অনুর্ব্বর ও স্বল্পশস্যোৎপাদক স্থানে, তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই জন্য স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়। এই প্রথা প্রচলনের পর তিব্বতের লোকসংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হয় নাই। সচরাচর একটি বালিকার সহিত এক পরিবারস্থ সকল ভ্রাতা-গুলিরই বিবাহ হয়। যাহার ভ্রাতা নাই, সে অন্য সমবয়স্ক আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া এক স্ত্রী গ্রহণ করে। সন্তানসন্ততিগণ পিতৃগণকে "বড় বাবা", "মেজ বাবা", "ছোট বাবা" ইত্যাদি নামে ডাকিয়া থাকে। এই বিবাহ-প্রথার প্রতি তিব্বতীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। তাহারা বলে, "এরূপ বিবাহে আমাদের সুবিধা; তিন চারিজন স্বামীর অনুরাগ ও সাহায্য পাওয়া প্রার্থনীয়। একটী স্বামী থাকিলে, বিধবা হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তিন চারি জন স্বামী থাকিলে আমরা প্রায়ই বিধবা হই না।" তিব্বতে বিধবা হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তথায় যেমন বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে, তেমনি ভারত-বর্ষের প্রাচীন সদাচার-বিবাহের পর কন্যার পিতৃগৃহে বাস এবং দ্বিরাগমনও প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে বরগণ কন্যাকে দর্শন করিবার জন্য কন্যার বাটীতে উপস্থিত হয় এবং কন্যা দর্শনের পর মনোনীত হইলে তাহাকে উপহার প্রদান করে। এইরূপ উপহার প্রদানই সম্মতির চিহ্ন। স্ত্রীলোকের বহু-স্বামি-গ্রহণ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে, তিব্বতে অনেক স্ত্রীলোকের বিবাহ হয় না। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকানির্ব্বাহার্থ স্থানে স্থানে কুমারী-সদন নামক বহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ আছে। এই সকল কুমারী তিব্বতীয় ভাষা লিখিতে পড়িতে শিক্ষা করে এবং শিক্ষিতা হইলে তিব্বতীয় ধর্ম-পুস্তকগুলির প্রতিলিপি করে। তাহা-দিগের হস্তলিখিত প্রতিলিপি বাজারে বিক্রীত হয় এবং সাধারণ শিক্ষিত লোকে তাহা ক্রয় করে। এতদ্ব্যতীত কুমারী-

সদনের চতুষ্পার্শ্বে অনেক কর্ষণোপযোগী উর্ব্বর ভূমি রক্ষিত হয়; কুমারীগণ তাহা চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করে।

তিব্বতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে বিবিধ প্রথা প্রচলিত আছে। একটি প্রথানুসারে মৃত্যুর পর কয়েক দিবস মৃতদেহ গৃহে রক্ষিত হয়। শয্যার সহিত তৎপরে মৃতদেহটি রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা হয়। তিব্বতবাসিগণের বিশ্বাস যে, এইরূপে বন্ধন না করিলে মৃতদেহ উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে। তিন হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত মৃতদেহ এইরূপে রক্ষিত হয়। শব যাহাতে বিকৃত না হয়, তজ্জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়। তৎপরে পুরোহিত মৃতদেহের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে তিব্বতীয় পদ্ধতি পাঠ করেন। তিব্বতে সাধারণ লোকের মধ্যে কুক্কুর দ্বারা শব ভক্ষণ করাইবার রীতিও প্রচলিত আছে। তিব্বতের প্রত্যেক গ্রাম ও নগরে এই অদ্ভুত উপায়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট মঠ আছে; কোন কোন স্থানে এই অনুষ্ঠান জন্য দুর্গবৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন কোন ধর্ম্মমঠে বহুসংখ্যক কুক্কুর প্রতিপালিত হয়; ধর্ম্মমঠে প্রতিপালিত হওয়াতে এই সকল কুক্কুরের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, তিব্বতবাসিগণের বিশ্বাস। কেবল ধনী তিব্বতবাসিগণের মৃতদেহ ভক্ষণ করাইবার জন্য ইহারা ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুগণ শব খণ্ড খণ্ড করিয়া কুক্কুরদিগকে খাইতে দেয়। কোন কোন তিব্বতবাসী কুক্কুর দ্বারা মৃতদেহ ভক্ষিত করাইবার প্রথা কদর্য্য প্রথা জ্ঞান করিয়া নদ নদীর স্রোতে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিয়া থাকে। আবার কোন কোন তিব্বতবাসী পর্ব্বতের উপর মৃতদেহ রাখিয়া আইসে, তথায় পশুপক্ষী কর্ত্তৃক উহা ভক্ষিত হয়। প্রিয় জনের মৃতদেহ পশুপক্ষী ভক্ষণ করিতেছে, এ দৃশ্য তাহারা কখনও দেখিতে চাহে না। তিব্বতে শবদাহ-প্রথাও প্রচলিত আছে। পুরোহিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মৃতদেহ প্রায়ই দাহ করা হইয়া থাকে। পুরোহিতের শবদাহে তাহার উত্তরাধিকারী পুরোহিতের একমাত্র অধিকার—চিতায় অগ্নিসংযোগে আর কাহারও অধিকার নাই। চিতার চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হয়। পুরোহিতের শবদাহসময়ে নানাপ্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। যতক্ষণ শবদাহ হয়, ততক্ষণ কতকগুলি লোক বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকে, এবং পুরোহিতগণ সমস্বরে ধর্ম্মবচন আবৃত্তি করিতে থাকে। শ্রেষ্ঠ পুরোহিতদিগের দেহের ভস্মাবশেষ ধাতুপাত্রে সংরক্ষিত হইয়া থাকে। তিব্বতের কোন কোন অংশে প্রথা আছে যে, মৃত ব্যক্তির বাটীর ছাদের উপর সপ্তাহ কাল একজন লামা উপবিষ্ট থাকিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করিবে। সপ্তম দিনে মৃত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব ও কতকগুলি

লামা সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে। তিন চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত এইরূপ পাঠ হইয়া থাকে। এইরূপ পাঠে পরলোকে মৃত ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হয়, ইহা তিব্বতীয়-গণের ধারণা। পাঠান্তে সমবেত ব্যক্তিগণ পানভোজনে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রথা হিন্দু-স্থানে প্রচলিত শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুরূপ। অনেক পরলোকগত তিব্বতবাসীর আত্মীয়-গণ তাহাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে বর্ষে বর্ষে এই প্রকার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধক্রিয়ায় যে ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে অনেকে মদ্যপান করিয়া থাকেন। তিব্বতবাসিগণের মধ্যে পানদোষ বিলক্ষণ প্রচলিত।

তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস মানুষের আত্মা মৃত্যুর পর মস্তকের কোন না কোন স্থান দিয়া বহির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে, এবং যে স্থান দিয়া বহির্গত হয়, সে স্থানে কিঞ্চিৎ শোণিত-পাতের চিহ্ন থাকে। উপস্থিত লামা-গণের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি শবের মস্তকের পশ্চাৎ দিকের কেশগুলি কিয়ৎ-কাল উত্তোলন করিয়া রাখেন; কারণ আত্মার উহাই নির্গমস্থান, ইহা তাঁহা-দিগের বিশ্বাস। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য গৃহ হইতে শবকে বাহির করিবার পূর্ব্বে আত্মীয়গণ উহার পূজা করেন এবং সাত বার উহাকে প্রদক্ষিণ করেন। তিব্বতের কোন কোন স্থানে প্রথা আছে যে, মৃত-দেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় সঙ্গে যাঁহারা গমন করিবেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক এক খণ্ড জ্বালানি কাষ্ঠ লইয়া যাইতে হইবে। এই কাষ্ঠগুলি একত্রিত করিয়া শবদাহ জন্য ব্যবহৃত হয়। শবদাহ হইবার পর শ্মশানগামী আত্মীয় বন্ধুগণ বাটী প্রত্যাগমন করিবার সময় স্থিরপদে না গিয়া দৌড়িয়া আসিয়া থাকেন। তিব্বতবাসিগণের বাটীতে অনেক ভস্মাধার দেখা যায়; এই গুলিতে মৃত আত্মীয়গণের ভস্ম রক্ষিত হয়। শব-দাহের পর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণকে উপহার প্রদানের প্রথা অনেকানেক তিব্বতীয়ের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। যাঁহারা সাধুপুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত, তাঁহাদিগের ভস্ম ধর্ম্মমঠসমূহে রক্ষিত হয়। ভক্ত শিষ্যগণকে উক্ত ভস্মের কিঞ্চিদংশ দান করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার শুভ কামনা করিয়া তিব্বতীয়গণ যে সকল প্রার্থনা করেন, তন্মধ্যে একটি প্রার্থনার মর্ম্ম এইরূপ;—"আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, পরলোকে গিয়া আপনি পুনর্জন্মের জন্য সুবিধাকর পথ প্রাপ্ত হউন।" গৃহে মৃত্যু ঘটিলে মৃত্যুর পর কয়েক দিবস কাল বাটীর ছাদের উপর বা অন্য কোন উচ্চ স্থানে আহারীয় দ্রব্য রক্ষিত হয়, পরে তাহা পশুপক্ষীদিগকে প্রদত্ত হয়। এই প্রথার অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ তাঁহার আত্মাকে আহার্য্য দ্রব্য দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে অনিচ্ছু নহেন। শোকতপ্ত আত্মীয়গণ শোকপ্রকাশের চিহ্নস্বরূপ কিছুদিন অতি মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেন।

যখন কোন গৃহে মৃত্যু ঘটে, তখন পরিবারস্থ সকলে যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক লামাগণকে অর্পণ করেন। লামাগণ প্রতি বৎসর এই সকল বস্ত্র নিলামে বিক্রয় করেন।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ৬৩২ খৃঃ অব্দে তৎকালীন তিব্বতাধিপতি বুদ্ধদেব এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করিবার জন্য তদীয় মন্ত্রীকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইনি ভারতের তৎকাল-প্রচলিত ভাষার বর্ণমালার আদর্শানুযায়ী তিব্বতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি করেন। ভারতীয় বর্ণমালার কয়েকটী স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ ইনি ত্যাগ করেন, কেননা তাঁহার বিবেচনায় তিব্বতীয় ভাষায় ঐ গুলির প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু ইনি ছয়টি নূতন বর্ণের সৃষ্টি করেন। ইনিই বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে হস্তলিপি-কৌশলও তিব্বতে প্রবর্ত্তিত করেন। তিব্বতীয় বর্ণমালায় এক্ষণে চারি প্রকার অক্ষরের প্রচলন হইয়াছে। এই কয়েক প্রকার অক্ষরের মধ্যে প্রথম প্রকার কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ লিখনে, দ্বিতীয় প্রকার বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় লেখায়, তৃতীয় প্রকার গ্রন্থমুদ্রাঙ্কনে এবং চতুর্থ প্রকার অক্ষর চিঠিপত্র লেখায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়। চীনদেশে প্রচলিত মুদ্রাযন্ত্রের আদর্শে গঠিত বহুসংখ্যক মুদ্রাযন্ত্র তিব্বতের নানা স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রাযন্ত্র হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধে তিব্বতীয় ভাষায় বিবিধ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল পুস্তিকা তিব্বতীয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিগণ বিক্রয় করিবার জন্য নেপালে লইয়া আইসেন। নেপালের রাজধানী খাটামুণ্ডে তিব্বতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের বহুল প্রচার দেখা যায়। খ্রীষ্টিয়ান্ মিসনারিগণ তিব্বতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আজকাল বিদেশীয়দিগের মধ্যে তিব্বত-ভাষাভিজ্ঞ লোক অতি অল্পই দেখা যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগে তিব্বতীয় ভাষার একটি অভিধান প্রকাশিত হয়। উহাতে তিব্বতীয় কথার অর্থ ইংরাজীতে প্রদত্ত হইয়াছে। রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বত ভ্রমণের পর হইতে তিব্বতীয় ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। উহাতেও তিব্বতীয় ভাষার অর্থ ইংরাজীতে প্রদত্ত হইবে।

প্রেতাত্মার উপাসনা বর্ব্বর ও অসভ্যতম জাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আদিমকালে এসিয়া ভূখণ্ডের নানা স্থানে প্রেতাত্মার উপাসনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সকল জাতির মধ্যেই অদ্যাপি এই প্রকার উপাসনা কোন না কোন আকারে প্রচলিত আছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তিব্বতীয়গণ প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন। প্রেতাত্মাগণ সর্ব্বত্রই আছে এবং সর্ব্বদা মানুষের অমঙ্গল সাধনে উন্মুখ বা ব্যাপৃত, তাঁহাদিগের

এই দৃঢ় বিশ্বাস। পুরোহিতগণ প্রেতাত্মাগণের পূজা করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন কিম্বা কোন বিশেষ স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারেন, তিব্বতীয়গণের এরূপ দৃঢ় ধারণা। রোগ, মহামারী, ঝটিকা প্রেতাত্মাগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং চেষ্টা করিলে পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা পুরোহিতগণ প্রেতাত্মাগণকে এই সকল অমঙ্গল অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিতে পারেন, তিব্বতীয়গণ ইহা ধ্রুব সত্য মনে করেন। বৃক্ষই প্রেতাত্মাগণের প্রিয়তম বাসস্থান। নির্জ্জন প্রান্তর এবং অন্ধকারময় স্থানেও ইহারা বিচরণ করিতে ভালবাসে। মানুষের বাসস্থানেও তাহারা আশ্রয় লয়।

(ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

পরাজয়।

"ও কিসের কোলাহল ?"

"তা কি তুই জানিস না ?"

"তবু আর একবার শুনি ?"

"আজ দুর্গাধিপতির পুত্র আসিতেছেন, তাই এই সমারোহ।"

"সত্য ? ওই নীচ পরদ্রব্যাপহারী—ও দুর্গাধিপতি, আর আমি কে ?"

"চুপ কর মা! লোকে শুনিলে তোকে পাগল ভাবুবে।"

"ভাবুলে কি করিব ? এই চলিলাম, দেখি লোকে কাহাকে কি বলে ?" এই বলিয়া একটি মুক্তকেশী বালিকা ছুটিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজপুতানার পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশে একটি গ্রামে, এক ক্ষুদ্র কুটীরে একজন বর্ষীয়সী রমণী ও বালিকার এইরূপ কথা হইতেছিল।

বালিকা কোনও দিকে না চাহিয়া সেই দুর্গাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। সহসা দুর্গের সম্মুখে বাদ্যের কোলাহলে, লোকের সমারোহে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। পশ্চাতে অশ্বের হ্রেষারবে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল একজন দীর্ঘাকার সুন্দর যুবক আকুলনয়নে চাহিয়া সবলে অশ্বের রাশ টানিয়া ধরিয়াছেন। অশ্ব কোনরূপে বাগ না মানিয়া ছুটিয়া চলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল অন্ধকার, বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। সম্মুখবর্ত্তী একজন পুরুষ অশ্বকে থামাইয়া ফেলিলেন, অশ্বের রাশ তাহার হস্তে ধরিতে দিয়া অশ্বারোহী সেই তরুণী বালিকাকে ধরণী-ধূলা হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে মস্তক তুলিয়া লইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। বাদ্য কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। যুবক নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিকে বলিলেন—

"শীঘ্র বারি লইয়া আইস, বালিকা অচেতন হইয়াছে।" দুর্গ হইতে দুর্গাধি-

পতি পদব্রজে বাহিরে আসিয়া পুত্রকে সেই ভাবে থাকিতে দেখিয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ কি বিনা! কি হইয়াছে? ও কে?"

"আমি জানি না কে, আমার অশ্ব ইহার প্রতি ছুটিয়াছিল বলিয়া বালিকা আতঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।"

"আঘাত লাগে নাই ত?"

"কি করিয়া জানিব? বালিকা অচেতন। কেবল মাত্র ললাটের এক স্থলে ক্ষতচিহ্ন দেখিতেছি, শোণিত পড়িতেছে।" কিয়ৎ-ক্ষণ মুখে সলিল সিঞ্চন করিবার পর, বালিকা চক্ষু মেলিয়া চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। সম্মুখেই একটি সুন্দর মুখ—দুইটী আকুল চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া বিস্মিত হইল।

দুর্গাধিপতি সম্মুখবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বালিকা কে? তোমরা কেহ ইহাকে চিনিতেছ কি?"

বহু কণ্ঠে আকুল ও স্নেহপূর্ণ স্বরে উচ্চারিত হইল—

"আমাদের পুরাতন দুর্গাধিপতির এক-মাত্র কন্যা তারাদেবী।" তারা দেবীর পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিল। সে সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া উন্নত মস্তক হেলাইয়া ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে যুবকের প্রতি ফিরিয়া কহিল—

"দেখিলে এ দুর্গ কার? আমি কে, আর তোমরা কে?" এই বলিয়া সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিনায়ক রাওর চক্ষুপ্রান্তে যেন একটা বিদ্যুৎশিখা ঝলসিয়া গেল। সে চিহ্ন কি মুছিবার? সে মুখ কি ভুলিবার?

কুটীরে সেই বর্ষীয়সী রমণী আকুল আগ্রহে দাঁড়াইয়াছিলেন, স্বর্গচ্যুত উল্কার মত ছুটিয়া তারা গৃহে প্রবেশ করিয়া রমণীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া শয়ন করিল। বর্ষীয়সী রমণী সস্নেহে তাহার অযত্নে পতিত কুন্তলজাল সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তারা, কেন গিয়াছিলে?"

"দেখিতে গিয়াছিলাম, আমাদের সেই পুরাতন কর্ম্মচারীরা আজ এই নূতন দুর্গাধিপতির পুত্রকে কিরূপ সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে। বিষন্ন-আননে মৃদু-কণ্ঠে রমণী বলিলেন—

"আমাদের অদৃষ্টের দোষ, দুর্গাধিপতি কি করিবেন?" ক্রুদ্ধ কেশরিণীর ন্যায় মস্তক তুলিয়া তীব্রকণ্ঠে বালিকা কহিল—

"অদৃষ্টের দোষ? মা! তুমি কেবল অদৃষ্টের দোষ দেখিয়া আসিতেছ, স্বেচ্ছাচারী ন্যায়শূন্য রাজা, তাই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা।" মৃদু বিষাদের হাসি হাসিয়া রমণী বলিলেন—

"সেও অদৃষ্টে করে মা!"

তারাদেবী পূর্ব্বতন দুর্গাধিপতি অনন্ত দেবের একমাত্র আদরের দুহিতা। অনন্ত দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার সকল জায়গীর জমি বর্ত্তমান সুরযমল পাইয়াছেন। সুরযমলের একমাত্র পুত্র বিনায়ক রাও সম্প্রতি রাণার সহিত যুদ্ধে গিয়া সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাই

এই সমারোহ। অনন্ত দেবের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার স্ত্রী ও তারাদেবী শুনিলেন যে, তাহাদের আর সে দুর্গে অধিকার নাই, তখন তাঁহারা একদা গভীর রজনীতে বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য মহাবীরকে সঙ্গে লইয়া গ্রামপ্রান্তে আসিলেন, তদবধি এই ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেছেন। অনন্ত দেবের সহধর্ম্মিণী আসিবার সময় যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতেই দিন অতিবাহিত করিতেছেন।

তারা শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়া, বাল্য ও কৈশোরের মিলন-স্থানে উপনীত হইয়াছে। লাবণ্য-বিকশিতা বাসন্তী লতিকার মত সে অতুলনীয়া সুন্দরী। শৈশবে সে পিতার অত্যধিক আদরে যত্নে পুত্রের মত লালিত পালিত হইয়াছিল, এই জন্য তাহার হৃদয়ের ভাব পুরুষোচিত হইয়াছিল। রাজপুতকুমারীর স্বাভাবিক গর্ব্বিত ভাব তাহার বদনে সর্ব্বদা প্রভাসিত হইত। সে যাহাকে ভালবাসিত, তাহার জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারিত; যাহার প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিত, তাহার সহিত সদ্ভাব হইত না। সে পিতার সহিত প্রজাদের কুটীরে গিয়া স্বচক্ষে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আসিত। দুঃখীর দুঃখে তাহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত। দরিদ্রের গৃহে গিয়া তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ নিবারণ করিত। পীড়িত ব্যক্তির গৃহে গিয়া সেবা শুশ্রূষা করিত। তারাকে সকলে দুর্গাধিপতির পুত্রের মত ভক্তি সম্মান করিত। তাহার হৃদয়ে রমণীসুলভ কোমলভাবরাশি না ফুটিয়া, পুরুষের বীর্য্যবল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে যখন শুনিল দুর্গের জীর্ণসংস্কার করাইয়া নূতন দুর্গাধিপতি আসিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয়ে কে যেন সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিল। তাহার পিতার দুর্গ অন্যে লইল, তাহার সেই আজন্ম-স্নেহের গৃহ অন্যের হইল! আজ যদি সে অনন্তদেবের কন্যা না হইয়া পুত্র হইত, তাহা হইলে—। হায় তারা! তুমি নারী, স্নেহ প্রেমই তোমার হৃদয়ের অস্ত্র; সেই মধুর শিকলে যখন তুমি শত্রুকে বাঁধিতে পার, তখন অন্য উপায় কি নারী-হৃদয়োচিত?

তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। তারাদেবী মুগ্ধ প্রজাগণের মুখে দুর্গাধিপতি ও তাঁহার পুত্রের যশোগান শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছে। পিতা ও পুত্রের দরিদ্রদিগের প্রতি অসীম দয়ার কথা শুনিয়া তাহার পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পরদ্রব্যাপহারীরা দস্যুর মত আসিয়া একি বিজয়ী রাজা হইল! তাহার মনে নানা ভাবের তরঙ্গ খেলিতে থাকিত। আবার একবার বিনায়ক রাওকে দেখিবার বাসনাও বুঝি হইত, প্রজাদের কথায় বিশ্বাস হয় না, দেখিয়া পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইত। অথবা সেই শূন্য কুমারীহৃদয়ে তাঁহার ছায়া পড়িয়াছিল, কে জানে? আর তারাদেবী মায়ের সম্মুখে সে প্রকার সুতীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিত না।

একদা সন্ধ্যাকালে তারা দেবী দরিদ্র গ্রামবাসীদের গৃহ হইতে আপনার গৃহে ফিরিতেছিল। অতি মধুর সন্ধ্যাকাল, পার্ব্বত্য প্রদেশের সায়ংকালীন বর্ণনা ভাষায় হয় না। সেই উন্নত শৈলশ্রেণী, শৈলশ্রেণীর উপর ঘন বৃক্ষ সকল কেমন চিত্রিত ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছে! সেই শৈলের পদতলে একটি সরোবর। তাহার চারি দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ অতি মৃদুভাবে হাসিতেছে। সে দীপ্তি এত মধুর ও স্নিগ্ধ; তাহাতে লেশমাত্র তাপ নাই। সহসা সূর্য্য ডুবিয়া গেল। আকাশ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিল। কে যেন সেই রঙের পর রঙ তুলি দিয়া চিত্রিত করিয়া দিল। সেই গাঢ় নীলিমার পর কি সুন্দর সোণালী ধারা ফুটিয়াছে, তুষারনিভ শুভ্র মেঘের পাশে কেমন ধূসর মেঘ ভাসিতেছে! সন্ধ্যার সমীরণে যেন কার আকুলতা কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। সেই সন্ধ্যায় তারা একাকিনী মহাবীরের সহিত দরিদ্র গ্রামবাসীদিগের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। মহাবীর নিকটবর্ত্তী শস্য-ক্ষেত্র দেখিতে গিয়াছে। তারা একাকিনী অনন্যমনে সরোবরকূলে বসিয়া আছে। দরিদ্র গ্রামবাসীদিগের নিকট দুর্গাধিপতি ও বিনায়ক রাওয়ের গুণগান শুনিয়া তাহারও হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। সে এক-মনে স্বচ্ছ কাচের মত নির্ম্মল সলিলের প্রতি চাহিয়া আছে। মানসপটে বিনায়ক রাওয়ের সেই সুন্দর আনন, সেই আকুল আগ্রহপূর্ণ নয়ন জাগিয়া উঠিল। সহসা একি, এ সলিলে কাহার ছায়া? হৃদয়ের প্রতিবিম্ব কি জলরাশিতে প্রভাসিত হইল? তারা মুখ তুলিয়া বিনায়ককে দেখিল, আত্মবিস্মৃত হইয়া সম্মুখস্থ জল-রাশির প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বারিরাশির মধ্যে পড়িয়া গেল। বিনায়ক সেই মুহূর্ত্তে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে ধরিয়া সন্তরণ দিয়া কূলে আনিলেন। তারা অচেতন হইয়া মৃতের মত পড়িয়া রহিল। ভয়াকুলচিত্তে চারি দিকে চাহিয়া কাহাকেও না দেখিয়া যুবক তারার সেই অবশ দেহভার লইয়া বসিয়া পড়িলেন ও সেই আর্দ্রবসনা মুক্তকেশী বালিকার মুখের দিকে আত্মবিস্মৃতের মত চাহিয়া রহিলেন। তারাদেবীর অল্পে অল্পে জ্ঞান হইতেছিল, সহসা সে পদ্ম-কোরকের মত বিশাল নয়ন দুটি ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল—

"বিনায়ক—বিনয়" আবার চক্ষু দুটি মুদ্রিত হইল। সেই দুর্ল্লভ গোলাপ-দলের মত রাঙা অধরপ্রান্তে সে কথা আসিয়া মিলাইয়া গেল, কিন্তু সেই চঞ্চলচিত্ত যুবকের হৃদয়ে সেই অর্দ্ধস্ফুট কথায় সুখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এমন সময় মহাবীর আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে সহসা সে এই প্রকার ঘটনায় এত বিস্মিত হইয়াছিল যে, তাহার বাক্যস্ফুরণ হইল না। বিনায়ক রাও অতি অল্প কথায় তাহাকে সব বুঝাইয়া দিলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই সহসা তারার

সম্পূর্ণরূপ জ্ঞান হইল, সে বিনায়ক রাওয়ের নিকট হইতে সম্ভ্রমের ও সরমের সহিত সরিয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হইয়াছে, মহাবীর!" মহাবীর অতিশয় গম্ভীরকণ্ঠে বলিল "যাহা হইয়াছিল, তাহা আর স্মরণে আনিয়া কাজ নাই। তবে তোমার দোষেই তুমি জলে পড়িয়াছিলে, তাহার সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে ইনি তোমায় রক্ষা করিলেন।"

সবিস্ময়ে তারা বলিল—"আমি কেন জলে পড়িলাম?"

বিনায়ক রাও মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—

"তাহাত জানি না, আমি দূর হইতে এই সরোবরকূলে কে বসিয়া আছে দেখিলাম। নিকটে আসিয়া দেখিলাম আপনি সহসা জলে পড়িয়া গেলেন।"

মহাবীর বলিল—

"আপনাকে শত ধন্যবাদ।" তৎপরে তারার প্রতি ফিরিয়া কহিল—

"তারাদেবী তুমি তোমার জীবনদাতাকে চিনিয়াছ?"

তারাদেবী আনত আননে ভূমির পানে নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল।

তখন মহাবীর করযোড়ে বিনায়ক রাওকে কহিল "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে আসিলে তারাদেবীর জননী কত সুখী হইবেন; আপনি আসিবেন কি? তারা তুমি অনুরোধ করিয়া বল!" তারা আনত আনন তুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিনায়ক রাওয়ের প্রতি চাহিল। আর কি অনুরোধের অপেক্ষা! সেই চক্ষের দৃষ্টিতে যেন বিনায়ক রাওয়ের হৃদয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ বহিয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে তাহাদের সহিত অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

(ক্রমশঃ)

সুমাতার জ্ঞাতব্য কয়েকটী কথা।

"আমাকে একশত সুমাতা দাও, আমি ফরাসী জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করিব।"

—নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টি।

উপরে যে মহাবাক্যের অনুবাদটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ইহার ভাব গভীর হইতে গভীরতর। বাস্তবিক সুমাতার জীবন অতি দায়িত্বপূর্ণ। কার্য্য-জগতের সকল কার্য্যাপেক্ষা শিশুপালন অতি গুরুতর ও কঠিন কার্য্য। জাতীয় জীবনকে গঠন ও উন্নতির পথে রক্ষা করিতে, এক একটী জীবনকে মহত্ত্বের পথে চালাইতে এবং সন্তানের সুকুমার চরিত্রে উচ্চ আদর্শ ধরিয়া দিতে মাতা যেমন সক্ষম, তেমন আর কেহই নয়। পৃথিবীর মধ্যে যে সকল লোক নানা

বিষয়ে সদ্‌গুণরাশি সঞ্চয় করিয়া জগৎ-পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই জননী সাধারণ রমণী অপেক্ষা কোন না কোন গুণে শ্রেষ্ঠ।

সুমাতা নহিলে সন্তানের জীবন ভাল হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা আমরা একরূপ বুঝিয়াছি। সুমাতা সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং দুঃখিনী নারীর সমাজ উন্নত না হইলে পুরুষ-জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি যে অসম্ভব, উহাও আমরা বুঝিয়াছি। এখন কি উপায়ে সুমাতা হওয়া যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

সন্তানের জীবন-গঠন যদিও সম্পূর্ণ-ভাবে মায়ের উপরেই নির্ভর করে, তথাপি এই কয়টী উপাদান তাহাদের জীবনে প্রবলভাবে কার্য্য করে;—প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় সঙ্গ, তৃতীয় শিক্ষা, চতুর্থ সাধন।

অনেকেই বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, সন্তানোৎপাদনকালে মাতা পিতার মনের ভাব যেমন থাকে, অধিকাংশ স্থলে সন্তানের প্রকৃতি সেইরূপ হইয়া থাকে। ঐ সময় পিতামাতার মন যদি উচ্চ ভাবে পূর্ণ থাকে, তাহাতে কোন উন্নত আদর্শ জাগরূক থাকে, তবে সন্তানের ভাল হইবার সম্ভাবনা। বিপরীতাচরণে মন্দ-প্রকৃতি হইবার সম্ভাবনা। ইহাকেই সাধারণতঃ জন্মগত গুণ বা দোষ বলা যায়। এই দোষ বা গুণ সহস্র শিক্ষাতেও দুর করা যায় না। বিজ্ঞান এই সত্য সহস্র-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিতেছে "এই জন্ম-সময়ের ভাব হইতেই শিশুর স্বভাব বা প্রকৃতির উৎপত্তি হয়।" তাই আমাদের দেশের প্রবচনে আছে 'স্বভাব যায় মলে, ইল্লত যায় ধুলে।" সাধারণ লোকে বলে "ওর অমন প্রকৃতি বাপ মা হতে পেয়েছে।"

দ্বিতীয়তঃ সঙ্গ। সঙ্গদোষ শিশুজীবনে বড় শীঘ্র শীঘ্র সংক্রামিত হয়; কারণ শিশুরা বড় অনুকরণ-প্রিয় ও অতি শীঘ্র অনু-করণে সমর্থ। সুতরাং উহাদিগকে ভাল মন্দ বাছিয়া মিশিতে দিতে হইবে। সৎ-প্রকৃতির বালক বালিকার সঙ্গে শিশুরা পড়ুক, খেলুক, আমোদ করুক, তাহাতে ভাল হইবে। নীচপ্রকৃতির ছেলে মেয়ে দাস দাসীর সঙ্গে মিশিলে বড় অনিষ্ট।

তৃতীয়তঃ স্কুলের শিক্ষা। উত্তম শিক্ষকের নিকটেই উত্তম শিক্ষালাভ হয়। মিথ্যাবাদী দুশ্চরিত্র শিক্ষকের শিক্ষা বালক-জীবনকে কলঙ্কিত করে। বালক-গণ ঐ সকল শিক্ষককে মনে মনে ঘৃণা করে এবং উহাদের শাসন বা তিরস্কারে ভয় বা লজ্জা না হইয়া অনেক স্থলে বিদ্বেষ ভাব বর্দ্ধিত হয়। যে চরিত্রকে শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না, তাহার নিকট উচ্চজ্ঞান (যাহা ভবিষ্যৎ জীবনে আলোক দান করিবে) লাভের আশা বৃথা। গীতার কথা "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" ক্রোধপরায়ণ মাতা-পিতা যেমন ভাল নহে, ক্রোধপরায়ণ ও অমিতাচারী শিক্ষকও তদ্রূপ দোষাবহ। উহার সহস্র উপদেশেও শিশুগণ ক্রোধকে

দমন করিতে পারিবে না। তাই সম্প্রতি চীনদেশে একজন পিতৃঘাতী বালকের ফাঁশির হুকুম হওয়াতে ঐ সঙ্গে তাহার শিক্ষকেরও ফাঁশির হুকুম হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ সাধন বা অভ্যাস। শিশুকে যাহা শিখাইবে বা অভ্যাস করাইবে, সে তাই শিক্ষা করিবে। একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন—মানব এক হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে যাহা অভ্যাস করে, উহা তাহার সমগ্র জীবনের উপর কার্য্য করে। এক কথায় বলিতে গেলে, ঐ সময় ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি অবনতির সোপান।

শিক্ষার অর্থ জ্ঞানলাভ। পরম কারুণিক জগৎপিতা আমাদিগকে যে আত্মা দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, উহাকে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত করিয়া লইয়া আমাদিগকে ইহ জগৎ হইতে অবসৃত হইতে হইবে। আত্মার সাধারণতঃ চারিটী বিভাগ—জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, শক্তি। মোটামুটী এই চারিটীর সমষ্টিকে আত্মা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং একটীর উন্নতি করিলে চলিবে না। বালক বালিকাগণ যাহাতে চারিটী বিভাগেই উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজকাল শিক্ষা অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ এবং শিক্ষিত অর্থে পরীক্ষোত্তীর্ণ (পাসকরা) পুরুষ বা রমণী। বাস্তবিক শিক্ষার অর্থ তাহা নহে। আত্মার সকল বিভাগের উন্নতিই প্রকৃত শিক্ষা। বিদ্যালয়ে জ্ঞান-বৃত্তি চরিতার্থ হউক। সেখানে পাস কর, উপাধি লও। কিন্তু গৃহে অন্ত বৃত্তিগুলির উন্নতির জন্য মাতাকে যত্ন করিতে হইবে। সন্তানদের ইচ্ছা যাহাতে সৎ ইচ্ছা হয়, তজ্জন্য মাতাকে উৎসাহ দিতে হইবে এবং ইহাদের মনের শক্তি—প্রবৃত্তিকুলের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য মাতাকেই প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন ছোট শিশু আবার প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, এ কি অযুক্তির কথা? আমার বিবেচনায় উহা অযুক্তির কথা নহে। শিশুদেরও স্বাধীন ইচ্ছা আছে। যাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তাহারই "করিব কি করিব না" এই দুইটী বৃত্তি আছে। শিশু কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। পাপ-কর্ম্মে মতি জন্মিলে কৌশলক্রমে উহা হইতে দূরে লইয়া যাইতে হইবে। বিপরীত ভাব—পুণ্য কার্য্যের জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। সময় সময় ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ইহাদিগকে চালাইতে হইবে।

যে সকল বালক বালিকা স্বভাবতঃ নিরীহপ্রকৃতি, তাহাদিগকে চালান বড় কষ্টকর নহে। সুশিক্ষা রূপ বীজ শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির জমীতেই আশু উত্তম ফল প্রদান করে। তারপর যে সকল শিশু এক হাতে মানুষ হয়, অর্থাৎ মাতা পিতা একমত হইয়া যাহা-

দিগকে শিক্ষা দেন এবং মাতা পিতার স্নেহ ও সহানুভূতি ব্যতীত যাহারা অপর কাহারও (দিদিমা পিসিমা প্রভৃতির) সহানুভূতি কখনই পায় নাই, তাহারা অনেক স্থলে ভাল ছেলে হইয়া থাকে। একটা ছবি বা পুতুল যদি পাঁচ জনে সাজায় বা রং দেয়, তবে উহা যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, শিশুদিগের গঠনও তেমনি এক হাতেই সুন্দর হইয়া থাকে।

যে সকল ছেলের প্রকৃতি একগুঁয়ে, অর্থাৎ যাহারা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ, সম্ভবতঃ মাতা পিতার নিকট তাহারা ঐ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের চালক হওয়া বড়ই কঠিন কার্য্য। এই কার্য্যের জন্য বিশেষ বুদ্ধিকৌশলের প্রয়োজন। সময় সময় আপনাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া তাহাদের বশীভূত হইতে হয় এবং কৌশলক্রমে ধীরে ধীরে বার বার তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া উহা অভ্যাস করাইতে হয়। অনেক সময় দুরন্ত ছেলে মহৎ লোক হইয়াছে—জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

আর এক কথা। দুরন্ত সন্তানকে যদি মা কিছুতেই বশীভূত করিতে না পারেন বা সৎশিক্ষা দ্বারা উহার কোনও উপকার না হয়, তথাপি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া তাঁহার নিজ জীবনের সদ্‌গুণরাশি সন্তানের সম্মুখে ধরিতে হইবে; অর্থাৎ মাতৃজীবনের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ঈশ্বর-বিশ্বাস, প্রগাঢ় সত্যানুরাগ, অপক্ষপাতিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সেবানুরাগ, নিঃস্বার্থভাবে জগতের প্রতি প্রেম, পরিবারের উন্নতিতে যত্ন, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, পরিশ্রমশীলতা, সর্ব্বোপরি সন্তানকে ভাল করিবার জন্য প্রাণগত ইচ্ছা, নিঃস্বার্থ প্রেম ও একান্ত প্রার্থনা তাহাকে দেখাইতে হইবে। যে সন্তান মাতৃজীবনে এই সকল সদ্‌গুণ দেখিতে পায়, তাহার ভাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সাধ্বী মণিকা (সেণ্ট অগষ্টিনের মাতা) ঐ উপায়েই পাপী সন্তানকে ঋষি করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনা ও ন্যায়পরায়ণতা অধিক শিক্ষণীয়।

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মা আছেন, যাঁহারা সন্তানের ন্যায় অন্যায় সকল কার্য্যকেই ভাল চক্ষে দেখিয়া থাকেন। অন্যে সন্তানের দোষ দেখাইলে বিরক্ত হন। এমন কি যদি একজনের সন্তানের দোষে আর একজনের ভয়ানক ক্ষতি হয়, তাহা হইলেও নিজ সন্তানের দোষ লঘু করিয়া যাহার ক্ষতি হইল তাহাকেই জনসমাজে হেয় করিয়া থাকেন। ইহাতে অপরের যে ক্ষতি হইল তাহা অপেক্ষা নিজের ক্ষতি অধিক হয়, এটা চিন্তা করা উচিত। যে জননী ন্যায়ের অবমাননা করেন, সন্তানগণ তাহাকে কখনই শ্রদ্ধা করে না।

যে বিষয় এই প্রবন্ধে বলা হইল, উহা আমার পক্ষে একান্তই অনধিকার-চর্চ্চা; তথাপি উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের উচ্চতা দেখিয়াও যেমন ক্ষুদ্র বালুকাকণা চুপ করিয়া

থাকে না, তাহার ন্যায় অন্যান্য অণুকণার সহিত মিলিত হইয়া স্রষ্টার মহিমার সাক্ষ্যদানে ব্যগ্র হয়, তেমনি আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াও আমাদের সমাজের অধোগতি দেখিয়া নিজে যাহা প্রতীকারের উপায় দেখিতেছি, তাহাই লিখিতেছি। আশা করি, ভগ্নীগণ সত্যের অনুরোধে আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। সর্ব্বশেষে দয়াময়ের চরণে প্রার্থনা, তিনি সুমাতা হইবার উপযুক্ত শক্তি আমাদিগকে দিউন।

সুশীলা বালা সিংহ।

কাব্যবোধ।

(৪৭৯ সংখ্যা—৮৯ পৃষ্ঠার পর)

ছন্দপ্রকরণ।

পয়ারের অন্যান্য উদাহরণ।

১। অষ্টম বর্ণের পর যতি অর্থাৎ প্রথম পদাংশ অষ্টবর্ণ এবং উত্তর পদাংশ ছয় বর্ণ বিশিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করিয়া বর্ণবিন্যাস করিতে হয়। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুইবর্ণবিশিষ্ট হইলে, বাকি ছয় বর্ণ দুই বর্ণের ৩টি শব্দ অথবা একটী দুইবর্ণ ও অপরটি চারিবর্ণ বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিতে হয় এবং উত্তর পদাংশ দুই বর্ণের তিনটি শব্দ কিম্বা একটী দুই বর্ণের ও অপরটি চারি বর্ণের অথবা দুইটি তিন বর্ণের শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, যথা—

ক। প্রথম ও উত্তর পদাংশ সমস্তই দুই দুই বর্ণবিশিষ্ট শব্দ; যথা, "মাতৃযত্নে দেহরক্ষা, আত্মা পিতা হৈতে।"

খ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই, দ্বিতীয় শব্দ দুই ও তৃতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং উত্তর পদাংশ তিনটি দুই বর্ণের শব্দ বিশিষ্ট হইবে; যথা, "জন্মে ধন্যা জন্মভূমি যশে পূর্ণ দেশ।"

গ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং শেষ শব্দ দুই বর্ণের এবং উত্তর পদাংশে তিনটি দুই বর্ণের শব্দ; যথা, "চির প্রজ্বলিত দীপ দীপ্তি পুণ্যময়।"

ঘ। প্রথম পদাংশে দুই বর্ণের চারিটি শব্দ এবং উত্তর পদাংশে প্রথম দুই বর্ণের ও অপরটি চারি বর্ণের শব্দ; যথা—"রাজবাট আজ যেন, নিজ নিকেতন।"

ঙ। প্রথম পদাংশে দুই বর্ণের চারিটি শব্দ এবং উত্তর পদাংশের প্রথম শব্দটি চারি বর্ণের ও দ্বিতীয়টি দুই বর্ণের; যথা—

"ঘন রণ-ডঙ্কা বাজে ভয়ঙ্কর রবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরে দূত জাগাইছে সবে।"

প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের ও তৃতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং উত্তর পদাংশের প্রথম শব্দটি দুই বর্ণের ও শেষ শব্দটি চারি বর্ণের; যথা—

"সিদ্ধপীঠ হরিদ্বার মুনি-মনোহর।"

ছ। প্রথম পদাংশে দুই বর্ণের চারিটি শব্দ ও উত্তর পদাংশে তিন বর্ণের দুইটি শব্দ ; যথা—

"ঘোষে ঘন ঘোর নাদে কামান ভীষণ
অসি টাঙ্গি ভল্ল শল্য সাঙ্গিন-ঘর্ষণ।"

জ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দটি দুই বর্ণের, তৃতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং উত্তর পদাংশে প্রথম শব্দটি চারি বর্ণের ও শেষ শব্দটি দুই বর্ণের ; যথা—

"রবিদীপ্ত সুপবিত্র পুণ্যময় স্থান।"

ঝ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ দুই বর্ণের ও তৃতীয় শব্দটি চারি বর্ণের এবং উত্তর পদাংশে দুইটি শব্দই তিন বর্ণের ; যথা—

"আজি হেন ভগ্নোদ্যম কিসের কারণ ?"

ঞ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ চারি বর্ণের ও তৃতীয় শব্দটি দুই বর্ণের এবং উত্তর পদাংশে একটি দুই বর্ণের ও অপরটি চারি বর্ণের ; যথা—

"নমি পরবর্ত্তী যজ্ঞে বালা উত্তরিল।"

ট। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ চারি বর্ণের এবং তৃতীয় শব্দটি দুই বর্ণের এবং উত্তর পদাংশের প্রথম শব্দ চারি বর্ণের ও শেষ শব্দ দুই বর্ণের ; যথা—"রম্য হর্ম্ম্যাবলী কিবা রমণীয় স্থান।"

ঠ। প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের, দ্বিতীয় শব্দ চারি বর্ণের ও তৃতীয় শব্দটি দুই বর্ণের এবং উত্তর পদাংশের দুইটি শব্দ তিন বর্ণের ; যথা—

"কোন্ ইন্দ্রজালে বদ্ধ আছেন সকলে ?"

প্রথম পদাংশের আদ্য শব্দ দুই বর্ণের এবং উত্তর দুইটি শব্দই তিন বর্ণের হইলে সুশ্রাব্য হয় না, সুতরাং তাহা পরিত্যাজ্য।"

"বহে প্রবল ঝটিকা ঘোর ভয়ঙ্কর।" "প্রবল ঝটিকা বহে ঘোর ভয়ঙ্কর" হওয়াই উচিত। (ক্রমশঃ)

স্বর্গগত কবি হেমচন্দ্র।

"অল্প দিন হইল, কবিবর হেমচন্দ্র ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার স্পর্শে জন্মভূমি জীবন সার্থক মনে করিয়াছিলেন, যাঁহার গৌরবে ভারতমাতা সতত গৌরবান্বিতা ছিলেন, যাঁহার প্রতিভায় সমগ্র ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাঁহাকে হারাইয়া আজ সমস্ত ভারত শোকসলিলে নিমগ্ন। কিন্তু আজ সকলেরই ধৈর্য্য ধরা উচিত, কারণ হেমচন্দ্র মরেন নাই। এমন কবিকে মৃত্যু কখনই হরিয়া লইতে পারে না, কবি গাইয়াছেন :—

"সত্যই কবি কি মরে,
বোঝে না আবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন।"

সত্য সত্যই কবি মরেন না, বিদেশের কার্য্য শেষ করিয়া স্বদেশে মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে গমন করেন মাত্র। যতদিন "বৃত্র-সংহার" "ভারত-সঙ্গীত" "কবিতাবলী" জীবিত থাকিবে, ততদিন কবি হেমও জীবিত থাকিবেন। তাঁহার জন্য যখনই কষ্ট হইবে, তখনই তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিব। সেই স্বদেশ-হিতৈষী উন্নতচেতা বৃদ্ধ কবি হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত—

"কে দেয় বিলাতি লিলি নলিনীতে উপমা" প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করিব। কবি তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীর অনন্ত-শক্তির অমর চিহ্ন যথেষ্ট রাখিয়া গিয়াছেন। বৃত্র-সংহারের কোদণ্ড-টঙ্কার এখনও সকলের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যতদিন ঐন্দ্রিলার দর্প, ইন্দুর করুণা, শচীর বিলাপ মানবমনকে দ্রবীভূত করিবে, ততদিন কবি জীবিতই থাকিবেন।

কবির জন্য কেহ কাঁদিও না। বাসবের দুর্দ্দান্ত কোদণ্ড-ধ্বনি এখনও তোমাদের কর্ণে বাজিতেছে। দধিচির আত্মত্যাগে এখনও তোমরা বিমোহিত। ভারত-সঙ্গীতের উদ্দীপনায় এখনও তোমাদের প্রাণ তেজোময়। কবিতাবলীর ওজস্বী ও কোমল কবিতাগুলি এখনও তোমাদের কণ্ঠস্থ। তার পর আর কান্না কেন? তবে কথা এই যে, এমন মধুর—এমন সুন্দর জিনিষ আর আমরা পাইব না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, কবি আমাদের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অফুরন্ত অমৃত। আমরা সেই অমৃতপানে পরিতৃপ্ত। বাতাসা পাইলে লোক সন্দেশের জন্য কাঁদে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে সন্দেশ পাইলে আর দুঃখ থাকে না। আমাদের জন্য কবি বাতাসা না রাখিয়া সন্দেশই রাখিয়া গিয়াছেন। আমরাও সে মিষ্ট রসাস্বাদে পরিতৃপ্ত আছি, তবে কাঁদিব কেন? বরং ভগবানের নিকট সতত সরলচিত্তে প্রার্থনা করিব, তাঁহার আত্মা যেন অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে।

কবিবর হেমচন্দ্র সাহিত্যসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহাকে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সেই প্রতিভাময় কবি চক্ষের জ্যোতি হারাইয়া বহুদিন অন্ধকারে বাস করিয়া গিয়াছেন। সেই অবস্থাতে তাঁহার মনের ভাব যে কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার "চিত্তবিকাশে" অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সেই অবস্থার কথা স্মরণ হইলে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হয় বটে, কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ হইবেন, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, কবি হেমচন্দ্র শুধু কবি হেমচন্দ্র ছিলেন না, সাধু হেমচন্দ্রও হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনা হইতেই সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবানের করুণাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। তাই তিনি পরীক্ষা করিয়া ভক্তকে গ্রহণ করিলেন। লোকের বিশ্বাস সাধুই সুখে থাকে, পাপীই দুঃখ পায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে যত ধার্ম্মিক, তাহাকে তত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। কারণ যিনি যত দুঃখ পাইবেন,

তিনি ভগবান্‌কে তত স্মরণ করিবেন। দুঃখেই ভগবানের কথা মনে হয়, সুখে নহে। যিনি যত দুঃখ পাইবেন, তিনি তত নিরহঙ্কার হইবেন। বিবেক দুঃখীকেই উপদেশ দেয়, সুখীর নিকটেও যায় না। অতএব ভগবান্ দুঃখীকে কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না। ভগবান্ সাধুকেই দুঃখ দেন, দুঃখের উপর দুঃখ দেন এবং পরীক্ষা করিতে থাকেন। সুখ পাইলে সাধু যদি তাঁহাকে বিস্মৃত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি সাধুকে একটুকু সুখ দিতেও কুণ্ঠিত হন। অতএব যাঁহার দুঃখে দুঃখে জীবন যায়, তাঁহাকেই ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত মনে করা উচিত।

বিপদ মানবের পরম বন্ধু। কত নাস্তিক পাষণ্ডকেও কোন না কোন বিপদে পড়িয়া সাধু হইতে দেখা গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে চির-সুখী অথবা অর্থী কখনও স্বর্গলাভ বা ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। সুখের সঙ্গে সঙ্গেই মান অভিমান দর্প আইসে এবং ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইতে হয়। সুখের সঙ্গে সঙ্গে যে কত দোষ আইসে, তাহা তলাইয়া বুঝুন না বুঝুন, জানেন সকলেই। ধনী মৃত্যুসময়ে হয়ত বিশেষ কোন কষ্ট পায় না ; কারণ ইহ কালের পাপ সম্পূর্ণভাবে তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখে। এ জন্মের পাপ পরলোকে সাত জন্ম ভোগ করিতে হইবে। সাধু মৃত্যুসময়েও কষ্ট ভোগ করেন, কারণ সাধু ধার্ম্মিককে ভগবান্ নিজের নিকট লইবেন ; কিন্তু পৃথিবীবাসজনিত পাপ তখনও প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদের শরীরে রহিয়া যায়, অতএব পুণ্যময় বিধাতা সেই পাপরূপ মলা যন্ত্রণারূপ অনলে দগ্ধ করিয়া শোধন করেন ; পরে তাঁহাদের পবিত্র আত্মা তাঁহার পবিত্র সকাশে লইয়া যান।

কবিবর হেমচন্দ্রকেও ভগবান্ সেইরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহার জন্য আর দুঃখ করিব না—অশ্রু ফেলিব না।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

নব্য বঙ্গমহিলা।

অনেক চেষ্টায় অনেক যত্নে বামাহিতৈষী মহাশয়গণ এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করিয়াছিলেন। দুরদৃষ্টক্রমে ইতিমধ্যে অনেকের মনে একটা নিরাশার ভাব দেখা যাইতেছে। অনেকে বলেন "লেখা পড়া শিখিয়া নব্য মহিলাদিগের কিছু উপকার হইলেও ইঁহারা যে প্রাচীনাদিগের সদ্‌গুণরাশি হারাইতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।" যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা যে বঙ্গমহিলাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই।—কেন? তাহাও বলিতেছি।

মানবজীবনে অনেক ত্রুটি আছে। মানবজীবন অপূর্ণ বলিয়াই এই সকল ত্রুটি লক্ষিত হয়; যে জীবন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত, সে জীবনকে দেবজীবন বলাই সঙ্গত। যাহা হউক এই অপূর্ণতা হইতে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়াই লোকের মনুষ্যত্ব-লাভের উপায়। সেই জন্য আমাদের চরিত্রে যে সকল দুর্ব্বলতা ও ক্ষীণতা আছে, সেই গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা উন্মূলন করা আমাদের প্রথম কার্য্য; আর দোষের স্থানে গুণকে প্রতিষ্ঠিত করা দ্বিতীয় কার্য্য। মনে করুন একজন অতীব কোপন-স্বভাব; নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোনও কথা শুনিলেই একেবারে তেলে বেগুনে জলিয়া উঠেন; এ স্থলে নিজের এই ত্রুটি বুঝিয়া, ক্রুদ্ধ প্রকৃতিকে সংযমন করা তাঁহার প্রথম কার্য্য; আর সেই ক্রোধের স্থানে প্রীতিভাবকে সন্নিবেশিত করা তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য। এই দুই কার্য্য করিতে পারিলেই তিনি সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন।

কিন্তু এ কথা লেখা যতটা সহজ, কার্য্যে পরিণত করা ততটা সহজ নহে। নিজের দোষ নিজে বুঝিতে পারা অনেক স্থলে বড় কঠিন; সেই জন্য জীবনপথে একজন সমালোচক আবশ্যক। এই হিসাবেই বলিয়াছি যাঁহারা নব্য বঙ্গমহিলাদিগের ত্রুটির উল্লেখ করেন, তাঁহারা প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ। বঙ্গমহিলাগণ এক একবার নিজ নিজ জীবন আলোচনা করিয়া প্রকৃতিগত দোষ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই উক্ত মহাশয়দিগের সদিচ্ছা পূর্ণ হইবে।

আমরা দেখিতেছি সত্য সত্যই প্রাচীনা মহিলাদিগের অপেক্ষা নব্য মহিলাদিগের বেশ, ভূষা, সামাজিক রীতি নীতি সুরুচি-সম্পন্ন হইলেও, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি কতক দূর চরিতার্থ হইলেও, অদ্যাপি কতকগুলি বিষয়ে নব্য বঙ্গমহিলাগণ প্রাচীনাদিগের বড়ই নিম্নতলে রহিয়াছেন। সেকালের শ্রমশীলতা, সেকালের গৃহকর্ম্মনিপুণতা, সেকালের আতিথেয়তা, সেকালের ধর্ম্ম-প্রাণতা এবং সেকালের ভক্তিভাব, আজিকার দিনে বঙ্গ-গৃহে বড়ই দুর্লভ হইয়াছে। একালের সুরুচিযুক্ত, সপ্রতিভ মহিলাদিগের মধ্যে সেই সকল জিনিস যতদিন না পাওয়া যাইবে, ততদিন তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, তাঁহাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ রহিবে, তাঁহারাও "অর্দ্ধ মাত্রার মনুষ্য" রহিবেন।

আমরা যে সকল সদ্‌গুণের কথা বলিলাম, কেবল লেখাপড়া হইতে সে সকল গুণের বিকাশ হইতে পারে না, বোধ হয় এ কথা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইহার জন্য শিক্ষা ও অভ্যাস আবশ্যক।

কিন্তু এ শিক্ষা দিবে কে? কে কি মনে করিবেন জানি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস পুরুষেরাই স্ত্রীসমাজের পরিচালক। তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন, কার্য্যতঃ তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে যে ভাবে গঠন

করিতেছেন, স্ত্রীজাতি সেই ভাবেই গঠিত হইতেছে। স্বতন্ত্র দেশের কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত খুঁজিয়া দেখ, পুরুষের 'কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনও দিন নারী-জীবন পরিচালিত হয় নাই। এইজন্য অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন পুরুষেরা জ্ঞানানুশীলন অপেক্ষা অধিক মাত্রায় ভক্তি-অনুশীলন করিতেন, রমণীরা তখন জ্ঞানশূন্যা হইয়াই ভক্তিস্রোতে ডুবিতেন। পুরুষেরা যখন হাঁটুর উপরে কাপড় পরিয়া, মুক্ত-পদে, কাঠ চেলা, গরুর জাব দেওয়া, বেড়া বাঁধা, হাট বাজার হইতে মাছ তরকারী বহিয়া আনা, কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্য স্বহস্তে করিতেন, তখন স্ত্রীলোকেরাও গৃহকর্ম্মে যার পর নাই শ্রমশীলতার পরিচয় দিতেন। যখন গৃহস্থ পুরুষ "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ" ও "সর্ব্বদেবময়োতিথিঃ" ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন, তখনই গৃহিণী এবং অন্তঃপুরবাসিনীরা অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন ; নিজেরা অভুক্তা থাকিয়াও অতিথিকে সুখাদ্য বস্তু আহার করাইতেন। সেই পুরাকালে ব্রত নিয়ম, তীর্থপর্য্যটন, দেবতার পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে পুরুষগণ যেরূপ একাগ্রচিত্ত ছিলেন, গৃহলক্ষ্মীগণও সেইরূপ আত্মোৎসর্গ করিতেন। সেই জন্য বলিতেছি, পুরুষেরাই সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশ, তাঁহাদের আদর্শে, তাঁহাদের শিক্ষায় স্ত্রীজাতি চিরদিনই পরিচালিত হইতেছে। প্রাচীনা মহিলাগণ যে সকল সদ্‌গুণ ও সদ্ভাবে অভ্যস্তা ছিলেন, পুরুষজাতিই তাহার প্রবর্ত্তক।

এখন আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, যদি বামাহিতার্থী মহাশয়েরা প্রাচীনা মহিলাদিগের সদ্‌গুণ ও সদ্ভাবসমূহ নব্যা মহিলাদিগের মধ্যে বিকাশিত করিতে চাহেন, তবে মহিলাদিগের শিক্ষক ও সহায় স্বরূপ পুরুষগণই তাঁহাদিগের মধ্যে সেইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে এবং সেইরূপ শিক্ষা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহারা এক প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, অন্য প্রকার শিক্ষা দিবেন, অথচ স্ত্রীলোকেরা তৃতীয় প্রকারে গঠিতা হইবে, ইহা আশা করা বোধ হয় সঙ্গত নহে। যে প্রাচীনা মহিলাদিগের জন্য তাঁহারা আক্ষেপ করিতেছেন, আজিকার দিনে ঠিক সেই প্রাচীনা মহিলাদের আবির্ভাবে যে বঙ্গবাসী প্রকৃত পরিতৃপ্ত হইবেন না, তাহাও স্থির নিশ্চয়। আজিকার—ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিতেছি না, সাধারণের কথাই আলোচ্য—আজিকার এই বিদেশী জ্ঞানালোক প্রাপ্ত, রুচিমান্, অলস, আশু-সুখপরায়ণ, চাকরি-অনুসন্ধিৎসু, বায়রণ-জয়দেব-আবৃত্তিকারী, সুকুমার যুবকগণের গৃহে, গোময়-লেপনকারিণী, বর্ণজ্ঞানশূন্যা, কুসংস্কার-পরায়ণা, কলহপ্রিয়া রমণীদিগের আবির্ভাব হইলে তাঁহারা কি প্রকৃত সুখী হইতে পারেন ? অথবা আজিকার এই টেরি-ফিরাণো, ছড়ি ঘড়ী, চসমাওয়ালা, কালেজের উচ্চ উপাধি-প্রাপ্ত যুবকের বাম পার্শ্বে, আমাদের

প্রপিতামহীর সময়ের সেই ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে তৈলনিষিক্ত কেশদামে চূড়া-বাঁধা, প্রশস্ত সিন্দুরে সীমন্ত ও ললাট আলো করা, উল্কিতে মুখ নাসিকা বিচিত্রিতা, বড় বড় মাদলীমালা গলায় পরা, বাউটী পৈছে বাঁকমল প্রভৃতি ভূষণ-ধারিণী, একহাত পাড় ওয়ালা রাঙা পেড়ে শাড়ীতে জানুর উপরিভাগ আচ্ছাদন-কারিণী, পূর্ণচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ নথে চন্দ্রানন-শোভিনী একজন "তিলক-মণি" নাম্নী সুন্দরী স্থান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস, সেই নব যুবক বাঙ্গালী জন্মে সহস্র ধিক্কার দিয়া এক লম্ফে সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করেন।—আমরা এতটা সাহস করিয়া লিখিতেছি বলিয়া কে আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাই বা কি জানি?

বস্তুতঃ এক বৃক্ষের ত্বক্ অপর বৃক্ষে যোড়া দেওয়ার চেষ্টা যেমন দুরূহ, সেই-রূপ এক সময়ের লোককে অন্য সময়ে প্রচলন করাও দুরূহ। পরিবর্ত্তন জগতের অখণ্ডনীয় নিয়ম। তবে সত্য যেমন অপরিবর্ত্তনীয়, সদ্ভাব সদ্গুণ সকলও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয়, যুগে যুগে অমর। বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত বঙ্গমহিলাদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি, তাঁহাদের জাতীয় সদ্ভাব এবং সদ্গুণসমূহ বিকাশ করিতে পারিলে, প্রাচীনা মহিলাদিগের মত তাঁহারা শ্রমশীলা, ভক্তিমতী, সেবাপরায়ণা ও সহিষ্ণু হইলে, তাঁহাদের সংসারের এবং নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। এই মহতী সাধনাই এদেশে বিশেষ আবশ্যক। বামাহিতার্থিগণ সেই বিষয়ে চেষ্টা করুন।

লেখিকা
শ্রীমা—

নবীন ভারতী।

(৬)

এক পর্ব্বতে এক মহারণ্য, তাহাতে অনেক ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস। ইহাদিগকে তাড়াইবার জন্য নানা লোক নানা উপায় করিতেছে, কিন্তু সব বিফল হইতেছে। কেহ লাঠি সোঁটা লইয়া বনের নানা দিকে আঘাত করিতে লাগিল—২।১টা জন্তু মরিল, অন্য-গুলি আরও ভয়ঙ্কর হইয়া আসিয়া আক্রমণকারীকে বধ করিল। কেহ কেহ অস্ত্র ও গোলাগুলি লইয়া জন্তু শিকার করিতে লাগিল—কয়টা মারিবে এবং কতক্ষণ বৃহদরণ্যে যুঝিবে? তাহাদেরও দশা সেইরূপ হইল। বন যে ভয়ঙ্কর, সেই ভয়ঙ্কর রহিল। দৈবযোগে একদিন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" পর্ব্বতে কেমন করিয়া আগুন ধরিল—ক্রমে চারি দিক্ দাবানলে বেড়িল, উত্তপ্ত পর্ব্বত হইতে হিংস্র জন্তু

সকল প্রাণভয়ে চারি দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। তখন অরণ্য সকল দেখিতে দেখিতে দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইল এবং সেই অনলে জন্তু সকলও নিঃশেষিত হইল। পর্ব্বত পরিষ্কার হইয়া সুগম ও নিরাপদ স্থান হইল।

আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে দুর্গম বিষয়-চিন্তা অরণ্যমধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি অনেক হিংস্র জন্তুর বাস। সাধক আত্মশক্তিতে ইহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রয়াসী হয়। এক রিপুকে দমন করে, অন্য রিপু প্রবল হয়, সংগ্রাম করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, রিপু দমন—ইন্দ্রিয়জয় হয় না। কিন্তু যখন ঈশ্বরকৃপায় হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যানল ধরে, তখন আর কিছুই করিতে হয় না, সমুদায় দুশ্চিন্তা দগ্ধ হয় এবং সকল বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আগুনে হৃদয়কে উত্তপ্ত করিয়া রাখিতে পারিলে আর কোনও রিপু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং সাধক নিরাপদে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়।

(৭)

এক ধনী অনেক ভূসম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তিনি আপনার এক উদ্যানে এক মালী নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দিলেন "দেখ বাপু! আমার এই উদ্যানটী তোমার জিম্মায় দিলাম। ইহার আলী আটন বজায় রাখিয়া তুমি উৎকৃষ্টরূপে কর্ষণ করিয়া যত উৎকৃষ্ট ফুল ও ফল উৎপন্ন করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে এবং যে কিছু ফুল ফল হয়, তাহা আমার নিকট উপস্থিত করিবে, তোমার ভরণ-পোষণ ও উপযুক্ত পুরস্কার দানের ভার আমার উপর। মালিটী বড় বিশ্বাসী। আপনার সুখ ও আরামের প্রতি কিছু দৃষ্টি না করিয়া প্রাণপণে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনে নিযুক্ত হইল। তাহার যত্ন ও পরিশ্রমে উদ্যানটী স্বর্গক্ষেত্রের মত হইল—পুষ্পবৃক্ষ সকল দিন দিন ফুল দেয়, প্রত্যেক ঋতুর ফলফলকর তরু সকল হইতে উৎপন্ন হয়। মালী নিজে তাহার কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া প্রতিদিন ফুল ফল মাথায় করিয়া প্রভুর দ্বারে উপস্থিত হয়। প্রভু মালীর ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট। সে যে সকল ফুল ফল আনে, তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বাছিয়া তাহাকে দেন। কেবল তাহা নহে। তাঁহার অনেক উদ্যান হইতে অনেক ফুল ফল আইসে, মালী যাহা কখনও দেখে নাই তাহা হইতেও ভাল ভাল ফুল ফল তাহাকে দেন। মালী মনিবের অন্নে প্রতিপালিত হয়, আবার আশাতীত পুরস্কার লাভ করিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। সে আরও বিশ্বাসী হইয়া প্রভুর উদ্যানের পাট করে এবং তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া আপনিও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। প্রভু এইরূপ বিশ্বাসী ভৃত্যকে অবশেষে আপনার গৃহে আনিয়া আপনার রত্ন-ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ করিলেন এবং যত অর্থ তাহার প্রয়োজন, তাহা ব্যয় করিতে অনুমতি দিলেন।

ঈশ্বর যাহাকে যে সম্পত্তি দিয়াছেন, সে বিশ্বাসী হইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিলে এবং তাহার সুফল তাঁহাকে অর্পণ করিলে তিনি তাহাকে এইরূপে পুরস্কৃত ও সুখী করিয়া থাকেন।

দয়ানন্দ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিছুদিন চেতন মঠে অবস্থিতির পর দয়ানন্দ বারাণসীতে গমন করেন। তথায় প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও ধর্ম্মাত্মাদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। বারাণসীর প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা দয়ানন্দের ধর্ম্ম-পিপাসা দেখিয়া তাঁহাকে নর্ম্মদা-তীরবাসী পরমানন্দ পরমহংসের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। দয়ানন্দ পরমহংস দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদান্তসার ও বেদান্ত-পরিভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করেন। এই সময়ে তিনি প্রকৃতই সন্ন্যাসী হন। তাঁহার পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নাম হইল।

ইহার পর তিনি ব্যাসাশ্রমে যোগানন্দের নিকট যোগাভ্যাসের জন্য গমন করেন। ইঁহার নিকট কিছুদিন শিক্ষার পর তিনি যোগের চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবার জন্য আহমদাবাদের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে দুইজন যোগীর নিকট গমন করিয়া যোগের গূঢ় রহস্য পরিজ্ঞাত হন। যোগের আর কোনও নূতন উপায় আছে কি না, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে গমন করেন। এখান হইতে তিনি ১৮৫৫ অব্দে হরিদ্বারের যোগী সন্ন্যাসিগণের মহামেলায় যোগদান করেন।

হরিদ্বার হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দয়ানন্দ ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া মহাত্মাদিগের অনুসন্ধান করিতে থাকেন।

দয়ানন্দ ক্রমে ক্রমে সংসারের সমুদয় ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জীবনধারণের জন্য খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন, এই জন্য প্রথম প্রথম দুগ্ধ ও অন্ন গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি অন্নও পরিত্যাগ করেন, কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত দয়ানন্দ হিন্দুর অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ অবিশ্বাস্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। বেদচতুষ্টয় ও উপনিষদ্ ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ ছিল না।

দয়ানন্দ যে শুদ্ধ বক্তৃতাদি করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা নহে; কয়েকখানি গ্রন্থরচনায় তাঁহার শেষ

জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দী ভাষায় বেদের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু অর্দ্ধাংশ অনুবাদ করিবার পর কালগ্রাসে পতিত হন। "ঋক্‌বেদাদিভাষ্য-ভূমিকা" নামক তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তাঁহার উপদেশের সার সংকলিত হইয়াছে। "সত্যার্থপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে তিনি ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

১৮৮৩ অব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখে দয়ানন্দ আজমীরে জীবনলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্যে মুগ্ধ হইয়া যোধপুরের মহারাজা তাঁহার অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছিলেন। স্থানীয় লোকদিগের বিশ্বাস, তাঁহার সভাসদ পণ্ডিতেরা ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত একপ্রকার বিষ-প্রয়োগে দয়ানন্দের প্রাণবিনাশ করেন। যাহা হউক মহা সমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চারি মণ চন্দনকাষ্ঠ, চারি মণ ঘৃত ও দুই সের কর্পূর তাঁহার চিতায় প্রদান করা হয়। যখন তাঁহার দেহ চিতার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার শিষ্যবর্গ উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিতেছিলেন।

দয়ানন্দ আপন ইচ্ছামত হিন্দু শাস্ত্রের অর্থ করিতেন। তাঁহার মত-বিরোধী-দিগকে তিনি মূর্খ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষ্যকারগণ তাঁহার নিকট নির্ব্বোধ বলিয়া অভিহিত হইতেন। তিনি বেদকে অপৌরুষেয় ও অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতেন। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমুদয়ই বেদপাঠে অবগত হওয়া যায়, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে আর্য্য-সমাজ নামে যে সকল ধর্ম্মসমাজ আছে, দয়ানন্দ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচারই ঐ সকল সমাজের উদ্দেশ্য। শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

ঈশ্বরের নামাবলী।

শ।

শক্ত, শক্তি, শক্তিদাতা, শক্তিমান্, শক্তিশালী, শক্তিরূপী, শঙ্কর, শঙ্কাহীন শম্ভু, শঠ-দমন, শতকোটিনামা, শত্রুঞ্জয়, শত্রুপালক, শত্রুহীন, শব্দপ্রমাণ, শব্দশক্তি, শব্দহীন, শব্দাতীত, শম্ভু, শরণ, শরণং শরণানাং, শরণাগত-পালক, শরণাগত-বৎসল, শরণী, শরণ্য, শরেণ্যাং, শর্ম্মদ, শশি-কান্ত, শশিভূষণ, শস্যফলদাতা।

শাতনভয়নিবারণ, শান্ত, শান্তচেতা, শান্তাত্মা, শান্তি, শারদা, শালীন, শাশ্বত, শাসক, শাস্তা, শাস্তিদাতা, শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্র-সিদ্ধ, শাস্ত্রাতীত।

শিক্ষক, শিক্ষণীয়, শিক্ষয়িতা, শিক্ষা-দীক্ষাগুরু, শিথিলতাহীন, শিরঃ, শিরো-মণি, শিরোরত্ন, শিল্পকার, শিল্পিক, শিল্পী, শিল্পীশ, শিব, শিবকর, শিবঙ্কর, শিবগতি, শিবতর, শিবদ, শিষ্ট, শিষ্টি-কর্ত্তা।

শীঘ্রকর্ম্মা, শীঘ্রগ, শীঘ্রদৃষ্টি, শীতকর, শীতগতি, শীতল, শীতলকারী, শীর্ষস্থানীয়।

শুক্ল, শুক্লকর্ম্মা, শুচাপহ, শুচি, শুচিকারী, শুদ্ধ, শুদ্ধকর্ম্মা, শুদ্ধদৃষ্টি, শুদ্ধধী, শুদ্ধ-স্বভাব, শুদ্ধিকারী, শুভ, শুভকর, শুভদ, শুভদাতা, শুভ্র, শুভ্রসত্যস্বরূপ, শুভ্র।

শূদ্রার্য্যসমদর্শী, শূন্যাদিমধ্যান্ত, শূরশ্রেষ্ঠ, শৃঙ্খলভঞ্জন, শৃঙ্খলাবাচী, শৃঙ্খলারক্ষক, শেষ, শেষাঙ্কর, শেষগতি, শৈথিল্যহীন, শৈলেন্দ্ররাজ, শোকহর, শোকনাশন, শোকনোদন, শোকমুক্ত শোকহারী, শোকাপনুদ, শোকাপহন্তা, শোধক, শোভন, শোভনীয়, শোভাকর, শোভাময়, শৌভ, শৌরি, শ্রবণহীন, শ্রমণ, শ্রবণ-মঙ্গল।

শ্রদ্ধাদাতা, শ্রদ্ধেয়, শ্রান্তিহীন।

শ্রী, শ্রীকান্ত, শ্রীদ, শ্রীধর, শ্রীনাথ, শ্রীপতি, শ্রীনিবাস, শ্রীবাস, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীশ, শ্রীহরি, শ্রুতবান্, শ্রুতি-বিষয়, শ্রুতিসিদ্ধ, শ্রুতিসুখ, শ্রেয়ঃ, শ্রেয়স্কর, শ্রেয়োদাতা, শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠগুণ, শ্রেষ্ঠাশ্রম-সেবিত, শ্রোতব্য, শ্রোতা, শ্রোত্রজ্ঞ শ্রোত্রং, শ্লাঘ্য, শ্লীল, শ্লেষক, শ্বশ্রেয়স, শ্বপাকতারণ।

বন্যনারী-সঙ্গীত।

ছোট নাগপুরের বন্যনারীদিগের সম্বন্ধে আমরা একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাইয়াছি, এবার স্থানাভাবে তাহা প্রকাশিত হইতে পারিল না। বন্যনারীদিগের একটী সঙ্গীতমাত্র এবার দেওয়া গেল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন এ প্রদেশে বড়ই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, সে সময় দলে দলে বন্যনারীগণ শিশুদিগকে ক্রোড়ে করিয়া বাড়ী বাড়ী নিম্নলিখিত শোকপূর্ণ দুর্ভিক্ষ-সঙ্গীত গাইয়া ভিক্ষা লইত। ইহাদিগের স্বর মধুর এবং সঙ্গীতে বিশেষ পটুতা আছে।

দুর্ভিক্ষ-সঙ্গীত।

মড়ুয়া সড়িয়ে গেল্‌বে,
জোঁধারি(১) দাহাই(২) গেল,
(আরে) মকেয়া রাখ্‌লে বড়ি মান হো।
হায় উধো!(৩) অবপৎ রাখু ভগবান্।
শাগ্ পাত্‌কে পোষল জান,
(আয়ে) বয়েল বেচ্‌কে দেলু মান,
(আরে) তইও নহি মানথহি(৪) দিওয়ান হো!(৫)
হায় উধো! আব পথ(৬) রাখু ভগবান্॥

অর্থাৎ মেড়ুয়া পচিয়া গেল (বন্যা ও অতিবৃষ্টিহেতু), জনেরা বন্যার স্রোতে ও বৃষ্টির জলে ভাসিয়া গেল; ওরে মকাই (নষ্ট না হওয়ায়) আমাদের বড় মান রাখিয়াছে; হায় বিধি! এ যাত্রা ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা কর। শাক, পাতার দ্বারা পালিত এ জীবন, ওরে বয়েল (বলদ) বিক্রয় করে ইজ্জত দিলাম, তথাপিও

(১) জনেরা—মোকাই বিশেষ; (২) জালিয়া যাওয়া।

(৩) বিধি; (৪) মানে না; (৫) tax Collector; (৬) যাত্রা; পন্থা।

ট্যাক্সের দারোগা (tax collector) মানে না। হায় বিধি! এ যাত্রা রক্ষা কর ভগবান্।

শুনিতে পাই যখন জননীগণ শিশুদিগকে বুকে করিয়া সমস্বরে এই মর্ম্মবিদারক সঙ্গীত করিত, তখন সকলের চক্ষু দিয়া অজস্রধারে জল বহির্গত হইত। তৎকালীন ডেপুটী কমিসনার তাহাদের এই মর্ম্মভেদী সঙ্গীতে অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে স্বয়ং টাক্স দিয়া কাহারও বা টাক্স মাপ করিয়া গরিবদিগকে বাঁচাইয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশ হইতে চট্টগ্রাম জেলাকে ছিন্ন করিয়া আসাম প্রদেশের সহিত যুক্ত করা হইবে এবং উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মধ্যপ্রদেশভুক্ত করা হইবে। মধ্য প্রদেশকে একটি নূতন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য।

২। ভারতের অনেক স্থানে এ বৎসর অনাবৃষ্টি। আর ইংলণ্ডে এরূপ অতিবৃষ্টি হইয়াছে যে লোকে কখনও সেরূপ দেখে নাই।

৩। ইংলণ্ডেশ্বর ও রুসিয়েশ্বর দেন্মার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে আসিয়া পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবেন। দেন্মার্ক আমাদের রাজার শ্বশুরবাড়ী। তত্রত্য বর্ত্তমান রাজা ক্রিশ্চিয়ান রাজদ্বয়ের আতিথ্য করিবেন।

৪। ফ্রান্সদেশের এক ব্যক্তি ২টী পোষা সিংহ লইয়া বেলুনে কতকদূর উঠেন। সিংহদ্বয় ধড়ফড় করাতে বেলুন নামাইয়া লন। কিন্তু সিংহ ছুটি নামিয়াই দম আটকাইয়া মরিয়া যায়।

৫। আবগারী বিভাগে গতবর্ষে ১,৫৭১৮০,৭২৯ টাকা আয় হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৭,৬২,৪১২ টাকা বাড়িয়াছে। গাঁজাতেই প্রায় ২ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। ইহার অপেক্ষা দেশের অধোগতির প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

৬। রুষ ও জাপানের মধ্যে যে গোলযোগ হইয়াছে, জাপান গবর্ণমেণ্ট তাহা মিটাইবার জন্য সেণ্ট পিটার্সবর্গে তাঁহাদের মন্তব্য সহ পত্র পাঠাইয়াছেন এবং তথায় রুষীয়-গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

৭। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারী অনরেবল সি ডবলিউ ম্যাকফার্সন অনরেবল সি ডবলিউ বোল্টনের স্থানে মূকবধির বিদ্যালয়ের-কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯। শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন ঘোষ

এ বৎসরের মান্দ্রাজ কন্‌গ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন।

১০। ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে ১১১৭ জন লোক কার্য্যক্ষেত্রে সাহায্য পাইতেছে।

১১। মাসিডোনিয়াতে একদল নারী-যোদ্ধা তুরস্কের বিরুদ্ধে রণরঙ্গে মাতিয়াছেন। ইভনেভ তাহাদের পরিচালিকা।

১২। গত ২৯এ আগষ্ট বোম্বাই নগরে মুসলমান-শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি-কল্পে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়।

১৩। বোম্বাইবাসী গোবর্দ্ধন দাস ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকায় শ্রীরামপুরের কটন মিল ক্রয় করিয়াছেন।

১৪। বড়লাট সেপ্টেম্বরের শেষে কুমাউন শৈলে ভ্রমণ করিবেন। পরে অক্টোবর মাসে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা প্রভৃতি রাজ্য ভ্রমণ করিয়া আসিবেন।

বামারচনা।

জননী।

জননীগো!
বেঁচে আছি আমি যাই বেঁচে আছ তুমি,
নতুবা সে কোন্ দিন,
মৃত্তিকায় হতো লীন,
এ দেহ জীবন প্রাণ হতো সমভূমি।১
প্রসূতি আমার তুমি, তব সুতা আমি,
আপন শোণিত দিয়ে,
সৃজিলে এ জীব-হিয়ে,
বহিলে গো গুরুভার সদা দিবা যামী॥২
ছিল না শরীরে বল আকাঙ্খা পরাণে,
হাত পা অসাড় ছিল,
চক্ষু কর্ণ না ফুটিল,
পেয়েছি সকলি তব স্তন-সুধা-পানে॥৩
তোমার করুণা রসে বিকাশিল কায়া।
স্নেহ প্রেম সুখ আশা,
জ্ঞান বুদ্ধি শত তৃষা,
একে একে উপজিল যত স্নেহ মায়া।৪
তোমার সাধের ফুল পরাইলে মাথে।
সেই সে সুবাস পেয়ে,
স্বরগ আনন্দ লয়ে,
সংসারে ফেলিনু পদ কত আশা সাথে।৫
তোমার গৌরবরশ্মি উজলি নয়নে
দেখাইল এ ধরণী
কেবল সুখের খনি,
পূরাল মনের সাধ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।৬
প্রভাতে উদিল রবি রঞ্জিয়া গগন।
উষার বিমল হাস,
লয়ে নব অভিলাষ,
জাগায় সুষুপ্ত প্রাণে ভবিষ্য স্বপন॥৭
ফুটিল কাননে ফুল কত সুশোভন!
ছুটিল সুগন্ধভার,
সুমন্দ হিল্লোল তার,
মাতাল অন্তর প্রাণ না যায় বর্ণন॥৮
ভাবিতাম এ সুখের নাহি অবসান।

না বুঝি সৃষ্টির খেলা,
এ ভব সৌন্দর্য্য মেলা
চির দিন সমভাবে রবে বর্ত্তমান ॥৯
জানি না সংসারে আছে কত ইন্দ্রজাল।
সকলি কৃত্রিম ছায়া,
মোহ ফাঁদ—বলে মায়া,
স্বার্থ-বিষভরা ধরা কপট জঞ্জাল ॥১০
তুমি মা সারল্যময়ী এ ভব-ভবনে।
পাইয়া তোমার শিক্ষা,
তব স্নেহে পেয়ে দীক্ষা,
সেই পুণ্য চিত্রখানি জাগে আঁখি মনে ।১১
আত্মপর ভেদাভেদ নাহি ব্যবধান।
দয়াবতী তুমি সতী
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী,
কোমল কমলদামে গড়া হৃদিখান ।১২
স্নেহ মন্দাকিনী খেলে ও হৃদি স্বরগে।
শীতলিতে তপ্ত প্রাণ,
অযাচিতে কর দান,
তুমি গো অশ্রান্ত চির হেমন্ত সুভগে ॥১৩
তাই আমি আছি বেঁচে তুমি আছ বলে।
এখনও দাঁড়ায়ে থাকি,
ধরাপঙ্কে পদ রাখি,
এখনও রয়েছে মাথা তব ছায়াতলে ॥১৪
ধরার বন্ধুর পথ বাধে গো চরণে।
তুমি মা আঁখির দৃষ্টি,
দুর্ব্বলের ভর যষ্টি,
দ'লে যাই কাঁটা খোঁচা ও নাম স্মরণে ।১৫
জনক গেছেন চলে রেখে তব কোলে।
তুমি মাগো জনয়িত্রী,
শান্তিময়ী শুভদাত্রী,
নিশ্বাস শোণিতাধারে তব দয়া খেলে ॥১৬
পুরায়েছ সাধ আশা যেখানে যা মিলে।
দিয়াছ অশেষ দান,
সোণা রূপা মূল্যবান,
সাজালে মনের সাধে নব উষাকালে ॥১৭
ক্রীড়ার পুতুল সম ভাই বোন দিলে।
জীবনের সংস্কার,
উদ্বাহ সুখের সার,
জীবনে নবীন যুগ পতিপ্রেম পেলে ॥১৮
হাত ধরে লয়ে গেলে বীণাপাণি-দ্বারে।
জানি না কপাল-দোষে,
বিদ্যাদেবী রন রোষে,
একটি কটাক্ষ পাতে চাহে না গো
ফিরে ॥১৯
তাই ত পূরে না আশ—মিটে নাই ক্ষুধা।
এখনও অক্লান্ত হয়ে,
সেই বর চেয়ে চেয়ে,
পান করি নিত্য নিত্য আকাঙ্ক্ষার
সুধা ।২০
সারিয়াছ একে একে কর্ত্তব্যের কাজ।
যেখানে যা শোভা পায়,
দিয়াছ যা পায় পায়,
তবু গো অতৃপ্তি কেন পরাণের মাঝ ?২১
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ পথ সকলি দেখালে,
আবার বলি গো আজ,
চাহিতে নাহিক লাজ,
আমিত আতুর দীন এ জগতীতলে ॥২২
অবোধ অজ্ঞান আমি বাসনার দাস।
সতত কামনা জাগে
মরণের আগে ভাগে,
ও চরণ সুধা দানে মিটাবে পিয়াস ॥২৩
যে দিন করালকাল শিয়রেতে আসি

দাড়াবে ভীষণ বেশে
বিকট বদনে হেসে,
তুমি মা থেকো গো কাছে সর্ব্বভয়-
নাশি ॥২৪

ঐ পদ-রজ মাখি শীতল ধরণী বুকে
ঘুমাইব চির-ঘুমে,
শান্তির আশ্রয়ভূমে,
লভিয়া আশীষ তব কাটাইব চির সুখে ॥২৫

শ্রীনি—

জ্যোৎস্নার জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ কামনা।

তব আশীর্ব্বাদী এই পবিত্র প্রসূন,
সোহাগে যতনে স্নেহে লয়েছি হৃদয়ে।
দয়াময় এ প্রার্থনা করি নিশিদিন,
তোমারি ছায়ায় উঠে বিকশিত হয়ে।
ধরায় জানায় সর্ব্বে পরশ বারতা,
প্রাণেতে জাগায়ে দেয় পরশ তোমার।
শুভ্র প্রেমে পূর্ণ হোক তব পবিত্রতা,
সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাক সর্ব্বাঙ্গে উহার।

পৃথিবীর পাপ-ম্লান ছায়াটি আসিয়া,
কখন না করে স্পর্শ অমূল্য হৃদয়,
যে ভাবে দিয়াছ ওরে ধরাতে আনিয়া,
সেই ভাবে পরীক্ষায় হোক সর্ব্বজয়।
চির-কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ আজি মোর প্রাণ,
তোমারেই সমর্পিনু তোমার এ দান।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সে কথা ভুলনা!

১

গেছে ফুরাইয়ে গেছে সেই একদিন।
স্বপনের মত সব হয়েছে বিলীন!
ভুলেছি সে সব তার, সে কথা তুলনা আর,
দিও না হৃদয়ে ব্যথা আনি তার চিন,
ফুরায়েছে সেই সব স্বর্ণময় দিন।

২

ভাবিলে সে সব কথা—থাকে না ক প্রাণ,
স্বপনের মত হ'য়ে গেছে অবসান।
সে কথা কি ভোলা যায়, সবিত হৃদয়ে হায়!
রহিয়াছে স্তরে স্তরে আঁকা সে সকল।
ভুলেছি কি? মিছে কথা সুধু সে কেবল!

৩

মনে করি ভুলে গেছি থাকি নানা কাজে।
কিন্তু সে সদাই মোর হৃদয়ে বিরাজে।
প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে, সে মোর স্মরনতলে,
ঘুমালেও সদা তারে দেখি গো স্বপনে,
কখন কি ভোলা যায় হৃদয়ের ধ'নে?

৪

ভুলে গেছি মনে ক'রে—থাকি এই ভুলে,
দিও না হৃদয়ে ব্যথা আর তাহা তুলে।
পুনঃ গো সে কথা তুলে, দিও না অনল
জ্বেলে
অভাগীর ভাঙ্গা বুকে সহিবে না আর,

কিছু নাই এ হৃদয়ে শুধু ছাই সার।

৫

গেছে যাহা ফুরাইয়ে ফিরিবে না আর।
দিও না যাতনা তুলে সে কথা আবার।
হ'য়েছে যা মোর হোক, আমারি পরাণে
রোক
তোমরা দিও না ব্যথা তুলে তা আবার।
বেশ আছি ভুলে গেছি সে কথা তাহার!

৬

কি হবে সে কথা তুলে তুলোনা ক ফের,
যা হবার হ'য়ে গেছে ফল করমের।
সে কথা কহিয়ে ফিরে, কেন গো
জ্বালাবে মোরে,
কি সুখ লভিবে আমি পাইলে যাতনা?
তাই বলি বার বার সে কথা তুল না।

শ্রীমতী চারুশীলা দাসী,
ফরিদপুর।

আত্ম-সমর্পণ।

আমি মুখে বলি সদা ভালবাসি তোমা,
কার্য্যেতে করি গো আন।
তাই সাধুতার ভাব বাহিরে দেখায়ে
করি যে কতই ভান॥
ভবে লোক-আঁখি হতে প্রতারণা জাল
লুকাই যতন করে।
হায়! তোমার নিকটে কেমনে লুকা'ব
যা আছে হৃদয় ভরে॥
আঁধারে, আলোকে তোমার নয়ন,
জ্বলিছে মণির মত।
তুমি নির্জ্জনে বসিয়া দেখিতেছ সদা
মম আচরণ যত॥
আমি হেলা করি হায়! করেছি ক্ষেপণ
এই জীবনের বেলা।
এবে জীবন সন্ধ্যায় ছাড়ি গেছে সবে,
কাঁদিছি তাই একেলা॥
শুনি অধম নারকী তোমার নিকটে
নিরাশ হয় না কভু।
যদি কাতরেতে ডাকে হৃদি মন খুলে
"দয়াময় দীন-প্রভু"॥
হায়! মিথ্যা কপটতা বিষম কণ্টক,
বিঁধিয়া হে নাথ কত।
মম অমূল্য জীবন কুসুম ভেদিয়া
করিছে শতেক ক্ষত॥
(আজি) ব্যথা-ভরা বুক, নয়নের জল
লইয়া তোমার পাশে,
অপরাধী সম রয়েছি দাঁড়ায়ে
দারুণ লজ্জা ও ত্রাসে॥
আর সত্যেরে ঢাকিয়া মিথ্যা আবরণে
করিব না কোন কাজ,
করি আত্মসমর্পণ—ও পদ কমলে।
নিশ্চিন্ত হইনু আজ॥

শ্রীরাজলক্ষ্মী ঘোষ, মাধপুর।

মর্ম্মগাথা।

(১)

নিরাশা-জড়িত মম অশান্ত জীবন
খুঁজিয়াছে বহুদিন ব্যথিত হৃদয়ে,
সংসার মরুর মাঝে শান্তি নিকেতন।
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ দেখেছে সভয়ে—
মর্ম্মভেদী অন্ধকার মহা ভয়ঙ্কর!!
বিস্তারি বিরাট পক্ষ ঘৃণা অপমানে,
আবরিতে আসে মোর হৃদয়-কন্দর;
ব্যাকুলে ডাকিনু প্রভু! সজলনয়নে।
আশার আশ্বাসে পূর্ণ,—অমৃত ঝঙ্কারে—
বিতরি অনাথে তাঁর অভয় চরণ;
কহিলেন "দেখ বৎস! মহা অন্ধকারে—
বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত, তব শান্তি নিকেতন।"

(২)

অধীর পরাণ মম সংসার গহনে,
সুখের মোহন মন্ত্রে হইতে দীক্ষিত
হইল উৎসর্গীকৃত আশা-প্ররোচনে,
সম্মুখে দেখিল কিন্তু হইয়া বিস্মিত—
আশার নিকুঞ্জে তার ঘন কুজ্ঝটিকা,
প্রলয়ের মহাস্রোতে করেছে প্লাবিত
ব্যাপিয়া জীবন-ক্ষেত্র মহা বিভীষিকা!!
বিষম বিষাদে তারে আবরিয়া চিত্ত।
কাতর ব্যথিত প্রাণ, নিরাশা তিমিরে,
মহিমার দীপ্তালোকে মহা সমুজ্জ্বল—
অভয় সঙ্গীত কার শুনিয়া সুধীরে,—
সস্মিতে সানন্দে আহা মুছি অশ্রুজল।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

স্মৃতি।

কি গভীর বেদনায় হৃদয় দহিছে হায়!
প্রকাশে নীরব ভাষা যেন প্রাণে কি
পিপাসা!
অব্যক্ত সে ভাব গূঢ় কল্পনিতে হই মূঢ়,
যেন কারে প্রাণ চায়, খুজিয়াও নাহি পায়।
পাই পাই ধ্বনি তারে ধরিতে সরিয়া পড়ে।
প্রাণে প্রাণে দেখা হয়, আবেশে বিহ্বলময়।
আনন্দে শিহরে প্রাণ, সচকিতে হয় আন,
চির-পরিচিত সেই কিছুতেই ভুল নেই।
সেই প্রীতি প্রাণচোরা সে প্রেমে চিত
বিভোরা।

সে প্রিয় না হবে যদি দাস্য সখ্য মধুরাদি
পঞ্চভাবে কেন প্রাণ স্ফুরিছে ধরিছে তান?
মোহন মাধুরী সেই এই সেই সেই এই।
স্বরগে মরতে দেখা দিতেছ, দিও হে সখা!
জীবনে মরণে—হাত ধরে থাক সাথে সাথে।
যদি পুনঃ জন্ম লই, জন্মি যেন নারী হই।
পুনঃ সে পাইয়া সখে! ঘুচাইব মনো দুঃখে।
না হয় জনম যদি যথা তথা নিরবধি
মুক্তি বা স্বর্গের পথে থেক সখে! সাথে
সাথে।

শ্রীঅম্বিকা সেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 483. November, 1903.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪১ বর্ষ। ৪৮৩ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩১০ ; নবেম্বর, ১৯০৩। | ৭ম কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মন্ত্রিসভা-পরিবর্ত্তন— চেম্বারলেন-প্রমুখ স্বাধীন বাণিজ্যের বিরোধী মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিসভার (Cabinet) নূতন সভ্য হইয়াছেন :—

ব্রড্রিক—ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী ; অষ্টিন চেম্বারলেন—ধনাধ্যক্ষ (Chancellor of the Exchequer) ; আলফ্রেড লিটল্‌টন—উপনিবেশিক সেক্রেটারী ; আর্ণোল্ড ফষ্টার—সামরিক সেক্রেটারী ; গ্রেহাম মরে—স্কটলণ্ডের সেক্রেটারী এবং লর্ড ষ্টান্‌লী—পোষ্টমাষ্টার-জেনারল।

রাজপ্রতিনিধির ভ্রমণ—লর্ড কুর্জন কয়েকটি সহচরসহ গত ২৫এ সেপ্টেম্বর কুমাউন ভ্রমণে গিয়াছেন। তিনি শীঘ্র পারস্যোপসাগর দর্শনে যাইবেন।

তুরস্কের বিপদ্—ইহার নানা রাজ্যের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, এদিকে রুসিয়া প্রভৃতি ইহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। সুলতান খৃষ্টীয় গবর্ণমেণ্ট সকলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মাসিডোনিয়ার সংস্কার-সাধনার্থ এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার সভ্য একজন মুসলমান, ৪ জন খৃষ্টান এবং সভাপতি হিলমী পাসা।

দেশীয় চিফ্ জষ্টিস্—কলিকাতা হাইকোর্টে স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র মিত্র প্রথম প্রতিনিধি চিফ্ জষ্টিস নিযুক্ত হন। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার চার্লস আর্ণোল্ড হোয়াইট বিদায় লইলে সার সাব্রামেনিয়া আয়ার তাঁহার স্থানে কার্য্য করিবেন।

রাজা রামমোহন রায় উৎসব—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন

রায়ের স্বর্গারোহণ স্মরণার্থ কলিকাতা ও মফঃস্বলের নানা স্থানে স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা সিটী কলেজে যে সভা হয়, তাহাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ সভাপতির কার্য্য করেন। অনরেবল ভূপেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি সময়োচিত বক্তৃতা করিয়াছেন।

উদার-চিন্তাশীলদের সম্মিলন—গত ১লা হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমষ্টার্ডেম নগরে এই সভা হয়। বিখ্যাত ওলন্দাজ পণ্ডিত ডাক্তার উর্ট সভাপতির কার্য্য করেন। ভি, আর, সিন্ধ ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। সকল দেশের উদার-ধর্ম্ম-মতাবলম্বীদের প্রতিনিধি সকল উপস্থিত ছিলেন। কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

লর্ড সালিস্বরীর উইল—তাঁহার তাক্ত সম্পত্তির মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকার অধিক। ইহার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কন্যা লেডী সোয়েণ্ডোলেনকে লক্ষাধিক টাকা দিয়াছেন। অবশিষ্ট সম্পত্তির অচি তাঁহার পুত্রগণ ও কয়েকটী বন্ধু। তাঁহার পত্নীর এ টাকা ছাড়া আরও অনেক নগদ টাকা ও ভূসম্পত্তি আছে।

বীরাঙ্গনা—ইংলণ্ডের অনতিদূরবর্ত্তী সিলী দ্বীপের সমুদ্রতীরে আলফ্রেড মেকিন্দ নামে এক সাহেবের নৌকাডুবী হয়। ঐ দ্বীপের অধ্যক্ষের কুমারী ডেরিয়েন স্মিথ নাম্নী দুই কন্যা এক নৌকায় ঐ বিপন্ন ব্যক্তিকে তুলিয়া অর্দ্ধ মাইল পথ কাঁধে দড়ী করিয়া টানিয়া তাহাকে উদ্ধার করেন।

রচনা-রীতি।

প্রাচীনকালে বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা-রীতি, নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; যথা বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী এবং লাটী। এই কয়েকটি নামই কয়েকটি দেশের নাম হইতে উৎপন্ন। বিদর্ভ (বেরার), লাট (গুজরাট); গৌড় এবং পাঞ্চাল দেশ যে এক সময়ে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, তাহা এই শ্রেণী বিভাগ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ভিন্ন ভিন্ন রচনারীতি প্রচলিত ছিল তাহা নয়; তবে কোন অজ্ঞাত কারণে বিভিন্ন রচনা-রীতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের নামে আখ্যা পাইয়াছে, এই মাত্র।

যে রচনায় কঠোর শব্দের যোজনা নাই এবং পড়িবামাত্রই যাহার অর্থবোধ হয়, সেই মাধুর্য্য এবং প্রসাদগুণযুক্ত রচনা বৈদর্ভী বলিয়া আখ্যাত। প্রাচীনকালের কালিদাসের রচনা এই বৈদর্ভী রীতির আদর্শ দৃষ্টান্ত। পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া যাঁহারা সরল ও সুবোধ্য পদ্ধতি পরিহার করেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, সেকালে একালে বৈদর্ভী রীতিই শ্রেষ্ঠ

রীতি বলিয়া আদৃত। ভাবা যখন ভাব প্রকাশের জন্য, তখন সাহিত্যরচনার সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাব প্রচ্ছন্ন করিয়া কদাচ কেহ কৃতী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সংস্কৃত কবিতা বৈদর্ভী রীতির দৃষ্টান্ত। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গলা কবিতার সর্ব্বত্র বৈদর্ভী রীতি অবলম্বিত দেখিতে পাই।

শব্দাড়ম্বরপূর্ণ, সমাসবহুল রচনারীতি গৌড়ী আখ্যা পাইয়াছে। বীর-রসাদির রচনায় এই রীতি প্রশংসিত। শব্দের ঘটা থাকিলেই যে শ্রুতিকঠোরতা জন্মিবে, অথবা সমাস-যোজনা থাকিলেই যে অর্থ বুঝিবার পক্ষে ক্লেশ হইবে, তাহা নহে। ওজোগুণের সহিত প্রসাদ গুণের বিরোধ নাই; এবং দুঃশ্রবত্ব একটী দোষ বলিয়া সকল রচনাতেই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। সুকবি ভবভূতির রচনায় মাধুর্য্যাদি গুণ যথেষ্ট আছে; কিন্তু তিনি প্রয়োজনমতে অনেক গৌড়ী রচনাও করিয়াছেন। একালের মেঘনাদবধ হইতে গৌড়ী রচনার অনেক দৃষ্টান্ত তুলিতে পারা যায়।

পাঞ্চালী রচনা বৈদর্ভী এবং গৌড়ী রীতির মিশ্রণ। বাণভট্টাদির রচনার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা এই উল্লেখ-মাত্রেই পাঞ্চালী রীতি কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। কবি হেমচন্দ্র কিয়ৎ পরিমাণে পাঞ্চালী রীতির অনুবর্ত্তী ছিলেন। তাঁহার ওজোগুণসম্পন্ন রচনা শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাহাতে মাধুর্য্যের অভাব ছিল না।

গৌড়ী ডম্বর-বন্ধা স্যাৎ, বৈদর্ভী ললিত-
ক্রমা।
পাঞ্চালী মিশ্রভাবেন, লাটী তু মৃদুভিঃ
পদৈঃ।

কেবল মৃদুল পদের সমাবেশই যে লাটী রীতির বিশেষত্ব, তাহা নহে। নিরর্থক "লতাকুঞ্জং গুঞ্জন্" লিখিলে সেটা কোন রীতির অন্তর্ভুক্ত হয় না, কেবল কু-রীতির সৃষ্টি হয়। ভাবের উৎকর্ষ আছে বলিয়াই কবি রবীন্দ্র নাথের "ভব নন্দন-গন্ধমোদিত" প্রভৃতি এত মিষ্ট। আদি, করুণ এবং শান্তরসপ্রধান রচনা ভিন্ন লাটী রীতি অবলম্বিত হইতে পারে না। বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে, এই রীতি অবলম্বন করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

রচনায় মাধুর্য্যের সমাবেশ অতি কঠিন হইলেও, নূতন লেখকেরা উহার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বালকেরা সর্ব্বদাই শর্করাপ্রিয়। মাধুর্য্যের সৃষ্টির প্রয়াসে উপহাসাস্পদ না হইয়া বরং যদি গ্রাম্যতা, দুঃশ্রবত্ব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সরল সুবোধ্য রচনা করিবার জন্য উদ্যোগ করা যায়, তাহা হইলে অধিক ফলবত্তার সম্ভাবনা।